প্রেম

কাসেম বিন আবুবাকার

১। "হে মানব, তোমার প্রতি যে-কোনো মঙ্গল উপস্থিত হয়, উহা কেবল আল্লাহরই পক্ষ হইতে, আর যে-কোনো অমঙ্গল উপস্থিত হয়, উহা তোমাদেরই (বদ আমলের) কারণে হইয়া থাকে।"

– আল-কুরআন-সূরা-নেশা, পারা-৫, ৭৯নং আয়াতের প্রথম অংশ।

২। "যে স্বভাব-চরিত্রে সর্বোত্তম, সেই বিশ্বাসীদের (মুমিনদের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

– আবু দাউদ

৩। "প্রেমের পথে দুঃখ-কষ্ট আসে এই জন্য, যেন যে কোনো ব্যক্তিই মহব্বতের দাবী করিতে না পারে।"

– তিরমিজী

ভূমিকা

মহান বিশ্ব প্রভুর নামে শুরু করছি।

সাধারণতঃ উপন্যাস বলতে আমরা প্রেম কাহিনী বুঝি। লেখকরা নিজেদের কল্পনা শক্তি দিয়ে যে কাহিনী লিখে থাকেন, তা সমাজের বাস্তবতা দেখেই লিখেন, অনেকে মনে করেন, লেখকরা কল্পনার রথে চড়ে অবাস্তব ঘটনা লিখেন। কথাটা কিছুটা সত্য হলেও পুরোটা নয়। আমরা কতটুকু খবর রাখি? আগের যুগে এবং বর্তমান যুগে এমন কিছু বাস্তব ঘটনা ঘটেছে বা ঘটছে যা লেখকদের কল্পনাকেও হার মানিয়ে দেয়। লেখকরা কল্পনা করে লিখলেও তারা যা লিখেন, তা হয় আগের যুগে ঘটেছে অথবা বর্তমান যুগে ঘটছে অথবা ভবিষ্যতে ঘটবে, একথা শতকরা প্রায় একশো ভাগই সত্য। গ্রাম বাংলার একটি বাস্তব ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসটি লিখেছি। এর নায়ক নায়িকা দু'টো অপরিণত বয়সের ছেলেমেয়ে, অনেক সময় দেখা যায়, অপরিণত বয়সের ছেলেমেয়েরা এমন কথা বলে বা এমন কাজ করে, যা পরিণত বয়সের ছেলেমেয়েরা সেসব বলতে বা করতে পারে না। এই উপন্যাসের কাহিনীর ঘটনাটাও ঠিক সেই রকম।

উপন্যাসখানা পড়ে পাঠকবর্গ প্রেম আর ভালবাসা কি, তা জানতে পারবেন, আরো জানতে পারবেন অপরিণত বয়সের প্রেম ভালবাসার ফলাফল। অপরিণত বয়সের ছেলেমেয়েরা এই কাহিনী পড়ে নিজের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার আগে যেন এই পথে পা না বাড়ায়; সেই কামনা করে পাঠকবর্গের হাতে এই উপন্যাসটি তুলে দিলাম।

ওয়াস সালাম–

৭ই পৌষ ১৪০০ বঙ্গাব্দ
৭ই রজব ১৩১৪ হিঃ
২১শে ডিসেম্বর ১৯৯৩ইং

এই লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই ঃ

❒ ফুটন্ত গোলাপ ❒ ক্রন্দসী প্রিয়া ❒ জ্যোৎস্না রাতে কালো মেঘ ❒ বিলম্বিত বাসর ❒ শ্রেয়সী ❒ অচেনা পথিক ❒ বিদেশী মেম ❒ কি পেলাম ❒ প্রেমের পরশ ❒ শরীফা ❒ প্রেম বেহেশতের ফল ❒ স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ❒ জোঁকা ❒ প্রতীক্ষা ❒ অসম প্রেম ❒ অবশেষে মিলন ❒ একটি ভ্রমর পাঁচটি ফুল ❒ পাহাড়ী ললনা ❒ অনন্ত প্রেম ❒ শেষ উপহার ❒ কলঙ্কের ফুল ❒ শহরের মেয়ে ❒ তুমি সুন্দর ❒ বিয়ে বিভ্রাট ❒ মনের মতো মন ❒ রাগ-অনুরাগ ❒ শ্রাবণী ❒ জোনাকির আলো ❒ আগুনের মানব ❒ যেখানে কেউ নেই ❒ মেঘের কোলে রোদ ❒ বিকেলে ভোরের ফুল ❒ কালো মেয়ে ❒ পলাতকা ❒ শ্রেষ্ঠ প্রেমের উপন্যাস ❒ বিয়ের খোঁপা ❒ কামিনী কাঞ্চন ❒ প্রেম ও স্বপ্ন ❒ তোমার প্রত্যাশায় ❒ হৃদয়ে আঁকা ছবি ❒ ভাঙ্গা গড়া ❒ কে ডাকে তোমায় ❒ মেঘলা আকাশ ❒ স্বর্ণ তুমি ❒ বধূয়া ❒ বহুরূপিনী ❒ হৃদয় যমুনা ❒ ভালবাসার নিমন্ত্রণ ❒ বড় আপা ❒ আমি তোমার ❒ প্রেমের ফসল ❒ বড় কে ❒ প্রতিবেশীনি ❒ পল্লীবালা ❒ আধুনিকা ❒ ধনীর দুলালী ❒ হঠাৎ দেখা ❒ কেউ ভোলে কেউ ভোলে না ❒ প্রেম যেন এক সোনার হরিণ ❒ পথে পরিচয় ❒ ধূমায়িত পথ ❒ যেতে নাহি দেব ❒ অমর প্রেম ❒ বিদায় বেলায় ❒ বাসর রাত ❒ বালিকার অভিমান ❒ অবাঞ্ছিত উইল ❒ চেনা মেয়ে ❒ সংসার ❒ কাঙ্খিত জীবন ❒ অলৌকিক প্রেম ❒ মানুষ অমানুষ ❒ ভালোবাসি তোমাকেই ❒ সে কোন বনের হরিণ ❒ ফুলের কাঁটা ❒ সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে ❒ আমিও মানুষ ❒ তুমিও মানুষ ❒ নাফ নদীর বাঁকে (যন্ত্রস্থ) ❒ অপরিচিতা ❒ ফেরারি প্রেমিকা ❒ স্বপ্নে দেখা সেই মেয়েটি ❒ জীবন বড় সুন্দর ❒

MD. MAHMUDUR RAHMAN
CEO
FM Technology
Cell : +880-1741472499
+880-1971472499

বাংলাদেশের অর্ধ লক্ষাধিক গ্রামের মধ্যে কুমিল্লা জেলার শোভারামপুর অন্যতম। গ্রামটার দক্ষিণে বিশাল ধানের মাঠ, উত্তর দিকে তিতাস নদী পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত। তখন শীতকাল, উত্তরে বাতাস পাকা ধান গাছের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় সোনালি ঢেউয়ের সৃষ্টি করছে। চাষীরা ধান কাটতে ব্যস্ত। তখন বেলা প্রায় দশটা। এই গ্রামের ছেলে আনিসুর রহমান। তার ডাক নাম পারভেজ, সে মাঠের ধারে বড় রাস্তার একটা শিরীষ গাছের তলায় বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন। কেউ দেখলে ভাববে রোদ পোহাচ্ছে, কিন্তু পারভেজ নিজের পড়াশোনার ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে করতে বাস্তব জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

এমন সময় তার অন্তরঙ্গ বন্ধু জসিম এসে তাকে ঐ ভাবে বসে থাকতে দেখে তার নাম ধরে দু'তিনবার ডাকল।

পারভেজ বাস্তব জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে বলে বন্ধুর ডাক শুনতে পেল না।

তাই দেখে জসিম একটু নিচু হয়ে পারভেজের একটা কাঁধে হাত রেখে নাড়া দিয়ে বলল, কিরে পারভেজ, এত গভীরভাবে কি এমন ভাবছিস, আমার ডাক শুনতে পেলি না?

পারভেজ কোনো কথা না বলে শুধু তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

জসিম আবার বলল, কিরে কথা বলছিস না কেন? দশটা বাজে হুঁশ নেই বুঝি? স্কুলে যাবি না?

এবার পারভেজ বাস্তবে ফিরে এসে প্রথমে সালাম দিল। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, না, আজ স্কুলে যাব না।

জসিম সালামের উত্তর দিয়ে বলল, কেন? তোদের বাড়িতে কি কিছু হয়েছে? পারভেজ বলল, কিছু হোক বা না হোক তা তোর জানার দরকার নেই। সেটা আমাদের পারিবারিক ব্যাপার।

জসিম আহতস্বরে বলল, তুই একথা বলতে পারলি? তোদের পরিবারের কোনো কিছু তো আমার অজানা নয়।

পারভেজ চিন্তার মধ্যে ছিল বলে কথাটা বলে ফেলেছে। জসিমের কথায় ভুল বুঝতে পেরে বলল, তুই কিছু মনে করিসনি, আজ মনটা ভাল নেই। মাফ করে দে ভাই।

জসিম বলল, কেন তোর মন খারাপ, না শোনা পর্যন্ত মাফ করব না।

পারভেজ যেদিন রামকৃষ্ণপুর হাই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়, সেই দিনই জসিমের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। জসিম ছাত্র হিসাবে ভাল না হলেও তার আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্র খুব সুন্দর। তার আর একটা বড় গুণ হল, ছোটবেলা থেকে খুব মধুরসুরে বাঁশী বাজাতে পারে। তার বাঁশীর সুর শুনে ছোট বড় সবাই মুগ্ধ হয়।

প্রতিদিন সে মাঠের ধারে একা বসে বসে অনেক রাত পর্যন্ত বাঁশী বাজায়। গ্রামের লোকজন তার বাঁশীর সুর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। প্রতি বছর স্কুলে একুশে ফেব্রুয়ারী উদযাপনে "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী" গানটা যখন বাঁশীর সুরে বাজায় তখন সকলের চোখ থেকে পানি পড়তে থাকে। অনেক ছাত্র তার কাছ থেকে বাঁশী বাজান শিখেছে। অনেকে বাঁশী বাজান শেখার জন্য তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে। পারভেজের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে অবশ্য অন্য কারণে। পারভেজ লেখাপড়ায় ভালো। তাই জসিম তা জানতে পেরে নিজেও ভালো ছাত্র হওয়ার জন্য তার সাথে করেছে। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় যেদিন পারভেজ তাকে বলল, তুই বাঁশীবাজান ছেড়ে দে, কারণ এটা ইসলামের আইনে নিষেধ। সেদিন থেকে জসিম বাঁশী বাজান বন্ধ করে দেয়। বন্ধুত্ব হওয়ার পর বেশিরভাগ সময় দু'জনে একসঙ্গে থাকে। দু'জনের বাড়ি একই গ্রামে না হলেও পাশাপাশি গ্রামে। পারভেজদের গ্রামের নাম শোভারামপুর ডাক্তার বাড়ি। আর জসিমদের গ্রামের নাম পারাতলী কাজি-বাড়ি। দূরত্ব তেমন নয়, মাত্র পনের বিশ মিনিটের পথ। জসিম তাদের পরিবারের বড় ছেলে। প্রথম যেদিন তারা বন্ধুত্ব করে, সেদিন জসিম পারভেজকে তাদের বাড়িতে নিয়ে তার মাকে বলল, এ হল শোভারামপুরের ডাক্তার বাড়ির পারভেজ। খুব ভাল ছাত্র। আমরা একই ক্লাসে পড়ি, আমি এর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছি। তুমি আমার বন্ধুকে কিছু নাস্তা খেতে দাও।

জসিমের কথা শেষ হতে পারভেজ তার মাকে কদমুসি করে বলল, চাচিআম্মা, আপনি দো'য়া করুন, আল্লাহ পাক যেন আমাদরে বন্ধুত্ব চিরকাল টিকিয়ে রাখেন। আমরা একে অপরের প্রকৃত বন্ধু হতে পারি।

জসিমের মা তহুরন বিবি এতটুকু ছেলের ব্যবহারে ও কথাবার্তায় যেমন অবাক হলেন তেমনি খুব খুশিও হলেন। তার মাথায় চুমো খেয়ে বললেন, আল্লাহ তোমাদের হায়াৎ দারাজ করুক। তোমাদের মনের বাসনা পূরণ করুক। তারপর জসিমকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুই পারভেজকে নিয়ে তোর পড়ার ঘরে বস; আমি নাস্তা তৈরি করে নিয়ে আসছি।

জসিম পারভেজকে পড়ার ঘরে নিয়ে এসে দু'জনে গল্প করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে তহুরণ বিবি নাস্তা নিয়ে এসে তাদের খেতে দিলেন। তারপর পারভেজকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বাবা পারভেজ, তুমি জসিমকে লেখা-পড়ার ব্যাপারে একটু সাহায্য করো, ও তেমন ভালো ছাত্র না। তুমি সাহায্য করলে ভালো ছাত্র হতে পারবে। তাতে তোমারও সুনাম হবে। তুমি মাঝে মাঝে ওর সাথে আসবে, আজ থেকে তুমিও আমার ছেলের মতো।

পারভেজ বলল, আসব চাচিআম্মা, আপনি যা বললেন তা পালন করার চেষ্টা করব। আপনি শুধু আমাদের জন্য দো'য়া করবেন।

তহুরন বিবি তার মাথায় তাহ বুলিয়ে আদর করে বললেন, আমি তোমার কাছ থেকে এরকমই আশা করেছিলাম। আর মায়েরা তো সব সময় ছেলেদেরকে দো'য়া করে থাকেন।

ঐদিন থেকে তাদের বন্ধুত্ব গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছে। একে অপরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হয়েছে। একজনের অসুখ-বিসুখ করলে অন্যজন সেবা করে। কোনো

কারণে একজন স্কুলে না গেলে অন্যজন যায় না। তাই আজ পারভেজের স্কুলে না যাওয়ার কারণ শোনার জন্য জসিম ব্যাকুল হয়ে উঠল।

জসিমের কথা শুনে পারভেজ তার একটা হাত ধরে পাশে বসিয়ে বলল, আমার সবকিছু জানলেও আমাদের পরিবারের অনেক কিছু জানিস না। আজ তোকে সব বলব। আমাদের পরিবার খুব বড়। অনেক দিন আগে থেকে আমার বড়ভাই পরিবারের সবকিছু দেখাশোনা করে। তাই আমাকে সারাক্ষণ তার কথানুসারে চলতে হয়। আমরা মোট ছয় ভাই, দুই বোন। আমি সকলের ছোট। আব্বা-আম্মা থাকা সত্ত্বেও পরিবারের সব দায়িত্ব বড় ভাইয়ের উপর। আমার আব্বা জাহাজে চাকরি করতেন। টাকা পয়সা যা পাঠাতেন, তা দিয়ে বড় ভাই সংসার চালাত। সংসারে কাজের চাপে বড় ভাই বেশি লেখাপড়া করতে পারেনি। তবে অন্যান্য ভাইদের লেখাপড়া করাত। সবার মধ্যে মেজভাই বেশী লেখাপড়া করেছে। সে ১৯৭২ সালে এইচ.এস.সি. পাস করে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়। লেখাপড়া বন্ধ করার মূল কারণ হল, সঙ্গদোষ। তার বন্ধুরা লুটতরাজ ও হাইজ্যাক করে বেড়াত। একদিন ডাকাতি করতে গিয়ে তারা পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। পুলিশরা তাদেরকে মারপিট করে জিজ্ঞেস করল, আর কেউ তাদের সঙ্গে আছে কিনা? নিজেদেরকে মার খাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য মিথ্যে করে মেজভাইয়ের নাম বলল, পুলিশরা মেজভাইকে গ্রেপ্তার করল। মেজভাইয়ের নামেও ডাকাতির কেস হল। মেজভাইকে পুলিশ গ্রেপ্তার করার পর আম্মা কেঁদে কেঁদে পাগলের মত হয়ে গেল। আব্বা অনেক টাকা খরচ করে কেস ডিসমিস করে মেজভাইকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন। সেই সময় আব্বাকে বেশ কিছু জমি বিক্রি করতে হয়। তারপর থেকে আমাদের সংসারে অভাব দেখা দিল। আমাকে পড়াশোনার সাথে সাথে বড় ভাইয়ের সঙ্গে চাষ-বাসের কাজ করতে হয়। পড়াশোনা প্রায় বন্ধ হতে বসেছিল। মেজভাইয়ের সহযোগিতায় তা হয়নি। সে আমাকে লেখাপড়া করাচ্ছে। কিন্তু সে তো বাড়িতে থাকে না, ডাকাতির কেসে খালাস পাওয়ার পর চট্টগ্রামে একটা দোকান দিয়েছে। টাকার অভাবে যখন আমার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল, তখন মেজভাই একদিন আব্বাকে বলল, আমি পারাভেজের পড়ার সব খরচ দেব। ওর পড়াশোনা বন্ধ করা যাবে না। আমার স্বপ্ন ওকে দিয়ে পুরন করব। আমি ওকে এম.এ. পাশ করাব। সেই থেকে মেজভাই আমার জামা কাপড় এবং লেখাপড়ার সব খরচ দিয়ে আসছে। তবু আমাকে বড় ভাইয়ের আদেশমতো সংসারের সব কাজ করতে হয়। আজ সকালেও মাঠে ধান কাটতে গিয়েছিলাম। স্কুলের অংক করা হয়নি। তাই আজ স্কুলে যাব না।

জসিম বলল, তুই স্কুলের পড়ার কথা বড় ভাইকে বলিসনি?

পারভেজ বলল, বলিনি আবার! এর আগেও কতবার বলেছি, আমার কথা গ্রাহ্যই করে না। যখন পড়া তৈরি করার কথা বলে কোনো কাজ করতে না চাই তখন রেগে গিয়ে বলে, রাখ তোর স্কুলের পড়া, পড়াশোনা করে কে বড়লোক হয়েছে? আগে পেটের চিন্তা কর, তারপর লেখাপড়ার চিন্তা করবি।

জসিম বলল, তুই যখন আজ স্কুলে যাবি না তখন আমিও যাব না।

আমার জন্য তুই শুধু শুধু স্কুল কামাই করবি?

আমি যেদিন কামাই করি সেদিন তুইও তো কামাই করিস। ওকথা বাদ দিয়ে বল, এত কাজকর্ম করার পর তুই পড়াশোনা করবি কি করে? আর করলেও রেজাল্ট তো ভালো হবে না।

পারভেজ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, মেজভাইকে চিঠি লিখে দেখি সে কি বলে তারপর না হয় কারো বাড়িতে লজিং থেকে লেখাপড়া করব।

খুব ভালো কথা বলেছিস। তোর মতো ভালো ছাত্র সংসারের কাজ কর্ম করে খারাপ রেজাল্ট করবি, তা ঠিক হবে না। আমার মতে কারো বাড়িতে লজিং থেকে পড়াশোনা করাই তোর জন্য উত্তম। এবার বলল, তোর মন আজ এত খারাপ কেন?

আজ সকালে যখন বড় ভাইকে স্কুলের অংক করার কথা বলে মাঠে যেতে চাইলাম না তখন সে আমাকে যা তা করে বলে জোর করে মাঠে নিয়ে গিয়েছিল, তাই মন খারাপ।

চল আজ যখন স্কুলে যাওয়া হল না তখন দু'জনে ঘোরাফেরা করি। কথা শেষ করে জসিম দাঁড়িয়ে উঠে পারভেজের হাত ধরে দাঁড় করাল।

পারভেজ বলল, তাই চল, আজ দু'বন্ধুতে সারাদিন ঘুরে বেড়াব।

সেদিন দুপুরে পারভেজ জসিমের সঙ্গে তাদের বাড়িতে ভাত খেল। তারপর আবার তারা ঘুরতে বেরিয়ে পড়ল, সন্ধ্যের আগে সে বার বাড়িতে ফিরে গেল।

পারভেজ মাগরিবের নামায পড়ে পড়তে বসল।

একসময় বড় ভাই রসিদ তার কাছে এসে রাগের সঙ্গে বলল, কিরে, তুই স্কুলে যাবি বলে মাঠে কাজ ফেলে চলে এলি অথচ স্কুলে যাস নি, ঘরেও ছিলি না; কোথায় ছিলি?

পারভেজ কিছু না বলে বইয়ের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

তাকে ঐভাবে চুপ করে থাকতে দেখে রসিদ আরো রেগে গিয়ে বলল, চুপ করে আছিস কেন, জবাব দে? ন্যায় অন্যায় করলে রসিদ এখনও তাকে মারধর করে।

বড় ভাইয়ের রাগ দেখে পারভেজ ভয় পেলেও সত্য মিথ্য কিছু বলতে পারল না, চুপ করেই রইল।

বড় ছেলে পারভেজকে রাগারাগি করছে শুনে তাসনিমা বিবি সেখানে এসে রসিদকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কি হয়েছে? তুই ওকে বকাবকি করছিস কেন?

রসিদ বলল, ও আজ স্কুলে যাবে বলে মাঠ থেকে কাজ করতে করতে চলে এল। স্কুলে না গিয়ে কোথায় সারাদিন ছিল, সে কথা জিজ্ঞেস করছি।

তাসনিমা বিবি বললেন, ঠিক আছে, এখন তুই যা, যা বলার আমি বলছি।

রসিদ বলল, তুমিই ওর মাথাটা খাবে। তারপর পারভেজকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোর আর পড়াশোনো করার দরকার নেই। কাল থেকে স্কুলে যেতে হবে না, তারপর রাগে গর গর করতে করতে সেখান থেকে চলে গেল।

রসিদ চলে যাওয়ার পর তাসনিমা বিবি পারভেজকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই সারাদিন কোথায় ছিলি?

পারভেজ বলল, জসিমদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তারপর মাকে কারো বাড়িতে লজিং থেকে লেখাপড়া করার কথা বলল।

তাসনিমা বিবি বললেন, যাই করিস না কেন তোর মেজভাইয়ের মতামত নিয়ে করিস।

পারভেজ বলল, তাতো করবই। ভাবছি তাকে চিটি দিয়ে জানাব।

তাসনিমা বিবি বললেন, হ্যাঁ, তাই জানা, সে কি বলে দেখ। এখন পড়, আমি যাই। তারপর তিনি চলে গেলেন।

মা চলে যাওয়ার পর পারভেজ মেজভাইকে বড়ভাইয়ের ইচ্ছার কথা লিখে এবং লজিং-এ থেকে পড়াশোনা করার জন্য অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখল।

কয়েকদিন পর পারভেজের মেজভাই তার চিঠির উত্তরে জানাল, তুই লজিং থেকে পড়াশোনা কর। আমি তোর সব খারচপত্র যেমন দিচ্ছি তেমনি দিয়ে যাব।

মেজভাইয়ের চিঠি পাওয়ার পর পারভেজ একদিন স্কুলে জসিমকে বলল, লজিং থাকার ব্যাপারে, মেজভাইকে চিঠি দিয়েছিলাম, সে অনুমতি দিয়েছে।

জসিম আনন্দিত হয়ে বলল, ঠিক আছে, তোকে লজিং এর ব্যাপারে কোনো চিন্তা করতে হবে না, আমি সে ব্যবস্থা করব। তুই আজ স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে আমাদের বাড়িতে আসবি।

পারভেজ বলল, আজ ছোট আপাদের বাড়িতে যাব ভেবেছিলাম, অনেক দিন তাকে দেখতে যাইনি।

জসিম বলল, কাল শুক্রবার, কাল যাস। আমিও না হয় তোর সাথে যাব। আজ বিকেলে তুই আমাদের বাড়িতে আসবি।

পারভেজ বলল, ঠি আছে, তাই যাব।

স্কুল থেকে বাড়িতে এসে নাস্তা খেয়ে পারভেজ জসিমদের বাড়িতে রওয়ানা দিল। যেতে যেতে ভাবল, যাক এবার লজিং-এ থেকে ভালোভাবে পড়াশোনা করা যাবে।

বেশ কিছুদিন আগে জসিমের এক চাচি তাকে একজন মাস্টারের কথা বলে ছিলেন। জসিমের এই চাচার এক ছেলে দু'মেয়ে। এত দিন একজন মাস্টার তাদের বাড়িতে লজিং ছিলেন। তিনি কিছু দিন আগে চলে গেছেন। ঐদিন পারভেজ যখন তাকে লজিং-এর কথা বলল তখন ভাবল, চাচাদের বাড়িতে তার লজিং ঠিক করে দিতে পারলে খুব ভালো হবে। দু'বন্ধুতে একসঙ্গে পড়াশোনা করা যাবে। তার কাছ থেকে অনেক সাহায্যও পাওয়া যাবে। দু'জনে আনন্দের সঙ্গে দিন কাটাতে পারবে।

বিকেলে পারভেজ তাদের বাড়িতে এলে জসিম বলল, তোকে আমার চাচার বাড়িতে লজিং ঠিক করে দেব।

পারভেজ বলল, তা হলে তো ভালই হয়। তোকে সব সময় কাছে পাব। তবে আব্বা আম্মাকে জিজ্ঞেস করে পরে তোকে জানাব।

জসিম বলল, ঠিক আছে তাই কর। আমি চাচিআম্মার সঙ্গে তোর ব্যাপারে আলাপ করে রাখব।

সেদিন পারভেজ বাড়ি ফিরে আম্মা আব্বাকে পড়াশোনার সুবিধা অসুবিধার কথা বলে জসিমের চাচাদের বাড়িতে লজিং থাকার কথা জানাল।

পারভেজে আব্বা মজিবুল হক বললেন, তুই তো এখন ছোট না; ক্লাস টেনে পড়ছিস। তোর ভালোমন্দ তুই বুঝবি। আমাদের কিছু বলার নেই। তুই যদি মনে

করিস লজিং-এ থাকলে তোর পড়াশোনা ভলো হবে, তা হলে তাই থাক। আমারও ধারণা বাড়িতে এত কাজকর্ম করে তোর পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। তবে একথা তোর মেজভাইকে একবার জানান দরকার।

পারভেজ বলল, আমি তাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম। সেও তাই বলেছে।

মুজিবুল হক বললেন, তা হলে তো আর কোনো কথা নেই। সেই ব্যবস্থা কর।

পরের দিন স্কুল বন্ধ থাকায় পারভেজ কথাটা জানাবার জন্য জসিমদের বাড়িতে গেল। কিন্তু তাকে পেল না। সে কোথায় যেন গেছে। পারভেজ তার আম্মাকে বলল, চাচিআম্মা জসিম ঘরে এলে বলবেন, সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।

তহুরুন বিবি বললেন, ঠিক আছে বলব। তুমি বস নাস্তা খেয়ে যাবে।

পারভেজ বলল, না চাচিআম্মা এখন কিছু খাব না। নাস্তা খেয়ে এসেছি। তারপর বাড়ি ফিরে এল।

বিকেলে আসরের নামায পড়ে পারভেজ মাঠের দিকে বেড়াতে গেল। কিছুদূর যাওয়ার পর জসিমকে আসতে দেখল।

জসিম কাছে এসে সালাম বিনিময় করে বলল, কিরে তুই, না কি সকালে আমাদের বাড়িতে গিয়ে আম্মাকে বলে এসেছিস দেখা করার জন্য? কি খবর বল।

পারভেজ বলল, তার আগে বল, তুই কোথায় গিয়েছিলি?

জসিম বলল, তেভাগিয়ায় একটা লোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তুই তো জানিস, আমার আব্বা পাঁচ ছ'বছর হল মসকোটে চাকরি করে। ঐ লোকটাও আব্বার সঙ্গে চাকরি করে। সে বাড়ি এসেছে, খবর পেয়ে তার কাছে গিয়েছিলাম। আমি তো বড় ছেলে; পড়াশোনার সাথে সাথে সংসারের সব কিছু দেখাশোনা করতে হয়। এবার বল, তুই কেন আমাকে দেখা করতে বলেছিস।

পারভেজ বলল, আব্বা আম্মা লজিং-এ থাকার অনুমতি দিয়েছে। কথাটা বলার জন্য গিয়েছিলাম। তোর দেখা না পেয়ে চাচিআম্মাকে বলেছিলাম। তুই যেন আমার সঙ্গে দেখা করিস। এখন বল, তোর চাচাদের বাড়িতে লজিং নিলে কেমন হবে? আর তুই তাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনো কথাবার্তা বলেছিস কি না?

জসিম আনন্দে উল্লাসিত হয়ে বলল, তাদের সাথে কথাবার্তা একদম পাকা হয়ে গেছে। তোর কথা শুনে তারা খুব খুশি। তুই রাজি আছিস শুনে আমার যা আনন্দ হচ্ছে, তা তোকে বোঝাতে পারছি না। এবার থেকে দু'জনে কমপিটিশান করে পড়াশোনা করতে পারব। সব সময় দু'জনে একসাথে থাকব।

পারভেজ বলল, তাতো বুঝলাম; কিন্তু ওদের পরিবেশ কেমন, কতজন ছাত্র-ছাত্রী, কে কোন ক্লাসে পড়ে, সবকিছু খুলে বল।

জসিম বলল, পরিবেশ মোটামুটি ভালো। ছাত্র-ছাত্রী মোট তিনজন। একজন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী, আর বাকি দু'জন দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী।

পারভেজ বলল, অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী কি আমি পড়াতে পারব?

জসিম মৃদু হেসে বলল, তোর মতো ভালো ছাত্র অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীকে পড়ান তো নরম্যাল ব্যাপার। আমার ধারণা কমপক্ষে নাইনের ছাত্র-ছাত্রীদেরও পড়াতে তোর কোনো অসুবিধা হবে না।

পারভেজ বলল, তোর মুখে সারাক্ষণ শুধু আমার সুনামই শুনি। রাখ এসব কথা, এখন বল কবে লজিং-এ আসতে পারব?

জসিম বলল, ইচ্ছে করলে আজকেই আসতে পারবি।

পারভেজ হেসে উঠে বলল, আজ কি করে হয়? প্রথমে তারা আমাকে পরীক্ষা করে দেখুক আমি তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াতে পারব কিনা। তা ছাড়া মাস্টার রাখার ব্যাপারে তাদের প্রস্তুতি নেওয়ারও দরকার থাকতে পারে?

জসিম বলল, তুই যে আমার বন্ধু তা তারা জানে। তোকে দেখেছেও। আর তুই যে খুব ভালো ছাত্র এবং তোদের বংশ যে ভালো , তাও তারা জানে। চাচিআম্মার সঙ্গে লজিং-এর ব্যাপারে আলাপ করার পর থেকে সব সময় বলছে, কি হল বাবা, তোমার বন্ধুকে লজিং রাখার ব্যবস্থা কি করলে? তুই লজিং থাকবি শুনে তারা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেতে যাচ্ছে। তাই সেইদিন থেকে তোর থাকার ঘর গুছিয়ে রেখেছে। এবার নিশ্চয় বুঝতে পারছিস, কেন তোকে আজকেই লজিং-এ চলে আসতে বললাম?

পারভেজ বলল, হ্যাঁ বুঝেছি। আজ তাদেরকে বলবি, কাল বিকেলে আমি আসব। আর তুই কাল স্কুল ছুটির পর আমাদের বাড়ি আসবি। নাস্তা খেয়ে দু'জনে মিলে আমার বইপত্র ও অন্যান্য দরকারী জিনিষপত্র নিয়ে যাব।

জসিম পারভেজকে জড়িয়ে ধরে বলল, সত্যি আমার যে কি দারুন আনন্দ লাগছে।

পারভেজ বলল, আমারও কি কম হচ্ছে? তোর উপকারের কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে।

ঐদিন রাতে পারভেজ বড় ভাই-ভাবিকে আম্মা আব্বার সামনে বলল, আমি আগামীকাল জসিমের চাচাদের বাড়িতে লজিং-এ চলে যাব, সেখানে থেকে লেখাপড়া করব।

কথাটা শুনে তার বড় ভাই রসিদ খুব রেগে গেল। বলল, তুই লুজিং-এ থাকবি কেন? এখানে কি খেতে পরতে পাচ্ছিস না? না আমরা তোর লেখাপড়ার খরচ দিতে পারছি না?

পারভেজ কিছু না বলে চুপ করে রইল।

রসিদ রাগের সঙ্গে আবার বলল, কি রে, কিছু বলছিস না কেন? পরের বাড়িতে লজিং থাকলে বংশের ইজ্জৎ থাকবে?

এতক্ষণ মুজিবুল হক চুপ করে ছিলেন। বড় ছেলেকে রেগে যেতে দেখে এবং তার কথা শুনে বললেন, লজিং-এ থেকে যদি ওর লেখাপড়া ভালো হয়, তাতে বাধা দেয়া ঠিক নয়। আর লজিং-এ থাকলে বংশের ইজ্জৎ থাকবে না কেন? ও তো মাঙ্গনা সেখানে থাকবে না? তাদের ছেলেমেয়েদেরকে পড়াবে। আমার মনে হয়, লজিং-এ থেকে ও পড়াশোনায় ভালো রেজাল্ট করতে পারবে।

পারভেজ লজিং-এ চলে গেলে রসিদের উপর সংসারের কাজের চাপ বাড়বে, সেই জন্যে যে রসিদ রেগে গিয়ে ঐসব বলছে তা তাসনিমা বেগম বুঝতে পারলেন। তাই স্বামীর কথা শেষ হওয়ার পর বড় ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুই ওকে বাধা দিসনি। ও ওর নিজের ভবিষ্যৎ নিজে গড়ার চেষ্টা করুক।

রসিদ আব্বা আম্মার কথা শুনে রাগটা হজম করে বলল, ঠিক আছে, তোমরা যখন বলছ তখন আমি বাধা দেব না। তবে দেখব, লজিং-এ থেকে কত ভালো রেজাল্ট করে।

পরের দিন বিকেলে পারভেজ নিজের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ও বইপত্র নিয়ে জসিমের সঙ্গে লজিং বাড়িতে এল।

জসিম তাকে একটা ছোট রুমে নিয়ে এসে বলল, এটাই তোর থাকার ঘর। দেখ পছন্দ হয় কিনা। আর এই রুমের পাশেই ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াবার রুম।

পারভেজ বুঝতে পারল, এটা বৈঠক খানা। মাঝখানে পার্টিসান দিয়ে দুটো রুম করা হয়েছে। চারপাশে তাকিয়ে দেখল, রুমটা ছোট হলেও তার একার থাকার জন্য যথেষ্ট। একপাশে একটা সিঙ্গেল খাট; দরজার পাশে একটা টেবিল ও একটা চেয়ার। টেবিলের উপর ফুলের ছবি আঁকা টেবিলক্লথ। টেবিলের পাশের দেয়াল ঘেষে একটা বুক সেলফ। বারান্দার দিকে ও বাইরের দিকে দুটো জানালা। সব কিছু দেখে জসিমের দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ পছন্দ হয়েছে। মনে মনে এইরকম একটা পরিবেশ কল্পনা করেছিলাম। আল্লাহ পাকের কাছে শুকরিয়া জানাচ্ছি, তিনি আমার মনের বাসনা পূরণ করলেন।

জসিম আলহামদুলিল্লাহ বলে বলল, যাক, তোর পছন্দ হয়েছে শুনে আমার চিন্তা দূর হল।

পারভেজ হেসে উঠে বলল, তুই যে দেখছি ধার্মিক হয়ে উঠছিস?

জসিম বলল, কেন হব না? আমার বন্ধু যখন ধার্মিক তখন তার সঙ্গে থেকে থেকে আমি ধার্মিক হব না তো অধার্মিক হব? দেখবি এবার থেকে আমিও তোর মত ধর্মের সবকিছু মেনে চলব।

পারভেজও আলহামদুলিল্লাহ বলে বলল, তা হলে নিজেকে ধন্য মনে করব। তারপর সে বইপত্র সেলফে গুছিয়ে রেখে বলল, চল মসজিদের দিকে যাই, এক্ষুনি মাগরিবের আযান হবে।

জসিম হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ চল। তারপর দু'জনে মসজিদে গেল।

নামাযের পর জসিম পারভেজকে বলল, এখন যাই পড়তে বসি। পরে ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে। তারপর সালাম বিনিময় করে চলে গেল।

পারভেজ নিজের রুমে এসে বসেছে এমন সময় একটা ছয়-সাত বছরের ছেলে এসে সালাম দিয়ে বলল, স্যার পড়ার ঘরে চলুন।

পারভেজ সালামের উত্তর দিয়ে বলল, তোমার নাম কি?

ছেলেটি বলল, আমার নাম আব্দুল আলি, সবাই আলি বলে ডাকে।

কোন ক্লাসে পড়?

ক্লাস টুয়ে।

ঠিক আছে চল বলে পারভেজ তার সঙ্গে পড়ার রুমে এল। দেখল, এরুমটা তার রুমের মতো ছোট। এরুমেও একটা সিঙ্গেল খাট, একটা টেবিল ও তার চারপাশে চারটে চেয়ার রয়েছে। আর একটা নয় দশ বছরের মেয়ে চেয়ারে বসে আছে।

মেয়েটি পারভেজকে দেখে দাঁড়িয়ে সালাম দিল।

পারভেজ সালামের উত্তর দিয়ে একটা চেয়ারে বসে তাদেরকেও বসতে বলল, তারা বসার পর মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কি?

মেয়েটি বলল, আমার নাম আনোয়ারা বেগম। সবাই আনু বলে ডাকে।

কোন ক্লাসে পড়?

ক্লাস ফোরে।

ক্রমিক নাম্বার কত?

দশ।

বেশ ভালো। তারপর আলিকে জিজ্ঞেস করল, তোমার ক্রমিক নাম্বার কত?

আলি বলল, আমার নাম সবাইয়ের শেষে ডাকে। ক্রমিক নাম্বার কত জানি না।

পারভেজ মৃদু হেসে বলল, তা হলে তোমার ক্রমিক নাম্বার নেই।

আলি লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে নিল।

পারভেজ বলল, আমার ছাত্র-ছাত্রী তো তিন জন, আর একজনকে দেখছি না কেন?

আলি বলল, সে আমাদের বড় আপা। ঘরের কাজ করছে। কাজ শেষ করে পড়তে আসবে।

আলির কথা শেষ হতে না হতে সেই ছাত্রীটি এসে পারভেজের পিছনে দাঁড়াল।

পারভেজের পিছনের দিকে দরজা, তাই তাকে আসতে দেখেনি। কিন্তু বুঝতে পারল, কেউ যেন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, এসে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? বস।

মেয়েটি সামনে এসে টেবিলের উপর বই খাতা রেখে চেয়ারে বসল্

পারভেজ তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি সালাম দিলে না যে? এরা তো আমাকে দেখে প্রথমেই সালাম দিয়েছে।

মেয়েটি লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে রইল।

পারভেজ বলল, ঠিক আছে, আর কোনো দিন যেন এরকম না হয়। এবার বল, তোমার নাম কি?

মেয়েটি তবু চুপ করে মাথা নিচু করেই রইল।

পারভেজ বলল, কি হল কিছু বলছ না কেন? তুমি কি কথা বলতে পার না নাকি?

এবার মেয়েটি মাথা তুলে পারভেজের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসে বলল, আমি তো বোবা নই, যে কথা বলতে পারব না।

পারভেজ বলল, কোনো ছেলে যদি কথা বলতে না পারে, তাকে বোবা বলে। আর কোনো মেয়ে যদি কথা বলতে না পারে, তাকে বুবি বলে। এবার তোমার নাম বল,

জরীনা আক্তার।

কোন ক্লাসে পড়?

ক্লাস এইটে।

ক্রমিক নাম্বার?

জরীনা বলতে গিয়েও পারল না। লজ্জায় তার গোলাপী মুখে লাল আভা ফুটে উঠল।

তাই দেখে পারভেজ বলল, এত লজ্জা পাওয়ার কি আছে; ক্রমিক নাম্বার জানা আমার দরকার।

সতের।

পারভেজ বলল, তুমি তো খুব সুন্দর কথা বলতে পার, তবে কেন প্রথমে অতক্ষণ চুপ করেছিলে?

জরীনা দৃষ্টি নিচু করে নিয়ে চুপ করে রইল।

পারভেজ বলল, আবার চুপ করে রয়েছ? তারপর হেসে উঠে বলল, ঠিক আছে, আমি তো তোমাদের পরিচয় জানলাম, আমার পরিচয় জানতে তোমাদের ইচ্ছা করছে তাই না?

আনু বলল, আমি আপনার পরিচয় জানি।

কি করে?

আপনি জসিম ভাইয়ের বন্ধু, আপনাদের বাড়ি হল শোভারামপুর গ্রামের ডাক্তার বাড়িতে।

তুমিতো দেখছি আমাকে ভালো করেই জান। তারপর জরীনা ও আলির দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরাও কি আমার পরিচয় জান?

তারা দু'জনেই মাথা নেড়ে সায় দিল।

পারভেজ জসিমের কাছে শুনেছে, এদের বাবা ঢাকায় দৈনিক বাংলায় চাকরি করেন। তিনি বাড়িতে নেই। তাই বলল, এবার তোমাদের আম্মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে না?

আলি পড়াশোনার ফাঁকি দেয়। তাই ছাত্র হিসাবে খারাপ। কিন্তু ভীষণ চালাক। সে দাঁড়িয়ে বলল, আমি আম্মাকে ডেকে নিয়ে আসি?

পারভেজ বলল, যাও।

আলি চলে যাওয়ার পর জরীনাকে বলল, তুমি মাথা নিচু করে রয়েছ কেন? আমার দিকে তাকাও।

জরীনার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও লজ্জায় স্যারের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারল না।

পারভেজ কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে বলল, তুমি যদি আমাকে এভাবে লজ্জা পাও, তা হলে আমার কাছে লেখাপড়া করবে কি করে? যদিও জানি, লজ্জা মেয়েদের ভূষণ, তবে সবক্ষেত্রে নয়। বিশেষ করে লেখাপড়া করার সময়তো নয়ই।

এমন সময় আলি ফিরে এসে বলল, স্যার, আম্মা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, আপনি কি বলবেন বলুন।

পারভেজ বলল, উনাকে ভিতরে আসতে বল।

জাহেদা বিবি গ্রামের মেয়ে। নতুন মাস্টারের সামনে আসতে লজ্জা বোধ করলেন তাই তার কথা শুনে বললেন, আপনি কি বলবেন বলুন, আমি এখান থেকে উত্তর দি

পারভেজ বলল, দেখুন আমি আপনার ছেলের মতো। আমিও আপনাকে মায়ের মতো মনে করি। মা হয়ে ছেলের সামনে আসবেন না কেন?

জাহেদা বিবি আর কিছু না বলে ভিতরে এলেন।

পারভেজ বলল, আপনি খাটে বসুন। আজ থেকে আমি আপনাকে চাচিআম্মা বলে ডাকব। এতে আপনার কিছু বলার আছে? আপনি তো মনে হয় আমাকে ভালো করেই চেনেন।

জাহেদা বিবি বললেন, হ্যাঁ বাবা, আপনাকে আমি ভালভাবেই চিনি। আমাকে চাচিআম্মা বলে ডাকবেন, তাতে আমার কিছু বলার নেই। তবে আপনার কাছে আমার একটা মাত্র অনুরোধ, আমার ছেলেমেয়েগুলোকে নিজের ভাইবোন মনে করে লেখাপড়া করাবেন। ওরা একেবারে বোকা।

পারভেজ বলল, তা নিশ্চয় করাব। এসব নিয়ে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। ওদেরকে ভালো ছাত্র-ছাত্রী বানাবার জন্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আপনি শুধু দো'য়া করবেন, আমি যেন আপনার কথামতো কাজ করতে পারি।

জাহেদা বিবি বললেন, হ্যাঁ বাবা, তা তো করবই, এখন যাই রান্না করতে হবে। তারপর জরীনাকে বললেন, তুই আমার সঙ্গে আয়, মাস্টারের জন্য নাস্তা নিয়ে আসবি।

জরীনা পারভেজের দিকে তাকিয়ে বলল, যাই স্যার?

পারভেজ বলল, যাও।

নাস্তা তৈরি ছিল। জরীনা গিয়ে প্রায় সাথে সাথে নাস্তা নিয়ে ফিরে এসে টেবিলে রাখল।

পারভেজ বলল, আমি একা খাব নাকি?

জরীনা বলল, আমরা নাস্তা খেয়ে পড়তে এসেছি।

পারভেজ নাস্তা খাওয়ার পর আরো কিছুক্ষণ ছাত্র-চাত্রীদের সঙ্গে পড়াশোনার ব্যাপারে আলাপ করল। তারপর এশার আযান হতে বলল, আজ আর পড়াব না, তোমাদের ছুটি। কাল সকাল থেকে পড়াব।

ছাত্র-ছাত্রীরা চলে যাওয়ার পর পারভেজ মসজিদ থেকে নামায পড়ে এসে নিজের রুমে বসে বসে জরীনার কথা ভাবতে লাগল। মেয়েটা অত্যন্ত সুন্দরী। ক্লাস এইটে পড়লে বয়স তো বার তের বছর হওয়ার কথা; কিন্তু চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ষোড়শী যুবতী। হয়তো প্রতি বছর ফেল করে এক এক ক্লাসে দু'বছর করে পড়ে পাস করেছে। সে যাই হোক, জরীনা ওড়না ব্যবহার করে না কেন? মুখের দিকে তাকাতে গেলে বুকের উপর নজর পড়বেই। তার পিনোন্নাত বক্ষ দু'টোর দিকে তাকিয়ে পারভেজের হৃদয় কেঁপে উঠেছিল। এরকম অবস্থায় মেয়েটা পড়তে এল কি করে? তা হলে তার স্বভাব চরিত্র কি ভাল না? না খুব সরল? সেক্স সমন্ধে কি তার কোন জ্ঞান হয়নি? না আমাকে ঘায়েল করার ফন্দি অথবা অন্য কোন কারণ আছে? তার মা-ই বা একটা যুবতী মেয়েকে ঐ অবস্থায় পড়তে পাঠাল কি করে? জরীনার প্রথম থেকে চলে যাওয়া পর্যন্ত কথাবার্তা ও হাবভাব চিন্তা করে পারভেজ বুঝতে পারল, তার চাল-চলন শহরের উচ্চ শ্রেণীর মেয়েদের মতো। এটা তার স্বভাব না তাদের বাড়ির পরিবেশ? প্রথম দিন

ওড়না ছাড়া এসেছে, সেজন্যে কিছু বলি নাই। কিন্তু যদি সব সময় গায়ে না দেয় এবং ওড়না ছাড়া পড়তে আসে, তা হলে এর একটা বিহিত করতেই হবে।

পারভেজ জরীনার চিন্তা বাদ দিয়ে নিজের বই খুলে পড়তে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে আলি এসে বলল, স্যার, আপনার খাবার এখানে নিয়ে আসব, না খাবার ঘরে গিয়ে খাবেন?

পারভেজ বলল, খাবার ঘরে গিয়ে খাব, তুমি গিয়ে খাবার রেডী করতে বল।

আলি চলে গেল। একটু পড়ে ফিরে এসে বলল, চলুন স্যার।

পারভেজ তার সঙ্গে খাবার ঘরে এসে দেখল, একটা বেশ বড় ডাইনিং টেবিল। তার চারপাশে কয়েকটা চেয়ার। টেবিলের উপর ভাত তরকারী রয়েছে। সে একটা প্লেটে ভাত তরকারী চামচে করে নিয়ে খেতে খেতে আলিকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা সবাই খেয়েছ?

আলি বলল, হ্যাঁ, শুধু আম্মা খাইনি। আপনার খাওয়া হয়ে গেলে খাবে।

পারভেজ আর কিছু না বলে খাওয়া শেষ করে নিজের রুমে ফিরে এল। তারপর রাত বারটা পর্যন্ত নিজের পড়া তৈরি করে ঘুমাতে গেল। কিন্তু ঘুম এল না। চোখ বন্ধ করলেই জরীনার কথা মনে পড়তে লাগল। মুসলমান ঘরের সুন্দরী মেয়ে, কিন্তু লেহাজ তামিজ বলতে কিছু নেই। দিন দিন ছেলেমেয়েরা যত লেখাপড়া করে শিক্ষিত হচ্ছে তত বেহায়া বেশরম হয়ে যাচ্ছে। এর কি কোন প্রতিকার নেই? তার মন বলে উঠল, এর একমাত্র প্রতিকার ছেলে-মেয়েদেরকে ছোটবেলা থেকে ধর্মীয় জ্ঞান দেয়া ও সেই রূপ অনুস্মরণ করিয়ে মানুষ করা। এইসব ভাবতে ভাবতে রাত প্রায় দেড়টার দিকে তার চোখে ঘুম নেমে এল।

যারা ঠিকমত নামায পড়ে, তারা যতই রাতে ঘুমাক না কেন, আল্লাহ পাকের ইশারায় ফজরের নামাযের সময় তাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাই পারভেজ রাত দেড়টার সময় ঘুমালেও ভোরে মোয়াজ্জেনের আযান শুনে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে বাথরুমের কাজ সেরে অজু করে করে মসজিদ থেকে নামায পড়ে এসে পড়তে বসল। রাত জাগার ফলে পড়তে পড়তে চোখ দু'টো বুজে এল। টেবিলের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

প্রায় একঘন্টা পর জরীনা নাস্তা নিয়ে এসে তাকে ঐভাবে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে স্যার স্যার বলে কয়েকবার ডাকল।

জরীনার ডাকে পারভেজের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সোজা হয়ে বসে তাকে নাস্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বেশ লজ্জা পেল। বলল, পড়তে পড়তে ঘুম পাচ্ছিল, তাই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

জরীনা নাস্তার প্লেট টেবিলের উপর রেখে জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢেলে দিয়ে বলল, নাস্তা খেয়ে নিন। আমি একটু পরে আসছি বলে চলে যেতে উদ্দত হল।

পারভেজ বলল, তোমরা পড়তে বসবে না?

জরীনা বলল, আমি বসব। আলি ও আনু মক্তবে আরবি পড়তে গেছে। সেখান থেকে এসে তারা পড়তে বসবে?

তুমি মক্তবে পড় না?

আমি তো অনেক দিন আগে কুরআন খতম করেছি। মক্তবে আর যাই না।

বেশ ভালো। নিশ্চয় নামায পড়?

জরীনা মাথা নিচু করে বলল, জি না।

কেন? নামায শিখো নাই?

শিখেছি; তবে দুষ্টুমি করে বলে লজ্জায় কথাটা শেষ করতে পারল না।

এবার দুষ্টুমি ত্যাগ করে আজ জোহরের সময় থেকে নামায শুরু করবে।

আজ থেকে নয়, কাল ফজর থেকে পড়ব, কথা শেষ করে জরীনা চলে গেল।

পারভেজ মুখ হাত ধুয়ে নাস্তা খেয়ে নিজের পড়া পড়তে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে জরীনা ফিরে এসে নাস্তার প্লেট নিয়ে যাওয়ার সময় বলল, পড়ার ঘরে আসুন।

পারভেজ পড়ার ঘরে আসার পর জরীনা বইখাতা নিয়ে পড়তে এল।

পারভেজ তাকে জিজ্ঞেস করল, নাস্তা খেয়েছ?

জি খেয়েছি।

এখন কি বই পড়বে?

স্কুলের অংক করব।

নিজে নিজে পারবে, না আমাকে করে দিতে হবে?

আপনাকে করে দিতে হবে।

কেন তুমি কি অংক বুঝতে পার না?

জরীনা কিছু না বলে বোবা দৃষ্টিতে স্যারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে অংক ও ইংরেজীতে একদম কাঁদা, তাই লজ্জায় কিছু বলতে পারল না।

পারভেজ তা বুঝতে পেরে বলল, এতে লজ্জা পাওয়ার কি আছে? আমি তোমাকে বুঝিয়ে দেব। পড়াশোনার ব্যাপারে লজ্জা করবে না। যে সব বিষয় তোমার কাছে কঠিন বলে মনে হবে, সেগুলো আমাকে বলবে। আমি বুঝিয়ে দেব। লজ্জা করলে লেখাপড়ায় উন্নতি করতে পারবে না। তখন আমার দুর্নাম হবে। কথাটা নিশ্চয় মনে থাকবে?

জি থাকবে।

কই অংকের বই দাও।

জরীনা অংকের বই খুলে এগিয়ে খাতা পেন্সিল দিল।

পারভেজ দেখল, সরল অংক। সে একটা অংক করে বুঝিয়ে দিয়ে একই নিয়মের অন্য একটা অংক করতে দিয়ে বলল, এই অংকটা প্রথমটার মতো। দু'তিন মিনিটের মধ্যে করে দেখাও। তারপর নিজের অংখ করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে আলি ও আনু পড়তে এসে সালাম দিল।

পারভেজ সালামের উত্তর দিয়ে বলল, বস। তারপর জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি বই পড়বে?

ওরা দু'জনেই বলল, অংক করব?

পারভেজ তাদের অংক করে বুঝিয়ে দিয়ে দেখল, জরীনা চুপচাপ বসে আছে। জিজ্ঞেস করল, অংকটা করেছ?

জরীনা কিছু না বলে চুপ করে রইল।

পারভেজ তার খাতাটা নিয়ে অংক করেনি দেখে আবার বুঝিয়ে করে দিল।

তারপর আরো একই ধরনের দু'তিনটে অংক তাকে দিয়ে করিয়ে অন্য নিয়মের অংক তিন চারটে করে বুঝিয়ে দিয়ে বলল, এবার তুমি নিজে কর।

এবারে জরীনা স্যারের কথা মন দিয়ে শুনেছে। তাই অংকের নিয়ম বুঝতে পেরে সহজেই অংকগুলো করে দেখাল।

পারভেজ দেখে বলল, এখন তা হলে বুঝতে পারছ, যে কোন জিনিস মন দিয়ে করলে তা সহজেই বোঝা যায়?

জরীনা বলল, আগের স্যার এত সুন্দর করে বোঝাতে পারত না। তাই আমার কাছে অংক আর ইংরেজী খুব কঠিন লাগত।

পারভেজ বলল, স্যারদের দোষ ধরতে নেই। উনি কি রকম বোঝাতেন জানি না। তবে তুমি যে পড়াশোনায় খুব অমনযোগী তা আমি বুঝেছি। যাই হোক, এবার ইংরেজী বই বের কর।

জরীনা ইংরেজী বই খুলে পড়াটা দেখিয়ে দিল।

পারভেজ তাকে কয়েকবার রিডিং পড়তে বলে বলল, যে শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারবে না, সেগুলো আমাকে জিজ্ঞেস করবে। তারপর যে শব্দগুলোর অর্থ তুমি জান না, সে গুলোর অর্থ শিখবে। তারপর আমি তোমাকে লাইন বাই লাইন অর্থ করে বুঝিয়ে দেব। সব জিনিষের নিয়ম আছে। নিয়ম মতো সব কাজ করলে কোনো কাজই কঠিন বলে মনে হবে না। নাও এবার তুমি পড়, আমি দেখছি, যেখানে আটকে যাবে আমি বলে দেব।

জরীনা পড়তে পড়তে যেখানে আটকে যেতে লাগল সেখানে পারভেজ বলে দিতে লাগল। তারপর তার ইংরেজী পড়া হয়ে যেতে সবাইয়ের ছুটি দিয়ে দিল।

আজ তিন চার মাস পারভেজ লজিং-এ এসেছে। এর মধ্যে আলি ও আনু তার কথামত চললেও জরীনা তার কথায় কর্ণপাত করেনি। তবে লেখাপড়ায় সবাইয়ের উন্নতি হয়েছে। পারভেজের চিন্তা কি করে জরীনার স্বভাবের পরিবর্তন করা যায়? পারভেজ ছোটবেলা থেকে ধর্মের সবকিছু মেনে চলে। ভাবল, যাদেরকে পড়াই তাদেরকে যদি ধর্মের পথে চালিত করতে না পারি, তা হলে কিসের মাস্টারী করা? এতদিন এদের বাড়িতে লজিং থেকে জরীনাকে পড়াচ্ছি, কত সৎ উপদেশ দিয়েছি; কিন্তু তার স্বভাব-চরিত্রের কোনো পরিবর্তন করাতে পারলাম না। পড়াবার সময় এমন ভাবভঙ্গি করে, যা দেখে যেমন লজ্জা লাগে তেমনি রাগও হয়। এদিকে যত দিন যাচ্ছে তত তার রূপ যেন উপছে পড়ছে। ভরাট শরীর, টকটকে লাল গোলাপের মত

গোলগাল মুখ, লম্বা পটলচেরা চোখের উপর মিশমিশে কাল একজোড়া ভ্রু যেন ভ্রমর, আর কম্পিত পাপড়ীগুলোর নিচে মায়াবী চোখ, মাথায় মেঘবরণ লম্বা কেশ হাঁটু পেরিয়ে পায়ের গোছার উপর পড়ে। বুকের দু'টো মাংস পিণ্ড কামিজ ফুঁড়ে যেন বেরিয়ে আসতে চায়। সব কিছু মিলিয়ে তাকে বেহেস্তের হুরের মতো লাগে। পারভেজের মনে হয় তার এই ছোট্ট জীবনে জরীনার মত সুন্দরী মেয়ে আর দ্বিতীয় দেখেনি। প্রথম দিন তাকে দেখার পর থেকে পারভেজ মনে দুর্বলতা অনুভব করলেও সেটাকে পাত্তা দেয়নি। একে সে ধার্মিক, তার উপর চরিত্রবান। তাই নিজের ও তাদের বংশ মর্যাদার কথা চিন্তা করে মনকে কঠোরভাবে শাসন করে রেখেছে। ভাবে আমি একজন শিক্ষক, আদর্শ ছাত্র-ছাত্রী তৈরি করা আমার কর্তব্য। সেখানে কোন রকম দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয়। ভেবে ঠিক করল, ওর মধ্যে ইসলামের জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিয়ে আর্দশ নারীতে পরিণত করতে হবে। কুরআন হাদিসের জ্ঞান পেলে নিশ্চয় শুধরে যাবে। তাতেও যদি কাজ না হয়, তখন শাসন করতে পিছপা হবে না। আবার ভাবল, জরীনা তো আর ছোট নয়, যে তাকে শাসন করব? আর এটা করাও ঠিক হবে না। একমাত্র পথ হল, তার আম্মাকে সবকিছু জানিয়ে দেয়া। তিনি ইচ্ছা করলে মেয়েকে শাসন করতে পারেন।

একদিন পড়াবার সময় পারভেজ তিন ভাইবোনকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করল, আজ কি বার বলতো?

জরীনা বলল, বৃহস্পতিবার।

পারভেজ বলল, এবার থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার তোমাদেরকে পড়াব না। কারণ পরের দিন শুক্রবার স্কুল বন্ধ।

জরীনা বলল, তা হলে ঐ দিন কি করবেন স্যার? পারভেজ কিছু বলার আগে আবার বলল, ঠিক আছে স্যার, বৃহস্পতিবার আমরা টিভিতে সাপ্তাহিক নাটক দেখব।

পারভেজ বলল, না, তা দেখবে না। ঐদিন আমি তোমাদেরকে কুরআন হাদিসের কথা ও মনিষীদের জীবন কাহিনী আলোচনা করে শোনাব।

জরীনা বলল, আজ কি বিষয়ে আলোচনা করবেন।

পারভেজ বলল, আজ কুরআন হাদিসের উপর আলোচনা করি। তোমরা কি বল?

আনু বলল, হ্যাঁ স্যার, তাই করুন।

আলি বলে উঠল, শুধু ইসলামিক কথা বলবেন স্যার? অন্য কোনো গল্প করবেন না?

পারভেজ বলল, কি গল্প?

আলি বলল, আমাদের স্কুলের স্যারেরা মাঝে মাঝে এমন গল্প শুনান, যা শুনে হাসতে হাসতে আমাদের পেট খিল ধরে যায়।

পারভেজ বলল, সে রকম গল্প আমিও মাঝে মধ্যে তোমাদেরকে শোনাব।

জরীনা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। বলল, তা হলে তো খুব মজা হবে।

পারভেজ আলির কাছে শুনেছে, জরীনার হানিফ সংকেতের ক্যাসেট আছে। সে নাকি সেগুলো বাজিয়ে শুনে। বলল, পড়াশোনার চেয়ে হানিফ সংকেতের ক্যাসেট শুনে যে নাকি মজা পায়, সে গল্প শুনে তো মজা পাবেই।

জরীনা লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে নিল।

পারভেজ তার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, তা হলে আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করি।

আলি ও আনু তাই করুন স্যার বলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল।

পারভেজ কিছু যেন বুঝতে পেরে জরীনার দিকে তাকিয়ে দেখল, সে একটা গানের বই নিয়ে নাড়ানাড়ি করছে। জিজ্ঞেস করল, জরীনা, তোমার হাতে ওটা কি বই?

জরীনা তাড়াতাড়ি গানের বইটা লুকিয়ে ফেলল।

পারভেজ বলল, ভেবেছ লুকিয়ে ফেললে আমি জানতে পারব না? লুকোবার আগেই ওটা কি বই দেখে ফেলেছি। প্রথমবার বলে ক্ষমা করে দিলাম, আর কোনো দিন যেন পড়ার সময় ঐ রকম বই না দেখি।

জরীনা পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল।

এদিকে কথা বলতে বলতে কখন রাত দশটা বেজে গেছে কেউ জানতে পারেনি। পাশের রুমের দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজতে শুনে পারভেজ নিজের হাত ঘড়ি দেখে বলল, আজ আর কোনো আলোচনা করব না। আগামী বৃহস্পতিবার করব। যাও আজ ছুটি।

কিছুদিনের মধ্যে পারভেহ লক্ষ্য করল, জরীনা যেন আগের থেকে আরো রেপরওয়া হয়ে উঠেছে। সব সময় ফিটফাট থাকে, চলাফেরায় ও কথাবার্তায় আরও বেশি চঞ্চলা হয়েছে। দেখলে মনে হয় যেন পাহাড়ী ঝরণা। তার কণ্ঠস্বর আরো মধুর হয়েছে। আর একটা জিনিস বুঝতে পারল, সে যেন ক্রমশ তার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। পড়াবার সময় তার চোখের দিকে তাকালে মনে হয় মায়াবি চোখে যেন কিসের ইঙ্গিত রয়েছে। পারভেজ তাড়াতাড়ি দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে পড়া বোঝাতে থাকে।

একদিন পারভেজ জরীনাকে বলল, তোমাকে যে হোমটাস্ক দিয়েছিলাম সেগুলো করেছ?

জরীনা বলল, জি করেছি।

পারভেজ তাকে ইংরেজী বইয়ের একটা প্রশ্নের উত্তর লিখতে দিল। তারপর আলি ও আনুকে পড়াতে লাগল।

জরীনা ইংরেজীর ঐ প্রশ্নটা ছাড়া বাকিগুলো করেছে। তাই চুপচাপ করে বসে রইল। আর মাঝে মাঝে স্যারের দিকে তাকাতে লাগল।

পারভেজ আলি ও আনুর পড়া বুঝিয়ে দিয়ে জরীনাকে বলল, তোমার লেখা হয়েছে? তারপর খাতার দিকে তাকিয়ে বলল, কি হল, লেখ নি?

জরীনা কিছু না বলে চুপ করে রইল।

পারভেজ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তার পিঠে একটা বেশ জোরে চড় মেরে রাগের সঙ্গে বলল, তোমার এতবড় সাহস, মাস্টারের সাথে মিথ্যে বল, আবার যদি কোন দিন বল, তা হলে সেদিন কি করি বুঝবে।

জরীনা ভাবতেই পারে নি স্যার তাকে মারবে। সে হতবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তার চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল। এক সময় সেই পানি গাল বেয়ে ফোটা ফোটা হয়ে গরিয়ে পড়তে লাগল।

পারভেজ জরীনার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল মারের এ্যাকসান দেখার জন্য। চোখ থেকে পানি পড়তে দেখে তার মনে হল, জরীনার গালবেয়ে যেন মুক্তা ঝরছে।

স্যারকে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জরীনা মাথা নিচু করে নিল। সেদিন সে আর পড়ল না। স্যারের পড়ান শেষ হওয়া পর্যন্ত মুখ গোমড়া করে বসে রইল।

পারভেজও তাকে আর কিছু বলল না।

আজ বৃহস্পতিবার সবাই পড়তে আসার পর পারভেজ বলল, স্কুলের পড়া পড়াব না, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে শোনাব।

এমন সময় জরীনার আম্মা জাহেদা বিবি সেখানে এলেন।

ওনাকে দেখে পারভেজ দাঁড়িয়ে উঠে বসতে বলল।

জাহেদা বিবি বললেন, আমি বসতে আসেনি, আপনাকে দু'একটা কথা বলব বলে এলাম।

বলুন কি বলবেন।

আমার কথা শুনে রাগ করবেন না তো?

রাগ করব কেন? আপনি মায়ের মতো। আপনার কথা উপদেশ বলে মনে করব।

কথা হল, আমি বেশ কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করেছি, জরীনা, আনু ও আলি পড়তে এসে পড়াশোনা না করে আজে বাজে কথা বলে। জরীনার গলার আওয়াজ বেশি পাই। আপনি এদেরকে আজে বাজে কথা বলার সুযোগ দেবেন না। খুব কড়া শাসনে রাখবেন।

চাচি আম্মা, আপনার কথা মাথা পেতে নিলাম। তবু এ ব্যাপারে দু'একটা কথা বলছি, কিছু মনে নেবেন না। এরা এখন ছোট, সব সময় পড়তে এদের ভালো লাগবে না। আর বেশি কড়াকড়ি করলে পড়াশোনাও ভালো হবে না। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের স্যারকে ভয় পেয়ে যতটা পড়াশোনা করবে, স্যারের কাছ থেকে স্নেহ ভালবাসা পেলে তার চেয়ে অনেক বেশি পড়াশোনা করবে। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আনন্দহীন শিক্ষা শিক্ষাই নয়।" আমি কবির কথা স্মরণ রেখে সেইভাবে পড়াই।

জাহেদা বিবি বললেন, আমার দেবরের বাড়িতে যে মাস্টার পড়ান, তার ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া ছাড়া অন্য কথা শোনা যায় না। তিনি তো প্রতিদিন দেড় দু'ঘন্টা পড়ান। ওনাকে কোন দিন ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে গল্প করতে শুনিনি।

পারভেজ বলল, আপনার কথা অস্বীকার করব না। কিন্তু সেসব ছাত্র-ছাত্রীরা আপনার ছেলেমেয়েদের চেয়ে ষান্মাষিক পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে পারে নি। আসলে কি জানেন চাচিআম্মা, মাস্টারকে ছাত্র-ছাত্রীদের মনের দিকে খেয়াল রেখে পড়াতে হয়। তাদেরকে জোর করে পড়ালে তারা পড়াকে ভয় পাবে। সেই জন্য আমি প্রতি বৃহস্পতিবারে ওদের পাঠ্যবই না পড়িয়ে শিক্ষণীয় নানান কথা আলোচনা করে শোনাই। আর এটাও জেনে রাখুন, পাঠ্যবই পড়ার অবসরে বিভিন্ন মনিষীদের জীবনী ও অন্যান্য শিক্ষামূলক বই না পড়লে অথবা কারো কাছে থেকে না জানলে ছাত্র-ছাত্রীদের যেমন জ্ঞানের স্বল্পতা থেকে যায় তেমনি পড়াশোনায়ও আগ্রহ জন্মায় না।

জাহেদা বিবি বললেন, আপনি ঠিক কথা বলেছেন। যাক, মনে কিছু করবেন না। যেভাবে পড়ালে এদের ভালো হয়, সেভাবে পড়াবেন। আমি চাই, এরা ভালোভাবে লেখাপড়া করে মানুষের মতো মানুষ হোক। তারপর তিনি চলে গেলেন।

এমন সময় জসিম এসে সালাম দিয়ে বলল, কিরে, এসে ডিসটার্ব করলাম না তো?

পারভেজ সালামের উত্তর দিয়ে বলল, না ডিসটার্ব করিসনি; আয় বস। পড়া ছেড়ে কি মনে করে এলি?

জসিম খাটে বসে বলল, পড়তে পড়তে ভাবলাম তোর কাছ থেকে একটু ঘুরে আসি।

পারভেজ বলল, প্রতি বৃহস্পতিবারে এদেরকে নানারকম গল্প বলি। আজ ইসলাম সম্বন্ধে বলব, এসে ভালই করেছিস; তোরও এসব শোনা উচিত।

জসিম বলল, তাই নাকি? তা হলে আমিও প্রতি বৃহস্পতিবারে আসব।

পারভেজ বলল, তাই আসিস; এখন শুরু করছি শোন-আমরা মুসলমান, আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম। ইসলাম ও মুসলমান সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাকা উচিত। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। আমরা প্রায় সবাই জানি, মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ.) আর মাতা হযরত হাওয়া (আ.)। ওনাদের বংশধর সমগ্র পৃথিবীর মানব জাতি। ওনাদের সময় থেকেই ইসলাম প্রচার হয়ে আসছে। তারপর একলাখ বা দু'লাখ নবী রসূলুল্লাহ ও পয়গম্বরকে আল্লাহ পাক মানুষের মধ্যে সেই ইসলাম প্রচার করার জন্য এবং তাদেরকে সৎপথের আদেশ ও অসৎ পথের নিষেধ করার জন্য সারা দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। তবে ওনারা এক একটা দেশ বা জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহ পাক সেই সব দেশ বা জাতির জন্য যে সব আইন প্রযোজ্য মনে করেছেন, তা ওনাদেরকে ওহী মারফত জানিয়েছেন এবং ওনারা সেগুলো মানুষের মধ্যে প্রচার করেছেন। এভাবে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত ইসলাম প্রচার হয়ে এসেছে। কিন্তু তখন ওনাদের প্রচারিত ধর্মের নাম ইসলাম ছিল না। বিভিন্ন নাম ছিল এবং সেগুলো ছিল যুগপযোগী। আল্লাহ পাক সেই সমস্ত নবী ও রাসূলদের উপর ছোট বড় অনেক কিতাব নাযিল করেছেন। সেগুলোর মধ্যে ছোট ছোট কিতাবগুলোকে সহিফা বলে। আর বড়গুলোর মধ্যে "তৌরাত কিতাব নাযিল হয় হযরত মুসা (আ.) এর উপর।" যাবুর নাযিল হয় হযরত দাউদ (আ.) এর উপর। ইঞ্জিল হয় হযরত ঈসা (আ.) এর উপর। সবশেষে সমগ্র বিশ্বের মানব জাতির জন্য আল্লাহ পাক শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর উপর সর্বশ্রেষ্ট কিতাব 'কুরআন' নাযিল করে ইসলাম ধর্মকে পূর্ণ করে দিলেন। আর কুরআনে ঘোষনা করলেন, "ইসলাম আমার মনোনিত ধর্ম। পূর্বের যত ধর্ম এবং কিতাব আছে তা বাতিল করে দিলাম। তোমরা আমার কুরআন ও আমার প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ (দ.) এর কথা ও কাজ অনুরকণ ও অনুরসণ করবে। তাহলেই ইহকালে ও পরকালে সুখ শান্তিতে থাকতে পারবে। আর যদি না কর, তাহলে ইহকালে দুঃখ ও অশান্তি তো পাবেই, আর পরকালে অনন্তকাল দোযখে শাস্তি ভোগ করবে।"

এবার ইসলাম শব্দের অর্থ বলছি; ইসলাম শব্দের দু'টো অর্থ। একটা হল শান্তি। আর অন্যটা হল সমর্পণ করা। শান্তি শব্দের ব্যাখ্যা আমরা সবাই বুঝি। কিন্তু সমর্পণ করার ব্যাখ্যা একটু কঠিন। তাই বুঝিয়ে বলছি, যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে তাদেরকে মুসলমান বলে। সেই মুসলমানরা নিজের অথবা অন্য মানুষের মতবাদ গ্রহণ না করে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ ও তাঁর রসূলুল্লাহ (দ.) এর মতবাদ গ্রহণ করবে। অর্থাৎ তারা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়গতভাবে আল্লাহ ও রসূলুল্লাহ (দ.)

এর হুকুম মোতাবেক বাস্তব জীবনে মেনে চলবে। যদি তারা তা না করে সুবিধেমতো কিছু মেনে বাকিগুলো নিজের অথবা অন্য মানুষের মতবাদে চলে, তা হলে পূর্ণ মুসলমান হতে পারবে না। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত আল্লাহ ও তাঁর রসূলুল্লাহ (দ.) এর হুকুম মোতাবেক বাস্তব জীবনে মেনে চলবে। আজকাল প্রায় লোক বলে থাকে, এযুগে কুরআন হাদিসের আইন মেনে চলা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। যারা কথাটা বলেন, তারা ইসলামকে যেমন জানে না তেমনি কুরআন হাদিসের ব্যাখ্যাও পড়ে না। এই কথা বলাও কবিরা গুনাহ। কথাটা প্রায় কুফরী কালামের কাছাকাছি। তাদের তওবা করা উচিত। কুরআনের মধ্যে আছে, "আল্লাহ পাক কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজের ভার দেন না, সে তাই পায়, যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায়, যা সে করে।"[১]

এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছো, যারা আল্লাহ ও রসূলুল্লাহ (দ.) এর হুকুম মেনে চলা কঠিন বলে থাকে, তারা কত বড় অন্যায় করে? আজ এই পর্যন্ত থাক, পরের বৃহস্পতিবারে এরপর থেকে শুরু করা যাবে। তার ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটি দিয়ে জসিমকে বলল, এবার তুই গিয়ে পড়তে বস, আমিও নিজের পড়া পড়ব।

জসিম সালাম বিনিময় করে চলে যাওয়ার পর পারভেজ নিজের রুমে এসে বই খুলে পড়তে বসল।

পরের বৃস্পতিবারে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়তে আসার একটু পরে জসিমও এল।

তাকে দেখে পারভেজ সালাম বিনিময় করে বলল, আয় বস। তারপর সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, আজ প্রথমে নামায ও পরে মেয়েদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে বলব। এখন তোমরা বল, নামায পড় কিনা?

আনু বলল, না স্যার, আমরা নামায পড়ি না।

কেন মক্তবের মৌলভী সাহেব তোমাদেরকে নামায শেখান না?

এবার আলী বলল, উনি শুধু আমাদেরকে আরবি পড়ান।

পারভেজ বেশ অবাক হয়ে জসিমের দিকে তাকিয়ে বলল, কি রে জসিম, এ কেমন কথা? এ রকম কথা তো কোনো দিন শুনিনি?

জসিম বলল, আমিও শুনে খুব অবাক হলাম। এ ব্যাপারে চাচাদের সঙ্গে কথা বলব।

পারভেজ বলল, হ্যাঁ তাই বল; মক্তবে মৌলবী সাহেবের কাছেই তো ছেলেমেয়েরা নামায শিখে। তারপর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলল, আজ থেকে তোমরা নামায পড়বে। আমি তোমাদেরকে নামায শেখাব। জরীনাকে জিজ্ঞেস করল, তুমিও কি নামায পড়তে জান না? সেদিন তো বললে জান।

জি জানি। আম্মা শিখিয়েছে।

তা হলে পড়নি কেন? কিছুদিন আগে যখন বলেছিলাম তখন তো বলেছিলে কাল থেকে পড়বে?

আনু বলে উঠল, আপনি বলার পর দু'একদিন পড়েছিল, তারপর আর পড়েনি।

---

(১) আল কুরআন পারা-৩, সূরা বাকারার-২৮৬ নাম্বার আয়াতের প্রথম অংশ।

পারভেজ জরীনাকে বলল, আজ থেকে নামায পড়বে, আর কোন দিন ছাড়বে না। জান না, ইচ্ছে করে এক ওয়াক্ত নামায না পড়লে আশি হুকবা দোযখে জ্বলতে হবে? এক হুকবা হল, একলক্ষ অষ্টাশী হাজার বছর। নামায পড়ার জন্য কুরআন ও হাদিসে অসংখ্যবার তাগিদ দেয়া হয়েছে। নামায না পড়ার কোনো ওজর নেই। শুধু মাত্র নাবালক ও পাগল লোক ছাড়া প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য নামায ফরয। আর নামায তরক করা খুব বড় গোনাহ। এখন থেকে নিশ্চয় তোমরা নামায পড়বে। যাক, এবার মেয়েদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে দু'চারটে কথা বলব। জরীনা, প্রথমে তুমিই বল, মেয়েদের স্বাধীনতা বলতে কি বুঝ?

জরীনা কি বলবে ভেবে না পেয়ে স্যারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

পারভেজ তাকে ঐভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলল, তা হলে তুমি কিছু বুঝ না?

জি না।

জসিমকে বলল, তুই কিছু বুঝিস।

একদম যে বঝি না তা নয়, তবু তোর মুখ থেকে শুনতে চাই।

পারভেজ বলল, তা হলে শোন-কিছু সংখ্যক নারী যারা ইসলাম, কুরআন ও হাদিস সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান রাখে না, তারা কলেজে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এবং বিদেশী ভাবধারায় মানুষ হয়ে সমান অধিকারের ও নারী স্বাধীনতার দাবি তুলেছে। তারা মুসলমান সমাজের অধঃপতন দেখে এবং পুরুষরা নারীদের উপর অত্যাচার করছে দেখে সমান অধিকার ও নারী স্বাধীনতা চাচ্ছে। কিন্তু তারা জানে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূলুল্লাহ (দঃ) নারীদের কতটা অধিকার ও স্বাধীনতা দিয়েছেন। তাদের কথামতো নারীদেরকে অধিকার ও স্বাধীনতা দিলে, সমাজে ও পরিবারে আরো অনেক বেশি অশান্তির সৃষ্টি হবে। তবে একথা সত্য, নারীরা পুরুষের দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছে। কিন্তু তাই বলে অধিকার ও স্বাধীনতার দ্বারা তা রোধ করা যাবে না। তারা যদি কুরআন হাদিসের ব্যাখ্যা পড়ে দেখত, আল্লাহ ও তাঁর রসূলুল্লাহ (দ.) তাদেরকে কতটা অধিকার ও স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং সেগুলো আদায়ের দাবী তুলতো, তা হলে তারা সফল হত। আর পুরুষেরাও সাবধান হয়ে যেত। আগের যুগে সমাজে নারীদের কোনো মুল্যই ছিল না। ইসলামই যে তাদেরকে মুল্য দিয়েছে, তা ঐতিহাসিক সত্য। নারীরা যেমন আল্লাহ প্রদত্ত তাদের অধিকারের কথা জানে না, তেমনি পুরুষরাও নারীদের প্রতি কি রকম ব্যবহার করতে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন তাও জানে না। পুরুষ ও নারী একে অন্যের প্রতি কি রকম ব্যবহার করবে তা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলুল্লাহ (দ.) যা কিছু বলেছেন, সে সব শিক্ষা গ্রহণ না করে, যে যার খিয়াল খুশিমতো নিজেদেরকে পরিচালিত করছে এবং সেসব আদায়ের জন্য শ্লোগান সহকারে রাস্তায় মিছিল, মিটিং করছে। ফলে একদিকে যেমন আল্লাহ ও তাঁর রসূলুল্লাহ (দ.) এর হুকুম অমান্য করে গোনাহগার হচ্ছে, তেমনি অপরদিকে সমাজে ও সাংসারিক জীবনে অশান্তির আগুন জ্বলছে। নারীরা পুরুষদের চেয়ে কিছুটা অবলা। তাই পুরুষরা নিজেদের খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য নারীদের উপর যা ইচ্ছা তাই ব্যবহার করছে। এসবের একমাত্র কারণ ধর্মকে দূরে সরিয়ে দেয়া। একটা কথা প্রত্যেক মানুষের জেনে

রাখা উচিত, ধর্মীয় জ্ঞান ও তার অনুসরণ এবং আল্লাহভীতি ছাড়া দুনিয়াতে শান্তি আসতে পারে না। যাদের মধ্যে এইগুলো নেই, তারা অন্যান্য যত জ্ঞানই অর্জন করুন না কেন, এবং যত মতবাদই প্রচার করুন না কেন, কোনো দিন সফলকাম হতে পারবে না। কারণ ধর্মীয় জ্ঞান ও আল্লাহ ভীতিই মানুষের চরিত্র গঠনের মুল উপাদান। আর একটা কথা, নারীরা সমান অধিকারের ও স্বাধীনতার ধোঁয়া তুলে বেহায়া বেশরম হয়ে উঠেছে। তাদেরকে সেই কাজে উৎসাহ দিচ্ছে, ধর্মজ্ঞানহীন মর্ডান শিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষরা। নিজেদের স্ত্রী, বোন ও মেয়েদেরকে এমন পোশাক বানিয়ে দিচ্ছে, যা দেখে যে কোনো বয়সের পুরুষরা, কামাতুর ও লোভাতুর হয়ে উঠে। স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটিগামী মেয়েরা এবং মডার্ন শিক্ষায় শিক্ষিত ঘরের মা বোনরা এমন উচ্ছৃংখল পোশাকে ঘরের বাইরে চলাফেরা করে, তাতে করে মনে হয় তারা যেন পর পুরুষদের তাদের রূপ যৌবন দেখিয়ে বেড়ানই তাদের উদ্দেশ্য। এটাই কি তাদের নারী স্বাধীনতা ও সমান অধিকার? কই পুরুষরা তো স্বল্প কাপড় পড়ে বের হয় না। বরং তারা গলা থেকে পা পর্যন্ত পোশাকে ঢেকে রাখে, অথচ আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলুল্লাহ (দ.) মেয়েদেরকে বাইরে বেরোবার সময় আপাদমস্তক ঢেকে রাখতে বলেছেন। কুরআনে পর্দা সম্বন্ধে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন "হে নবী! আপনার স্ত্রীগণকে ও আপনার কন্যাগণকে এবং অন্যান্য মুমিন নারীদিগকেও বলিয়া দিন যে, তাহারা যেন স্ব স্ব চদারগুলি নিজেদের (মুখমন্ডলের) উপর (মাথা হইতে) নিম্নদিকে একটু ঝুলাইয়া লয়; ইহাতে শিঘ্রই তাহারা পরিচিত হইবে, ফলতঃ তাহারা নির্যাতিত হইবে না; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।"[১] হাদিসে আছে, "আবুবকরের (রা.) কন্যা আসমা (রা.) রাসূলুল্লাহ (দ.) এর নিকট গিয়াছিল। তাহার দেহে সূক্ষ্মবস্ত্র ছিল। হযরত (দ.) তাহাকে বলিলেন, হে আসমা! যখন কোন বালিকা বালেগা (বয়প্রাপ্ত) হয়, (তিনি তাঁহার মুখ মণ্ডল এবং করদ্বয় দেখাইয়া) ইহা এবং ইহা ব্যতীত তাহার অন্য কিছু চোখে পড়া সঙ্গত নয়।"[২] কুরআনে এবং হাদিসে মেয়েদের পর্দা সম্বন্ধে আরো অনেক বর্ণনা আছে। বর্তমান যুগের মুসলমান নারী পুরুষ সে সব জানে না এবং জানবার চেষ্টাও করে না। তাই তারা মানব রচিত মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এবটা করা কোনো মুসলমানেরই উচিত নয়। কুরআন হাদিসে যে জ্ঞান অর্জন ফরয করা হয়েছে, তা ধর্মীয় জ্ঞান। তা বলে অন্য জ্ঞান অর্জন করবে না, তা বলা হয়নি। পৃথিবীর যে কোনো দেশের ভাষা শিখতে যেমন নিষেধ নেই, তেমনি সেই সব ভাষায় জ্ঞান অর্জন করাও দোষের নয়। মোট কথা, মানুষের কল্যাণের জন্য যে কোনো জ্ঞান অর্জন করতে ইসলামে নিষেধ নেই। তবে যে জ্ঞান মানুষের অকল্যাণ ডেকে আনে, তা অর্জন করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই পর্যন্ত বলে পারভেজ বলল, আজ আর নয়। আগামীতে ইসলাম নারী-পুরুষের পোশাক সম্বন্ধে কি বলেছে আলোচনা করা যাবে। তারপর ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটি দিয়ে তাদেরকে চলে যেতে বলল।

---

(১) আল কুরআন-২২ পারা, সূরা আহযাব-৫৯ আয়াত।

(২) বর্ণনায় হযরত আয়েশা (র.)-আবু দাউদ।

তারা চলে যাওয়ার পরও জসিমকে বসে থাকতে দেখে বলল, কিরে, তুই যাবি না? মনে হচ্ছে কিছু যেন চিন্তা করছিস?

চিন্তা করছি, তুই এই বয়সে এতকিছু জানলি কেমন করে?

আল্লাহ পাক মেহেরবাণী করে আমাকে কুরআন হাদিসের ব্যাখ্যা পড়ার সুযোগ দিয়েছেন। সেজন্যে তাঁর পাক দরবারে জানাই লাখে কোটি শুকরিয়া।

কিন্তু সময় পাস কখন? তুই ক্লাসের ফার্স্ট বয়। পাঠ্যবই তো তোকে অনেক সময় পড়তে হয়?

ঐ যে জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, "হইয়ার দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে।" অর্থাৎ ইচ্চা থাকলে উপায় হয়। তুইও সবকিছু জানার ইচ্ছা করে দেখ, দেখবি একদিন না একদিন আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় উপায় পেয়ে গেছিস। এবার যা দেখি, আমি স্কুলের পড়া তৈরি করব।

জসিম আর কিছু না বলে সালাম বিনিময় করে চলে গেল।

পরের বৃহস্পতিবারে ছুটি ছিল বলে পারভেজ বুধবার স্কুল থেকে ফিরে বাড়িতে গেল।

জসিম তা জানে না। সে এসে পারভেজের রুমে তালা দেখে বাড়ির ভিতরে গিয়ে জাহেদা বিবিকে জিজ্ঞেস করল, চাচিআম্মা, আপনাদের মাষ্টার কোথায়? তার রুমের দরজায় তালা দেয়া দেখলাম।

জাহেদা বিবি বললেন, মাস্টার গতকাল আসরের নামাযের পর বাড়ি গেছে, শনিবার সকালে আসবে।

জসিম বলল, ঠিক আছে, আমি এখন আসি, তারপর সে চলে গেল।

শনিবার সকালে পারভেজ ফিরে এল। স্কুলে যাওয়ার সময় জসিম তাকে জিজ্ঞেস করল, কিরে হঠাৎ বাড়িতে দু'দিন কাটিয়ে এলি যে? এমনিতেই তো তুই সপ্তাহে দু'দিন তোর আম্মাকে দেখতে যাস?

পারভেজ বলল, তুই তো জানিস, আম্মাকে না দেখে আমি বেশি দিন থাকতে পারি না। তাই ছুটি পেয়ে দু'দিন আম্মার কাছে থেকে এলাম।

জসিম বলল, বৃহস্পতিবার সকালে আমি আসব। আসার পর আলোচনা শুরু করবি। বুঝেছিস?

পারভেজ বলল, ঠিক আছে, তাই হবে।

আজ বৃহস্পতিবার পারভেজ মসজিদ থেকে ফজরের নামায পড়ে এসে পড়ার ঘরে নিজের পড়া পড়ছিল। কিছুক্ষণ পরে আলি ও আনু বই খাতা নিয়ে এসে সালাম দিল।

পারভেজ সালামের উত্তর নিয়ে তাদেরকে বসতে বলে জিজ্ঞেস করল, জরীনা কোথায়?

আনু বলল, আপা আপনার নাস্তা নিয়ে আসছে।

পারভেজ বলল, তোমরা নামতা মুখস্থ কর; আমি ততক্ষণ পড়াটা সেরে নিই। তারপর সে পড়তে লাগল।

আলি ও আনু যে যার ব্যাগ থেকে ধারাপাত বই বের করে পড়তে শুরু করল।

একটু পরে জরীনা নাস্তা নিয়ে এসে সালাম দিয়ে বলল, স্যার, নাস্তা খেয়ে নিন।

পারভেজ বই বন্ধ করে সালামের উত্তর দিয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করল, তোমরা সবাই নাস্তা খেয়েছ?

সবার আগে আলী বলল, হ্যাঁ স্যার, আমরা নাস্তা খেয়ে পড়তে এসেছি।

পারভেজ হাত ধুয়ে নাস্তা খেতে শুরু করেছে এমন সময় জসিম এসে সালাম দিল।

পারভেজ বলল, কি রে তুই এটাও জানিস না, খাওয়া অবস্থায় কাউকে সালাম দিতে নেই?

জসিম লজ্জা পেয়ে বলল, না, জানি না।

পরাভেজ তাকে লজ্জা পেতে দেখে বলল, এতে লজ্জা পাওয়ার কি আছে? আজকাল মুসলমান ঘরের ছেলেমেয়েরা ইসলামের অনেক কিছু জানে না। আয় আমার সঙ্গে একটু নাস্তা খেয়ে নে।

জসিম বলল, তুই খেয়ে নে, আমি এক্ষুনি খেয়ে এলাম।

নাস্তা খাওয়ার পর পারভেজ বলল, তিন সময়ে সালাম দিতে নেই। যখন কেউ নামায বা কুরআন পড়ে, অজু করে এবং খাওয়া দাওয়া করে।

ততক্ষণে জরীনা নাস্তার বাসন পেয়ালা টেবিল থেকে নিয়ে ঘরের মেঝের একপাশে রেখে দিল।

পারভেজ বলল, আজ আমাদের মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে আলোচনা করার কথা ছিল। সেদিন ঐ সম্বন্ধে কুরআন হাদিস থেকে কিছু বলেছিলাম; আজও হাদিসের আলোকে আরো কিছু বলব। প্রথমে পুরুষ ও নারীকে পোশাক দ্বারা শরীরের কতটা অংশ ঢেকে রাখতে ইসলাম বলেছে তা বলছি। পুরুষদের জন্য নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা ফরয। আর নারীদের মুখ মণ্ডল ও করতল ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঢাকা থাকবে।

খাওয়া পরা সম্বন্ধে কয়েকটি হাদিস বলছি, "রসূলুল্লাহ (দ.) কাহাকেও বাম হাত দ্বারা ভক্ষণ করিতে বা একটা পাদুকা ব্যবহার করিতে বা কষ্টকর পথে ভ্রমণ করিতে অথবা লজ্জা প্রকাশ হয় এইরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছে।"[১] রসূলুল্লাহ (দ.) বলিয়াছেন, "সাদা বস্ত্র পরিধান কর। উহা সর্বাপেক্ষা পরিষ্কার ও পবিত্র এবং তোমাদের মৃত ব্যক্তিকে তাহা দ্বারা কাফন কর।"[২] রসূলুল্লাহ (দ.) বলিয়াছেন, "আহার কর, পান কর, দান কর এবং পরিধান কর, যে পর্যন্ত অমিতব্যয়িতা এবং অহংকার উহাতে মিশ্রিত না হয়।"[৩] হাদিসে আরো আছে, একবার একজন মহিলা রসূলুল্লাহ (দ.) কে জিজ্ঞেস করিল, আমার ঘরের সামনের কিছুটা রাস্তা নোংরা আবর্জনায় ভরা, আমি কি সেইটুকু উঠিয়ে পার হতে পারি? উত্তরে তিনি বললেন, না। ঐ পথে হাঁটার সময় তোমার কাপড় আবর্জনা লেগে নাপাক হয়ে গেলেও পরবর্তি ভালো রাস্তার পরিষ্কার ধূলাবালিতে পাক হয়ে যাবে।"

নারী পুরুষের পোশাক সম্বন্ধে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, "পোশাক মানুষকে যেমন ঠান্ডা ও গরম থেকে রক্ষা করবে তেমনি সৌন্দর্যবান করে তুলবে।" একটা কথা আমাদের জানা দরকার ইসলামে নারী পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট কোন পোশাক না থাকলেও ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মুসলমানদেরকে এমন পোশাক পরতে হবে, যেন তাদেরকে দেখলেই মুসলমান বলে জানা যায়। এ সমন্ধে একটা হাদিস বলছি শোন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি যে কওমের অনুসরণ করে, সে তাহাদের দলভুক্ত।"[৪] আজকাল অধিকাংশ নারী পুরুষ স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটির ছেলেমেয়েরা যেসব পোশাক পরে তা ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নাজায়েজ। আর বেশিরভাগ মেয়েরা যেভাবে পোশাক পরে ঘরের বাইরে চলাফেরা করে, তাতে করে তাদের শরীরের লোভনীয় অংশগুলো দেখে পুরুষেরা লোভাতুর হয়ে উঠে। এরকম পোশাক পরাও নাজায়েজ। আর নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশাও নাজায়েজ।

জরীনা বলল, মেয়েদের শরীরের লোভনীয় অংশ আবার কি?

পারভেজ বলল, মেয়েদের শরীরের যেসব অঙ্গ দেখে ছেলেরা লোভাতুর হয়ে উঠে। যেমন বালেগ মেয়েরা ওড়না বা চাদর দ্বারা শরীর ঢেকে না রাখা। তারা এমনভাবে শাড়ি ব্লাউজ পরে যে, তাদের নাভী, পেট ও পিঠের অনেক অংশ দেখা যায়। এরকম পোশাক পরা সরাসরি হারাম। যে সব মেয়েরা এইভাবে পোশাক পরবে, কাল কেয়ামতের দিনে তাদের খোলা জায়গাগুলোতে লোহা গরম করে ছেঁকা দেয়া হবে।

এই সব শুনে জরীনা লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে নিল।

---

(১) বর্ণনায় ঃ হযরত জাবের (রা.) মোসলেম শরীফ।
(২) বর্ণনায় ঃ হযরত সালেম (রা.) আবু দাউদ, নেসায়ী, ইবনে মাজা।
(৩) বর্ণনায় ঃ হযরত আমর (রা.) নেসায়ী, ইবনে মাজা।
(৪) বর্ণনায় ঃ হযরত আব্দুল্লাহ এবনে ওমর (রা.) আহম্মদ, আবু দাউদ।

পারভেজ জরীনার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করল। মেয়েরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলুল্লাহর (দ.) বিধি নিষেধ জেনে না জেনে অবাধে বুক ফুলিয়ে যেভাবে চলাফেরা করছে। এর ফলে কত যে দুর্ঘটনা ঘটছে, তা খেয়াল না করে আরো স্বাধীনতা পেতে চাচ্ছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দুর্ঘটনার জন্য পুরুষদের দায়ী করছে। কিন্তু তারা কি এতটুকু চিন্তা করে দেখেছে, মেয়েরাই তাদের রূপ যৌবন দেখিয়ে ছেলেদেরকে অধঃপতনের দিকে আহ্বান করছে? এই জন্যেই বোধ হয় একটা কথা সর্বজনবিদিত, "কেউ নিজের দোষ দেখতে পায় না।"

এই পর্যন্ত বলে পারভেজ কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, আজ আর নয়, আবার অন্য দিন হবে। তারপর ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটি দিয়ে জসিমকে বলল, কিরে পড়াশোনা কেমন চলছে?

জসিম বলল, আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় চলছে এক রকম। এখন আসি, পরে আবার আসব।

পারভেজ বলল, তাই আসিস।

একদিন জাহেদা বিবি জসিমকে ডেকে বললেন, তুমি বাবা আমার অনেক বড় উপকার করেছ।

জসিম বেশ অবাক হয়ে বলল, এমন কি উপকার করলাম চাচিআম্মা? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

জাহেদা বিবি বললেন, তোমার বন্ধুকে মাস্টার রাখার ব্যবস্থা করে দিয়ে খুব ভালো কাজ করেছ। আমার ছেলেমেয়েরা পড়াশোনায় যেমন উন্নতি করেছে তেমন মাস্টার তাদেরকে কুরআন হাদিসের কথা বলে ভালো করার চেষ্টা করছে। তাদেরকে নামায শেখাচ্ছে। মাস্টারের মতো ছেলে আজকাল দেখতে পাওয়া যায় না।

জসিম বলল, হ্যাঁ চাচিআম্মা, পারভেজের মতো ছেলে হয় না। ও যেমন ধার্মিক তেমনি অন্যকেও ধার্মিক বানাতে চায়। তাই তো আমি ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছি। আমি আগে নামায রোযা করতাম না, ওর সঙ্গে মিশে নামায রোযা করি। ও খুব চরিত্রবান ছেলে।

জাহেদা বিবি বললেন, মাস্টারকে আমিও তাই মনে করি। এই ক'দিন মাস্টার যে সমস্ত কুরআন হাদিসের কথা বলেছে, সে সব আমি দরজার আড়াল থেকে শুনেছি। তবে শুধু জরীনাকে নিয়ে আমার খুব দুশ্চিন্তা। মেয়েটার লজ্জা শরম বলতে কিছুই নেই। অত বড় মেয়ে ওড়না ব্যবহার করে না। আমি কত বকাবকি করি, যদি আমার কথায় কান দেয়। বড় উগ্রস্বভাবের মেয়ে। ভালো মন্দ কিছু বললে রেগে যায়। আমার কথা একদম শোনে না।

জসিম বলল, চাচিআম্মা, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। পারভেজের কাছে যখন পড়ছে তখন একদিন না একদিন ঠিক হয়ে যাবে। তা ছাড়া ওর কতই বা বয়স? বাড়ন্ত শরীর বলে ওকে বড় দেখায়।

জাহেদা বিবি বললেন, কি জানি বাবা, মেয়েটা যত বড় হচ্ছে তত বেহায়াপনাও বাড়ছে। কি যে করি ভেবে কিছু পাচ্ছি না।

জসিম বলল, আপনি ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। কিছুদিন যাক, আমার মনে হয়, পারভেজ ওকে যেভাবে কুরআন হাদিসের কথা শোনাচ্ছে, তাতে করে ওর পরিবর্তন হবে।

জাহেদা বিবি বললেন, আল্লাহ যেন তাই করেন বাবা।

জসিম বলল, এখন তা হলে যাই চাচিআম্মা?

জাহেদা বিবি বললেন, হ্যাঁ বাবা যাও। এরপর থেকে তিনি পারভেজকে পেটের ছেলের মতো মনে করে তার সঙ্গে সেই রকম ব্যবহার করতে লাগলেন।

পারভেজ জরীনার চালচলন পরিবর্তন করার জন্য দিনের পর দিন কুরআন হাদিসের আলোচনা করে চলল। কিন্তু তার কোনো পরিবর্তন হল না। বরং দিন দিন আরো মডার্ন হয়ে উঠতে লাগল। পারভেজ বেশ কিছু দিন থেকে লক্ষ্য করছে, পড়াবার সময় মাঝে মাঝে জরীনা তার মুখের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে। সে যদি তাকে বলে, আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছ কেন? তখন লজ্জারাঙা হয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। পারভেজ ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করে। তার মনে হয়, জরীনার দৃষ্টিতে যেন কিছু বলার জন্য ব্যাকুলতা রয়েছে। সেই কথা ভেবে সে শংকিত হয়ে পড়ে। তখন নিজের মনকে বোঝায়, এসব চিন্তা করাও গোনাহ। তা ছাড়া তার আব্বা আম্মা যেমন আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন তেমনি বিশ্বাসও করেন। আমি যদি তার দিকে ঝুঁকে পড়ি। তাহলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। মনকে শক্ত করে ভেবে ঠিক করল, যেমন করে হোক তার চাল-চলনের পরিবর্তন করাবেই। প্রয়োজনে ওর আম্মাকে দিয়ে শাসন করাবে।

একদিন পড়ার শেষে আনু ও আলী চলে যাওয়ার পর জরীনা পারভেজকে বলল, স্যার, আপনি শুধু কুরআন হাদিসের কথা শোনান, ঐ সব ছাড়া অন্য কোন গল্প করতে পারেন না?

পারভেজ বলল, নিশ্চয় পারি। সময় মতো সব কিছু বলব। এখন কেন কুরআন হাদিসের কথা বলি জান? প্রথমে কুরআন হাদিসের জ্ঞান অর্জন করে এবং সেইসব অনুসরণ করে নিজেকে আদর্শবান ও চরিত্রবান করতে হয়। তারপর অন্যান্য জ্ঞান অর্জন করলে চরিত হারাবার আশংকা থাকে না। বড় দুঃখের কথা, তুমি কুরআন পড়তে ও নামায পড়তে শিখেছ; অথচ সে সব কিছু পড় না। এতদিন তোমাকে কুরআন হাদিসের অনেক আদেশ ও নিষেধ এবং তার সুফল ও কুফল শোনালাম; কিন্তু তুমি সেসব গ্রাহ্য না করে নিজের খেয়ালখুশিমতো চলাফেরা কর।

জরীনা লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করে বসে রইল।

নিচের দিকে কি দেখছ?

কিছু দেখছি না।

তা হলে মাথা তুলে আমার দিকে তাকাও।

জরীনা লজ্জা মিশ্রিত চোখে তার দিকে তাকাল।

পারভেজ বলল,জেনে রেখ, নামায হল মুসলমানের প্রথম পরিচয়। নামায ছাড়া যত নেক কাজ কর না কেন, কোনো কিছু কাছে আসবে না। আর একটা কথা, মেয়েদের পোশাক সম্বন্ধে এতদিন ধরে কুরআন হাদিসের কত কথা শোনালাম; কিন্তু তোমার কোনো পরিবর্তন দেখলাম না। কাল থেকে ওড়না বা চাদর গায়ে ও মাথায়

দিয়ে স্কুলে যাবে। ঘরেও সব সময় ব্যবহার করবে। জরীনাকে লজ্জা পেয়ে আবার মুখ নিচু করে নিতে দেখে বলল, ঠিক আছে, এখন যাও।

জরীনা চলে যাওয়ার পর পারভেজ চিন্তা করল, এরপরও যদি আমার কথা না শুনে, তা হলে অন্য বাড়িতে লজিং এর চেষ্টা করতে হবে।

জরীনার তরুণী মন প্রথম দিন পারভেজকে দেখে মুগ্ধ হয়। তারপর পড়তে এসে দিনের পর দিন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সে চায় নিজের রূপ যৌবন দেখিয়ে স্যারকে আকৃষ্ট করতে। কিন্তু স্যারের কথাবার্তায় ও ব্যবহারে তার কোনো প্রমাণ না পেয়ে তার ক্রমশঃ জীদ চেপে যাচ্ছে, কি করে স্যারকে আকৃষ্ট করবে। তাই পারভেজ তাকে কুরআন হাদিসের কথা শোনালেও তার কথায় কর্ণপাত করে নি। তারপর যখন পারভেজ তাকে ওড়না পরার কথা বলল তখন সে লজ্জা পেলেও মনে মনে খুব রেগে গিয়েছিল। তাই রাতে ঘুমোবার সময় ভেবে রাখল, কাল এমন পোশাক পরে স্যারের কাছে পড়তে যাবে, যা দেখে সে আমার প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য।

পরের দিন সন্ধ্যার পর জরীনা হালকা গোলাপী রং-এর সালওয়ার ও টাইট-ফিট কামিজ পরে, মুখে স্নো পাউডার মেখে, ঠোঁটে লাল টকটকে লিপিষ্টিক লাগিয়ে গায়ে ওড়না না দিয়ে একেবারে অত্যাধুনিকা মেয়ের মতো পড়তে এল।

আনু ও আলী আগেই পড়তে এসেছে। পারভেজ যখন আনুকে অংক বুঝিয়ে দিচ্ছিল তখন জরীনা এসে সালাম দিল।

পারভেজ সালামের উত্তর দেয়ার সময় তার দিকে তাকিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো চমকে উঠল। ভাবল, এ আজ কাকে দেখছে? রূপসী জরীনা যে বেহেস্তের হুর হয়ে পড়তে এসেছে। সে কয়েক সেকেণ্ড বাস্তব জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। তাড়াতাড়ি দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে গম্ভীরস্বরে বলল, দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন বস। তারপর ভীষণ রেগে গিয়ে ভাবল, মেয়েটার কি দূরন্ত সাহস, এতদিন ধরে এতকিছু বলা সত্ত্বেও এই রকম পোশাক পড়ে পড়তে এল কি করে? আজ এর একটা বিহিত করেই ছাড়বে। তাতে যদি এই লজিং ছেড়ে চলে যেতে হয় তাও আচ্ছা।

এমন সয়ম পারভেজের মেজভাই খায়ের সেখানে এসে দরজার কাছ থেকে তার নাম ধরে ডাকল।

পারভেজ মেজ ভাই-এর গলা পেয়ে আর একবার চমকে উঠে দাঁড়িয়ে বোবা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। সে ভাবতেই পারছে না, এমন সময় তার মেজভাই এখানে আসবে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সামলে নিয়ে সালাম দিয়ে বলল, মেজ ভাই তুমি?

খায়ের তার মনের ভাব বুঝতে পেরে সালামের উত্তর দিয়ে বলল, খুব অবাক হয়েছিস তাই না?

পারভেজ বলল, হ্যাঁ মেজভাই। তুমি ভিতরে এসে বস।

খায়ের ভিতরে এসে বসার পর পারভেজ ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল।

ছাত্র-ছাত্রীরা দাঁড়িয়ে খায়েরকে সালাম জানাল।

খায়ের সালামের উত্তর দিয়ে সবাইকে বসতে বলল।

পারভেজ জিজ্ঞেস করল, মেজ ভাই, তুমি কেমন আছ? কবে এলে?

আজ দুপুরে এসেছি। ভালো আছি। তুই কেমন আছিস বল?

আল্লাহ পাকের রহমতে ভালো আছি।

পড়াশোনা কেমন চলছে?

ভালো।

জরীনা পারভেজের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি একটু ভিতরে যাব স্যার?

পারভেজ বলল, যাও।

জরীনা গিয়ে একটু পরে নাস্তা ও দু'কাপ চা নিয়ে ফিরে এল।

খায়ের বলল, তুমি আবার কষ্ট করে এসব আনতে গেলে কেন?

জরীনা বলল, কি আর এমন কষ্ট করলাম ভাইয়া, এটা করাতো কর্তব্য। স্যারের মেজভাইকে হঠাৎ মুখ ফসকে ভাইয়া বলে ডেকে জরীনা লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে নিল।

খায়ের তা বুঝতে পেরে বলল, ভাইয়া বলেছ তো কি হয়েছে? তোমরা সবাই আমার ছোট ভাইবোন। তোমরা তোমাদের মাস্টারকে কি বলে ডাক?

আলী বলল, স্যার বলে ডাকি।

খায়ের বলল, কেন ভাইয়া বলে তো ডাকতে পার?

তারা কেউ কিছু না বলে চুপ করে রইল।

খায়ের বলল, জরীনা আমাকে ভাইয়া বলে ডাকল, তাই আমি তোমাদের মাস্টারকেও ভাইয়া বলে ডাকতে বলেছি। তোমরা যখন চাচ্ছ না তখন স্যার বলেই ডেক।

পারভেজ বলল, মেজভাই, এসব কথা থাক। কদিন থাকবে বল।

থাকতে পারব না। আগামীকাল ভোরে চলে যাব।

আমি ফজরের নামায পড়ে গেলে তোমার দেখা পাব না?

না। আমি খুব ভোরে চলে যাব। টাকা পয়সা লাগলে নিয়ে নে।

টাকা তো লাগবেই।

কত লাগবে?

আপাতত দু'শো টাকা দিয়ে যাও। পরীক্ষার আগে আমি তোমার কাছে যাব।

খায়ের পকেট থেকে একশো টাকার দু'টো নোট বের করে তার হাতে দিল। তারপর ছাত্র-ছাত্রীদের পড়তে বলল। তারা পড়তে শুরু করলে জরীনার দিকে তাকিয়ে চিন্তা করল, এই মেয়ে একদিন পারভেজকে ঘায়েল করবে। একটু পরে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমরা পড়, এবার আমি আসি। তারপর পারভেজকে বলল, আমাকে একটু এগিয়ে দে তো।

পারভেজ মেজভাইয়ের সাথে বেরিয়ে এল। কিছুদূর আসার পর খায়ের বলল, দেখ পারভেজ, এখন যুগ খুব খারাপ। তুই সে কথা এখনও বুঝতে শিখিস নি। তোর ভালোর জন্য বলছি, জরীনাকে বেশি প্রশয় দিবি না। আমাদের বংশের মান-সম্মানের দিকে লক্ষ্য রাখবি।

পারভেজ মেজভাইয়ের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল। আর জরীনার উপর রেগে গিয়ে তার চোখে পানি এসে গেল। কিছু না বলে মাথা নিচু করে চলতে লাগল।

খায়ের তার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, আমার আর কিছু বলবার নেই, এবার তুই ফিরে যা। রাতের অন্ধকারের জন্য সে পারভেজের চোখের পানি দেখতে পেল না।

পারভেজ ফিরে আসার সময় ভাবল, জরীনার পোশাক ও চালচলনের জন্য তাকে মেজভাইয়ের কাছে এই কথা শুনতে হল। আজ ওর আম্মাকে বলে এর একটা বিহিত করতেই হবে। মুখ ভার করে পড়ার রুমে ঢুকে ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটি দিয়ে দিল।

আনু ও আলী চলে যাওয়ার পর জরীনা ধীরে সুস্থে বই খাতা গুছিয়ে চয়ে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনার মেজভাই কি এমন কথা বলে গেলেন, যে জন্যে আপনার মুখ ভার হয়ে আছে?

পারভেজ গম্ভীর স্বরে বলল, সে কথা তোমার শোনার দরকার নেই। তোমার আম্মা কি ঘুমিয়ে গেছেন?

জীরনা বলল, কি করে বলব, আমি তো এখানে। তবে বোধ হয় ঘুমিয়ে গেছে। প্রতিদিন পড়ার পর গিয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দেখি।

যদি ঘুমিয়ে পড়েন, তুমি গিয়ে জাগাবে। আমি একটু পড়ে খেতে আসছি।

কেন স্যার? আমি আপনাকে খাওয়াই। শুধু শুধু আম্মাকে জাগাতে যাব কেন?

পারভেজ রাগের সঙ্গে বলল, সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হবে না কি?

প্রথম থেকেই জরীনা স্যারকে খাওয়ায়। আজ স্যার আম্মাকে জাগাতে বলায় তার মনে সন্দেহ হল, আম্মাকে হয়তো আমার ব্যাপারে কিছু বলবেন। কি বলতে পারেন ভেবে এবং স্যারের রাগ দেখে একটু ভয় পেল। কিছু না বলে চলে গেল।

পারভেজ মসজিদ থেকে এশার নামায পড়ে খাবার ঘরে এসে দেখল, জাহেদা বিবি টেবিলের উপর খাবার রেডী করে দাঁড়িয়ে আছেন। বলল, চাচ্চিআম্মা, আপনাকে দু'একটা কথা বলব বলে ঘুম থেকে জাগিয়েছি, সে জন্য মাফ চাইছি।

জাহেদা বিবি বললেন, এতে মাফ চাওয়ার কি আছে। কি বলবেন বলুন।

পারভেজ বলল, জরীনার চালচলন খুব দৃষ্টি কটু। আমি তাকে কুরআন হাদিসের কথা বলে অনেক বুঝিয়েছি; কিন্তু সে আমার কথা শুনেনি। বরং দিন দিন আরও বেপরওয়া হয়ে উঠছে। আজ সে এমন সেজেগুজে পড়তে গিয়েছিল যে, আমি তার দিকে তাকাতে পারিনি। আমার মেজভাই এসেছিল, তা হয়তো আপনি জেনেছেন। যাওয়ার সময় যখন জরীনার ব্যাপারে আমাকে সতর্ক করে দিয়ে গেল তখন আমি লজ্জায় মরে গেছি। ও বড় হয়েছে। ওকে বোঝান ছাড়া তো আমি শাসন করতে পারি না। তাই আপনাকে সব কথা জানালাম। আপনি ওর মা, আপনার উচিত শাসন করে তার পোশাক পরিচ্ছদ ও চাল-চলন পরিবর্তন করান। অন্ততঃ ওড়না বা চাদর ব্যবহার করতে বলবেন। আমার আর কিছু বলার নেই।

জাহেদা বিবি বলবেন, আপনি খুব ভালো কথা বলেছেন। আমি ওকে ওড়না পরার জন্য কত বুঝিয়েছি, অনেক রাগারাগিও করেছি। আপনার কথাই ঠিক, শাসন না করলে ওর স্বভাবের পরিবর্তন হবে না। এখন যা করার আমি করব। তারপর ওর আব্বা এলে তাকেও ব্যাপারটা জানাব। এবার আপনি খেয়ে নিন, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

পরের দিন জাহেদা বিবি শাসন করার সময় মেয়েকে বললেন, তুই আমাদের মুখে চুন কালি দিবি। তোর জন্য বংশের নাম ডুবে যাবে, তুই এত বেহায়া হয়েছিস কেন? কতবার বলেছি, বড় হয়েছিস এবার শাড়ী পর। আর সালওয়ার কামিজ পরলেও ওড়না ব্যবহার কর। কিন্তু তুই আমার কোনো কথা শুনিসনি কেন? তোর মতো নিলর্জ্জ মেয়ে আর দেখিনি। আরো অনেক কিছু বলে ভীষণ মারধোর করলেন।

জরীনা মার খেয়ে স্যারের উপর আরও বেশি রেগে গেল। প্রতীজ্ঞা করল, ছলে, বলে, কৌশলে, যেভাবেই হোক স্যারের গর্বের দাঁত ভেঙ্গে এর প্রতিশোধ তুলবে।

পাড়ার সওগাত দাদার মেয়ে রৌশনারা সম্পর্কে ফুফু হলেও তার সঙ্গে জরীনার সখিত্ব। দু'জনের গলায় গলায় ভাব। একই ক্লাসে পড়ে। জরীনা যে তাদের স্যারকে ভালবাসে, সে কথা রৌশনারাও জানে। জরীনা মর্ডান মেয়ে হলেও রৌশনারা খুব ধার্মিক মেয়ে।

পরের দিন স্কুলে যাওয়ার সময় জরীনা রৌশনারাকে গতরাতের সব ঘটনা বলে জিজ্ঞেস করল, এখন কি করব পরামর্শ দে।

রৌশনারা বলল, দেখ জরীনা, তোদের স্যারকে আমি শুধু জসিমের বন্ধু হিসাবে যে জানি তা নয়, তার আগে থেকে জানি, সে খবু ইসলামী মাইণ্ডের ছেলে। আধুনিকতা মোটেই পছন্দ করে না।

জরীনা বলল, তা তো আমিও জানি। কিন্তু কি করে তার মন জয় করতে পারব, সে কথা বল।

রৌশনারা বলল, আমার মতে স্যার যেভাবে তোকে চলাফেরা করতে বলে সেইভাবে চলাফেরা কর। যা যা আদেশ করে সেসব মেনে চল। আমার ধারণা তুই যদি তার সবকিছু মেনে চলিস, তা হলে অতি অল্পদিনের মধ্যে স্যারের মনোরাজ্যের রাণী হতে পারবি।

জরীনা ক্ষণকাল চিন্তা করে বলল, ঠিক আছে, আজ থেকে তোর কথামতো স্যার যেভাবে চালাতে চায়, সেইভাবে চলব।

রৌশনারা হেসে উঠে বলল, তাতেও যদি স্যারের মন জয় করতে না পারিস তখন কি করবি?

জরীনা বলল, না পারলে তখন...বলে থেমে গেল।

রৌশনারা বলল, তখন কি তা হলে স্যারের প্রেমের আশা ছেড়ে দিবি?

জরীনা দৃঢ়কণ্ঠে বলল, না ছাড়ব না। তখন অন্য পথ ধরব।

রৌশনারা বলল, অন্য পথ আবার কি?

জরীনা বলল, এখন বলব না, পরে বলব। প্রথমে তোর কথামতো অভিযান চালিয়ে দেখি, কতদূর কি হয়।

রৌশনারা বলল, তাই দেখ।

সেইদিন থেকে জরীনা পাল্টে গেল। সময়মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে লাগল। সব সময় ওড়না দিয়ে মাথা ও বুক পিঠ ঢেকে রাখে। স্যারের কাছে পড়তে আসার সময় এবং স্কুলে যাওয়ার সময় চাদর গায়ে দেয়। পড়ার সময় প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া

পারভেজের সঙ্গে অন্য কথা বলে না। তবে পারভেজ যখন পড়া বুঝিয়ে দেয় তখন তার মুখের দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে পড়ে।

এভাবে কয়েকদিন গত হওয়ার পর পারভেজ জরীনার পরিবর্তন লক্ষ্য করে মনে মনে খুশি হল। কিন্তু পড়াতে মনোযোগ দিচ্ছে না বুঝতে পেরে একদিন তাকে একটা অংক বুঝিয়ে দিয়ে একই নিয়মের অন্য একটা অংক করতে দিল। জরীনা অমনোযোগী ছিল বলে অংকটা বোঝেনি। তাই করতে না পেরে চুপ করে বসে রইল।

পারভেজ নিজের অনুমান সত্য হতে দেখে বলল, আমি লক্ষ্য করছি, তুমি কয়েক দিন থেকে পড়াশোনায় মনোযোগ দিচ্ছ না। এভাবে চললে পরীক্ষায় পাস করতে পারবে?

জরীনা একটু রাগের সঙ্গে বলল, আমি পাস করি আর ফেল করি তাতে আপনার কি? ফেল করলে সবাই আমাকে দুষবে, আপনাকে তো দুষবে না?

পারভেজ বলল, তোমার ধারণা ভুল। সবাই আমাকেই দুষবে। বলবে, আমি ভালোভাবে পড়াইনি। তা ছাড়া কে কি বলবে সে কথা আমি চিন্তা করি না। তবু বলব, পড়াশোনায় এত অমনোযোগী হওয়া তোমার উচিত নয়।

জরীনা চুপ করে মাথা নিচু করে রইল।

পারভেজ একটু রসিকতা করার জন্য বলল, এই যে জরীনা আপা, আমার কথা কি আপনার কর্ণগোচর হচ্ছে না?

জরীনা মাথা তুলে পারভেজের চোখে চোখ রেখে বলল, আপনি ভালো মানুষের মতো উপদেশ দিতে থাকুন, আমি মনোযোগ দিয়ে শুনছি।

পারভেজ বলল, থাক বাবা উপদেশ দেব না। সামান্য একটা উপদেশ দিয়ে যদি ভালো মানুষ হয়ে যায়, তা হলে আরও কিছু দিলে একেবারে খাঁটি মানুষ হয়ে যাব। খাঁটি মানুষ হওয়া বড় শক্ত ব্যাপার।

জরীনা দৃষ্টি নিচের দিকে করে বলল, আমিও বেঁচে থাকলে দেখব, আপনার ভালোমানুষি স্বভাব কতদিন থাকে?

আমার ভালোমানুষি স্বভাব কবে থেকে আবার তোমার চোখে ধরা পড়ল?

যবে থেকে পড়ুক না কেন, সেকথা জানার দরকার নেই। তবে আপনার ভালো স্বভাব চরিত্রের কথা সবার মুখে শুনি। সেইজন্যে ঐরাতে আমাকে কথাগুলো না বলে আম্মাকে বললেন। সরাসরি আমাকে বললে কি এমন আপনার ক্ষতি হত?

ও তাই বুঝি আজ কয়েকদিন পড়ার টেবিলে, খাওয়ার টেবিলে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছ?

একবারে বন্ধ করে দেব বলে প্রতীজ্ঞা করেছিলাম। তবে...বলে থেমে গেল।

তবে কি কেউ বলার জন্য নোটিশ জারি করেছে বুঝি?

কে আবার নোটিশ জারি করবে? আর আমি কারো নোটিশের ধারধারি না। নিজেই ভেবে দেখলাম, আপনাকে লজিং-এ রেখে আমাদের অনেক খরচ হচ্ছে। উসুল করে না নিলে সেগুলো পানিতে পড়বে।

তোমার কথাই ঠিক। আমিও থাকা খাওয়ার বদলে কিছু দিতে চাই। তাই তোমাদেরকে আমার মনের মতো ছাত্র-ছাত্রী করার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।

জরীনা আর কিছু না বলে ইংরেজী বই খুলে এগিয়ে দিয়ে বলল, দাগ দেয়া অংশটার অর্থ বুঝিয়ে দিন।

পারভেজ পড়াটা বুঝিয়ে দিয়ে অর্থটা খাতায় লিখে দিল। তাপর সবাইকে ছুটি দিয়ে দিল।

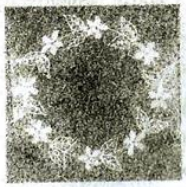

জরীনার মতিগতি যেমন বদলে গেল তেমিন সর্বক্ষেত্রে স্যারের আদেশ মেনে চলতে লাগল। এমন কি স্যারের রুম পরিষ্কার করা এবং বিছানা ও বইপত্র গুছিয়ে দিতে লাগল। স্যারের কোনো কথার প্রতিবাদও করে না। আগের জরীনাকে যারা দেখেছে, তারা এখন তাকে দেখলে ভাবতেই পারবে না, চঞ্চলা হরিণীর মত জরীনা কত ধীর ও নম্র হয়ে গেছে। বেপরওয়া স্বভাবের কণামাত্র তার মধ্যে নেই।

এরমধ্যে দু'দিনের ছুটিতে জরীনার আব্বা নূরউল্লাহ বাড়িতে এসে মেয়ের পরিবর্তন দেখে যারপর নাই খুশি হলেন। এক সময় স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, হঠাৎ জরীনার এরকম পরির্বতন হল কি করে?

জাহেদা বিবি বললেন, মাস্টারের কাছ থেকে কুরআন হাদিসের কথা শুনে আর আমার শাসনের ফলে হয়েছে।

পারভেজ যখন লজিং-এ আসে তখন নূরউল্লাহ বাড়িতে ছিলেন না। তবে সেকথা শুনে গিয়েছিলেন। তারপর যখন বাড়িতে আসেন তখন পারভেজের সঙ্গে কথা বলে এবং পাড়ার লোকের কাছে তার স্বভাব চরিত্রের কথা শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন। তিনিও পারভেজকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। এখন স্ত্রীর কথা শুনে বললেন, বলেছিলাম না, এই মাস্টারের কাছে আমাদের ছেলে-মেয়ে আর্দশ ছাত্র-ছাত্রী হয়ে গড়ে উঠবে?

জাহেদা বিবি বললেন, হ্যাঁ, তুমি ঠিক কথা বলেছিলে।

নূরউল্লাহ বললেন, মাস্টারের খাওয়া দাওয়ার দিকে একটু নজর রেখ।

জাহেদা বিবি বললেন, সে কথা তোমাকে বলে দিতে হবে না।

নূরউল্লাহ ঢাকা যাওয়ার আগে পারভেজের সঙ্গে দেখা করে বললেন, আপনার দ্বারা আমার ছেলেমেয়েরা সবদিক থেকে অনেক ভালো হয়েছে। আশা করি, তাদেরকে আরো ভালো করার চেষ্টা করবেন। আর আপনার কোনো সুবিধে অসুবিধে হলে আপনার চাচি আম্মাকে বলবেন।

পারভেজ বলল, উনি আমাকে ছেলের মতই দেখেন। ঠিক আছে, তেমন কিছু হলে জানাব।

আব্বা ঢাকা চলে যাওয়ার পর একদিন জরীনা পারভেজকে বলল, স্যার, আপনি জামা কাপড় লণ্ড্রিতে দেন কেন? লন্ড্রিতে কাপড় দিলে তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায়। নিজে পরিষ্কার করতে পারেন না?

পারভেজ ছোটভেলা থেকে ফিটফাট থাকতে ভালবাসে। তাই একটু বড় হতে নিজের জামা কাপড় নিজে পরিষ্কার করে লন্ড্রি থেকে স্ত্রী করে ব্যবহার করত। লজিং বাড়িতে এসে লন্ড্রি থেকে ধোলাই করে। জরীনার কথা শনে বলল, তুমি অবশ্য ঠিক কথা বলেছ; কিন্তু আমার সময় কোথায়?

কেন যে সময় বাইরে ঘোরাফেরা করেন, সেই সময় করতে পারেন? তাতে করে যেমন জামাকাপড়ের আয়ু বাড়বে তেমনি অনেক টাকাও বেঁচে যাবে।

তোমার যুক্তি খুব ভালো। তবে কি জান, এখন আর ঐসব করতে ভালো লাগে না। তা ছাড়া সন্ধ্যের আগে ঘন্টাখানেক সময় পাই। ঐ সময় হাঁটাহাঁটি করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

জরীনা আর কিছু না বলে চলে গেল।

পরের দিন পারভেজ স্কুল থেকে ফিরে দেখল, তার ময়লা জামা প্যান্ট পরিষ্কার অবস্থায় আলনায় ঝুলছে। বুঝতে পারল এটা জরীনার কাজ।

জরীনা নাস্তা নিয়ে এলে পারভেজ জিজ্ঞেস করল, তুমি আমার জামা প্যান্ট ধুতে গেলে কেন?

কেন? ধুয়ে অন্যায় করেছি না কি?

না, অন্যায় করনি, তবে....বলে থেমে গেল।

তবে কি বললেন না যে?

লোকে জানলে খারাপ ভাববে।

তাতে আমার কি? আমি কাউকে ভয় করি না।

তুমি ভয় না করলেও আমি করি।

কেন? এতে আপনার ভয় পাওয়ার কি আছে?

তুমি সেসব বুঝবে না।

বুঝব না কেন? বোঝার মতো জ্ঞান আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। আপনি ভয় পান আর যাই পান, যত দিন এখানে থাকবেন ততদিন করবই। ওসব কথা রেখে নাস্তা খেয়ে নিন।

পারভেজ নাস্তা খেয়ে আসরের নামায পড়ে নিত্যকার মতো বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল।

পারভেজ পারাতলী গ্রামে লজিং থাকে। তার নিজবাড়ি শোভারামপুরে। শোভারামপুরের উত্তর দিকে তিতাস নদী পূর্ব পশ্চিমে প্রবাহিত। ছোটবেলা থেকে পারভেজ ঐ নদীর পাড়ে ঘুরে বেড়াত। পারাতলীতে লজিং-এ আসার পরও প্রায় প্রতিদিন আধঘন্টা হেঁটে নদীর পাড়ে এসে বেড়ায়। শোভারামপুর গ্রামের পশ্চিম দিকে তেভাগিয়া গ্রাম। ঐ গ্রামের পথ দিয়ে এলে তিতাস নদী কাছে। সেইজন্য সে ঐ পথে যাতায়াত করে। যেদিন সে মায়ের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা করে, সেদিন ফেরার পথে শোভারামপুর হয়ে ফিরে। কোনো কোনো দিন জসিমও সঙ্গে থাকে। আজ সে নেই। নদীর পাড়ে কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়িয়ে একজায়গায় বসে জরীনার কথা চিন্তা করতে

লাগল, জরীনা যেমন ক্রমশঃ তার দিকে ঝুঁকে পড়ছে তেমনি সেও ক্রমশঃ তার দিকে দুর্বল হতে শুরু করেছে। শাসন করে মনকে বাগে রাখতে পারছে না। জরীনার পরিবর্তনের আগে তার প্রতি দুর্বলতা অনুভব করলেও তত গুরুত্ব দেয় নি। কিন্তু ইদানিং জরীনার চিন্তা তাকে খুব অস্থির করে তোলে। ভাবল, মনকে শক্ত করতেই হবে। নচেৎ আমার স্বপ্ন সফল হবে না। তখন তার মেজভাই সেদিন যে কথা বলেছিল তা মনে পড়ল, "জরীনাকে বেশি প্রশ্রয় দিবি না। বংশের মান সম্মানের দিকে লক্ষ্য রাখবি।" মেজভাই এই কথা বলে যে ইঙ্গিত দিয়েছিল, তা ভেবে জরীনাকে এতটুকু প্রশ্রয় না দেওয়ার সংকল্প করল। এইসব ভাবতে ভাবতে কখন সূর্য পাটে বসেছে পারভেজ জানতে পারল না। হঠাৎ খেয়াল হতে তাড়াতাড়ি করে ফেরার পথে তেভাগিয়া গ্রামের মসজিদে মাগরিবের নামায পড়ে ফিরল।

পড়ার ঘরে এসে দেখল, সবাই পড়তে বসেছে।

স্যারকে দেখে তিন ভাইবোন একসঙ্গে সালাম দিল।

পারভেজ সালামের উত্তর দিয়ে তাদেরকে পড়বে বলল।

জরীনা জিজ্ঞেস করল, কোথায় গিয়েছিলেন স্যার? ফিরতে এত দেরি করলেন।

পারভেজ একটু রেগে গিয়ে বলল, যেখানেই যাই না কেন, সে কথা তোমাকে জানাতে হবে না কি?

জরীনা বুঝতে পারল, স্যার রেগে গেছে। তাই নিচুস্বরে বলল, না জানাতে হবে না। জানার অধিকারও আমার নেই। আমার জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য হল, এভাবে ঘুরে বেড়িয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। এতে আপনার পড়াশোনার অনেক ক্ষতি হতে পারে।

তার কথা শুনে পারভেজের রাগ পড়ে গেল। মৃদু হেসে বলল, তুমি যেভাবে আমাকে গার্ড দিচ্ছ, তাতে করে মনে হচ্ছে, তুমিই আমার মাস্টার আর আমি তোমার ছাত্র।

স্যারের মুখে হাসি দেখে জরীনার মুখেও হাসি ফুঠে উঠল। বলল, মাঝে মাঝে আপনার অনুপস্থিতিতে আনু ও আলিকে পড়াই। প্রয়োজন হলে শাসনও করি। এখনও তাই করছিলাম। সেই খেয়ালে আপনাকে ঐকথা বলে ফেলেছি। সে জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি। তারপর চোখের পানি গোপন করার জন্য মাথা নিচু করে নিল।

জরীনা মাথা নিচু করার আগেই পারভেজ তার চোখে পানি দেখেছে। বলল, এতে ক্ষমা চাওয়ার কি আছে। বলে বরং ভালই করেছ। তোমার কথা শুনে বুঝতে পারলাম, সত্যিই আমি এভাবে অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করছি। সে জন্য তোমকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জরীনা চোখ মুছে পড়তে শুরু করল।

এভাবে দু'তিন মাস পার হয়ে যাওয়ার পর একদিন জরীনা রৌশনারাকে বলল, তোর কথামতো আমি স্যারের সব আদেশ মেনে চলছি; কিন্তু আজও স্যারের মন বুঝতে পারলাম না। তুই তো বলেছিলি, তার সব আদেশ মেনে চললে সে আমাকে ভালবাসবে। কই, এতদিন হয়ে গেল ভালবাসা তো দূরের কথা, আমার সঙ্গে প্রয়োজন ছাড়া কোনো কথাই বলে না।

রৌশনারা বলল, এত তাড়াহুড়া করছিস কেন? প্রেম ভালবাসা কি কারো কাছ থেকে জোর করে আদায় করা যায়? আরও কিছুদিন ধৈর্য ধরে দেখ, কতদূর কি হয়। আচ্ছা, একটা কথা বলতো, স্যার কি আগের মতো তোকে খুব কড়া মেজাজে কথা বলে?

না, তো বলেনি।

তা হলে তো মনে হচ্ছে। তোর পরিবর্তন স্যারের মনে দাগ কেটেছে।

কি জানি, আমি তো কিছু বুঝতে পারিনি, হয়তো তোর কথা ঠিক।

হয়তো নয়, যা বললাম সেটাই ঠিক। তোকে আবার বলছি, তুই ধৈর্য ধর।

ঠিক আছে, তুই যখন বলছিস তখন তাই করব।

সেদিন দু'বান্ধবীর মধ্যে আর কোনো কথা হল না।

পারভেজের টেস্ট পরীক্ষা শুরু হল। শেষ পরীক্ষার আগের দিন ইসলামিয়াত। সকালে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়িয়ে পারভেজ নিজের বইয়ের উপর চোখ বুলাচ্ছিল।

এমন সময় জসিম এসে বলল, কিরে এখও তুই পড়ছিস? ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ ক'টা বেজেছে।

পারভেজ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, ন'টা। বলল, তুই খেয়েছিস?

জসিম বলল, না খাইনি। গোসল করে জামা কাপড় পরে ভাবলাম, তুই রেড়ী হয়েছিস কিনা দেখে আসি। তা তুই তো এখনো গোসলও করিসনি।

আনু আলি চলে গেলেও জরীনা তখনও অংক করছিল। পারভেজ তাড়াতাড়ি বই বন্ধ করে জসিমকে বলল, তুই ভাত খেয়ে নে। আমিও গোসল করে এসে ভাত খেয়ে নিচ্ছি।

জসিম বলল, একটু তাড়াতাড়ি কর, নচেৎ দেরি হয়ে যাবে। তারপর সে চলে গেল।

পারভেজ নিজের রুমে আসার সময় জরীনাকে বলল, আমি গোসল করতে যাচ্ছি, তুমি ভাত বেড়ে রেডী করে রাখ।

জরীনা মেকী রাগ দেখিয়ে বলল, আমি পারব না।

পারভেজ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, কেন? সব সময় তো তুমিই খাওয়াও?

তা খাওয়াই। এবার থেকে আর খাওয়াতে পারব না। আমি কি আপনার গিন্নী নাকি, যে সব সময় খাওয়াতে হবে?

পারভেজ হেসে উঠে বলল, আমার গিন্নী না হলেও তো কারো না কারো হবে। তা ছাড়া মেয়েরা তো গিন্নীরই জাত।

জরীনা বলল, অত কথা বুঝি না, আজ থেকে আপনাকে খাওয়াতে পারব না।

পারভেজ যেতে যেতে বলল, আমিও অতকথা বুঝি না, গোসল করে এসে টেবিলে ভাত রেডী দেখতে চাই। তারপর সে রুমে এসে মাথায় সর্ষের তেল ঘষতে ঘষতে লুঙ্গী গামছা নিয়ে পুকুরের দিকে চলে গেল।

গোসল করে ফিরে এসে জামা কাপড় পরে পারভেজ খাবার ঘরে এসে দেখল,. টেবিলে ভাত নেই। হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, অপেক্ষা করারও সময় নেই। ফিরে এসে জসিমকে দেখে বলল, আজ তুই সাইকেল চালা, আমি কেরিয়ারে বসব।

জসিমের সাইকেল আছে। সে সাইকেলে স্কুলে যাতায়াত করে। পারভেজ লজিং-এ আসার পর থেকে দু'বন্ধুতে এক সাইকেলে যাতায়াত করে। প্রতিদিন পারভেজ

চালায়। আজ তাকে চালাতে বলল। জসিম সাইকেলে উঠল আর পারভেজ পিছনের কেরিয়ারে বসল।

এমন সময় জরীনা ছুটে এসে বলল, স্যার খেয়ে যান। আমি ভাত রেডী করে এনেছি।

পারভেজ গোসল করে এসে টেবিলে ভাত রেড়ী নেই দেখে রেগেছিল। রাগের সঙ্গে বলল, তুমি আমাকে আর কোনো দিন কোনো কিছু খাওয়াবে না। আমি আজ থেকে তোমার দেয়া খাবার খাব না।

জসিম বলল, কিরে তুই ভাত খাসনি? চল তাড়াতাড়ি করে একমুঠো খেয়ে নিবি। এইকথা বলে সাইকেল থেকে নামার উপক্রম করল।

পারভেজ বলল, তুই নামিস না। আমি ভাত খাব না। খেতে গেলে পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে। এসে খাবখন।

জসিম বলল, তা অবশ্য ঠিক কথা। তারপর সে সাইকেল চালাতে লাগল।

আসলে জরীনা ভাত বেড়ে দুষ্টুমি করে টেবিলে না রেখে টেবিলের নিচে বড় ডিস চাপা দিয়ে রেখে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। মনে করেছিল, টেবিলে ভাত না দেখে স্যার তার নাম ধরে ডাকবে। স্যারের মুখে তার নাম শুনতে জরীনার খুব ভালো লাগে। তাই এইরকম করেছিল। কিন্তু স্যার তাকে না ডেকে চলে যেতে দেখে সে ভাত তরকারীর প্লেট নিয়ে পিছনে পিছনে এসে তাকে খেয়ে যেতে বলল। স্যার না খেয়ে চলে যেতে এবং তার কথা শুনে জরীনার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। ভাবল, শুধু শুধু ঐ কথা বলে দুষ্টমী করতে গেলাম কেন? আর স্যার যে এই সামান্য কথায় রাগ করে না খেয়ে পরীক্ষা দিতে চলে যাবে, এটা সে কল্পনাও করে নাই। শেষে ভাত নিয়ে খাবার ঘরে ফিরে এল।

জাহেদা বিবি সেখানে ছিলেন। বললেন, কিরে মাস্টার না খেয়ে চলে গেল বুঝি?

জরীনা বলল, হ্যাঁ আম্মা। খেতে গেলে দেরি হয়ে যেত। তাই না খেয়ে চলে গেলেন।

জাহেদা বিবি বললেন, তোরও তো দেরি হয়ে যাচ্ছে। তুই ভাত খেয়ে স্কুলে যা।

জরীনা কিছু না বলে ভাতের প্লেট টেবিলের উপর রেখে ঘরে গিয়ে স্কুলের জামা কাপড় পরে স্যারের রুমে এসে প্রথমে পরীক্ষার রুটিন দেখল, আগামীকাল বাণিজ্যিক গণিতের পরীক্ষা। তারপর চেয়ারে বসে একটা চিঠি লিখে বানিজ্যিক গণিতের ভিতর সেটা রেখে দিয়ে ভাত না খেয়ে স্কুলে চলে গেল।

পারভেজ পরীক্ষা দিয়ে বেলা দেড়টায় ফিরল।

জাহেদা বিবি মাস্টার ফিরেছে জানতে পেরে তার রুমে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আজ না খেয়ে পরীক্ষা দিতে গেলেন কেন?

পারভেজ কি বলবে প্রথমে ঠিক করতে পারল না। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, সময় ছিল না। তা ছাড়া একটা বিষয়ের পরীক্ষা ছিল, তাড়াতাড়ি ফিরব। তাই পরীক্ষা দিয়ে এসে খাব ভেবেছিলাম। তেমন ক্ষিধেও ছিল না।

জাহেদা বিবি বললেন, আপনারটা না হয় বুঝলাম; কিন্তু জরীনাও আজ না খেয়ে স্কুলে গেল কেন?

পারভেজ বলল, সেটা জরীনা জানে, আমি বলব কেমন করে?

জাহেদা বিবি বললেন, একটা কথা বলব মনে কিছু নেবেন না। জরীনার আজ স্কুল যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। আমি বলার পর গেছে। তার মন খুব খারাপ দেখলাম। সকালে পড়াবার সময় আপনি কি ওকে বকাবকি করেছেন?

পারভেজ বলল, না চাচিআম্মা, আজ তো তাকে তেমন কিছু বলিনি।

জাহেদা বিবি বললেন, যাকগে ওসব কথা থাক। এখন আপনি খাবেন, না আমি গোসল করে আসার পর খাবেন?

পারভেজ বলল, আপনি গোসল করে আসার পর খাব।

জাহেদা বিবি চলে যাওয়ার পর পারভেজ ভাবল, ততক্ষণ আগামীকালের পরীক্ষার পড়াটা একটু দেখি। এই ভেবে বাণিজ্যিক গণিত বইটা টেনে নিয়ে খুলতে একটা ভাঁজ করা কাগজ দেখতে পেল। কাগজটা খুলে জরীনার হাতের লেখা দেখে খুব অবাক হল। তারিখ আজকের। পড়তে শুরু করল।

প্রিয়তম স্যার,

এতদিন পর আজ আপনাকে কিছু লেখার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আপনি আমার উপর রাগ করে না খেয়ে পরীক্ষা দিতে চলে গেলেন বলে দুঃখও পেয়েছি। যাক, আপনাকে প্রিয়তম বলে লেখার অধিকার আপনার তরফ থেকে না পেয়েও লিখলাম। এই অনধিকারের জন্য ক্ষমা চাইছি।

আপনার কাছে তিনটে প্রশ্ন করছি। এগুলোর উত্তর আজকেই জানাবেন।

(১) প্রায় এক বছরের মতো হলে চলল আপনি আমাদের বাড়িতে আছেন। প্রথম দিকে আপনার কথামতো না চললেও বেশ কয়েক মাস আগে থেকে মেনে চলছি এবং আপনার সেবাযত্ন করে চলেছি, কেন করছি তা কি আপনি কিছু বুঝতে পেরেছেন?

(২) কেউ কাউকে এক তরফা ভালবাসলে, অন্য জনে কি তাকে ভালবাসতে পারে না? যদি পারে, তা হলে আমি আপনাকে প্রথম দেখার পর থেকে ভালবেসে আসছি; কিন্তু আপনার ভালবাসা পাচ্ছি না কেন?

(৩) আমাকে জীবনসঙ্গীনি করতে আপনার কোনো বাধা আছে কি না? অথবা আমাকে জীবনসঙ্গীনি হিসাবে আপনার পছন্দ হয় কি না?

আর বেশি কিছু লিখে আপনাকে বিরক্ত করব না, নিজেকেও আর বেশি অপরাধী করতে চাই না।

ইতি–

আপনার ছাত্রী জরীনা।

পারভেজ চিঠিটা পড়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। ভাবল, জরীনা তা হলে এই জন্যে আমার আদেশ অনুসারে চলছে আর সেবাযত্ন করছে? কিন্তু সে যা চায়, তা সম্ভব হওয়া সুদূরপরাহত। লেখাপড়া শেষ করে মানুষ হতে অনেক সময় লাগবে। এক্ষুনি জরীনাকে কথা কি করে দেব? হঠাৎ তার মনে হল, এখন যদি জরীনা স্কুল থেকে এসে আমার হাতে চিঠি দেখে উত্তর জানতে চায়, তা হলে তো কিছু বলতেই হবে। তাই তাড়াতাড়ি চিঠিটা লুকিয়ে ফেলল। তারপর কি করা যায় ভাবতে ভাবতে তার চোখে তন্দ্রা নেমে এল।

একটু পরে জরীনা স্কুল থেকে ফিরে স্যারের রুমের পাশ থেকে যাওয়ার সময় দেখল, সে ঘুমোচ্ছে। কিছু না বলে ঘরে গিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করল, স্যার খেয়েছেন?

জাহেদা বিবি সবে মাত্র গোসল করে কাপড় পরছিলেন। বললেন, না খায়নি। আমি নামায পড়ে নিই, তুই মাস্টারকে খেতে দে।

জরীনা বইখাতা রেখে স্কুলের ড্রেস চেঞ্জ করল। তারপর পারভেজের রুমে এসে স্যার স্যার বলে ডেকে জাগিয়ে বলল, খাবেন চলুন। আম্মা নামায পড়ছে আমাকে খাবার দিতে বলল।

পারভেজ বলল, তুমি কেন আবার খাবার দেবে? তোমার আম্মার নামায পড়া হয়ে গেলে খাব।

আমি খাবার দিলে অসুবিধে কোথায়?

সুবিধে অসুবিধে বুঝি না। স্কুলে যাওয়ার সময় খাবার চাইতে তুমি নিজেই বললে, আমাকে আর খাওয়াতে পারবে না। আর আমিও বলেছি, তোমার হাতে কোনো দিন খাব না। কথা শেষ করে পারভেজ খাবার ঘরে গিয়ে নিজে ভাত বেড়ে খেতে লাগল।

জরীনা তার পিছনে পিছনে এসে তাকে ভাত বেড়ে খেতে দেখে মুখ ভার করে বলল, সকালে ঐ কথা বলেছিলাম সত্য; কিন্তু সেটা আমার মনের কথা ছিল না। এমনি একটু দুষ্টুমি করে বলেছিলাম। তাতে বুঝি আমার অন্যায় হয়েছে?

না তোমার অন্যায় হবে কেন? আমার হয়েছে। তা না হলে ক্ষুধার যন্ত্রণা নিয়ে পরীক্ষা দিতে যেতে হত না।

জরীনা অশ্রুভরা চোখে ভিজে গলায় বলল, আমার অপরাধ গুরুতর। তবুও কি ক্ষমা করে দিতে পারেন না?

ক্ষমা চাওয়ার মতো অন্যায় তুমি করনি। তবে বলে দিচ্ছি, আজ থেকে তুমি আমার কোনো কাজ করবে না এবং আমাকে খাওয়াবেও না। কথা বলতে বলতে তার খাওয়া শেষ হয়েছে। হাতমুখ ধুয়ে নিজের রুমে চলে আসতে উদ্দত হল।

জরীনা পথ আগলে বলল, "ক্ষমাপ্রার্থীকে ক্ষমা করা মহৎ গুণের পরিচয়।"

পারভেজ তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, চোখ থেকে পানি গড়িয়ে গাল বেয়ে পড়ছে। ক্ষণিকের জন্য দুর্বলতা অনুভব করল। পরক্ষণে সামলে নিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, পথ ছাড়।

জরীনা একটু সরে এসে চোখ মুছতে মুছতে বলল, ঠিক আছে, জেনে রাখুন, আজ ক্ষমা না করলেও একদিন না একদিন করতেই হবে।

পারভেজ কিছু না বলে নিজের রুমে চলে এল। তারপর বাণিজ্যিক গণিতটা নিয়ে পড়তে বসল। কিন্তু পড়ায় মন বসাতে পারল না। কেবলই জরীনার চিঠির কথা মনে পড়ছে। চিন্তা করতে লাগল, চিঠির উত্তরে কি জানান যায়? জরীনা পাত্রী হিসাবে সব দিক দিয়ে যোগ্য হলেও সে তো তার অনুপযুক্ত। এখন বিয়ে করার কোনো কথাই উঠে না। তখন তার মেজভাইয়ের কথা মনে পড়ল, "তোকে অন্ততঃ এম.এ. পাস করতে হবে।" ভেবে ঠিক করল, ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত কোনো রকম টালবাহানা করে কাটিয়ে দিতে হবে। তারপর তো মেজভাইয়ের কাছে চট্টগ্রামে চলে যাব। এই কথা ভেবে সে পড়ায় মন নিল।

এদিকে জরীনা ভাত খেয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে লাগল, স্কুল থেকে ফিরে স্যারের সামনে যখন বইটা খোলা দেখলাম তখন নিশ্চয় চিঠিটা পেয়েছেন। চিঠি পড়ে কি আমাকে খারাপ মেয়ে ভেবে খুব রেগে গেছেন? তাই বোধ হয় আমাকে তার সবকিছু করতে নিষেধ করলেন। এই সব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আসরের আযান শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। নামায পড়ে মোনাজাতের সময় আল্লাহকে জানাল, " আল্লাহ গো; তুমি আমার মনের বাসনা পূরণ কর। আমাকে নিরাশ করো না।"

নামাযের পর থাকতে না পেরে পারভেজের রুমে এসে তাকে পড়তে দেখে সালাম দিল।

পারভেজ সালামের উত্তর দিয়ে বিরক্তস্বরে বলল, এখন যাও। দেখছ না পড়ছি?

জরীনা বলল, তা তো দেখতে পাচ্ছি। আর এখানে থাকার জন্যও আসিনি। একটা কথা জানার জন্য এলাম।

বল কি জানতে চাও।

আপনি যে বইটা পড়ছেন, ওটার ভিতর একটা চিঠি ছিল, পেয়েছেন?

পারভেজ একটু রাগের সঙ্গে মিথ্যে করে বলল, কই, না তো? কার চিঠি?

আপনি স্কুল থেকে এসে দরজা বন্ধ দেখেছেন, না খোলা দেখেছেন?

বন্ধ দেখেছি।

এতে বোঝা যাচ্ছে, আপনিই প্রথমে ঘরে ঢুকেছেন, তাই না?

হ্যাঁ, তাই।

তা হলে তো বইয়ের মধ্যে সে চিঠিটা ছিল, সেটা আপনি পেয়েছেন? শুধু শুধু মিথ্যে বললেন কেন? এত জানেন আর এটা জানেন না, মিথ্যা বলা ইসলামে নিষেধ?

পারভেজ জরীনার বুদ্ধি দেখে খুব অবাক হল, সেই সঙ্গে নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জিতও হল। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, চিঠিটা পেয়েছি। আর ইসলামে নিষেধ জেনেও কেন মিথ্যে বললাম, তা এখন তোমাকে বলতে পারব না।

জরীনা মিনতিস্বরে বলল, প্রশ্নগুলোর উত্তর আজ রাতের মধ্যে জানাবেন। নচেৎ সারারাত ঘুমাতে পারব না।

প্রশ্নগুলো সহজ হলেও উত্তরগুলো খুব কঠিন। ভেবে চিন্তে দিতে হবে।

কঠিন না হাতি। উত্তর দেবেন না বললেই তো পারেন?

তুমি এখন যাও, পরীক্ষার পড়া পড়ছি। তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবার বলল, যাও বলছি, নচেৎ চাচিআম্মাকে ডাকতে বাধ্য হব।

জরীনা কটাক্ষ্য হেসে বলল, নিজে একজন শক্তিশালী যুবক হয়ে সামান্য একটা মেয়েকে শাস্তি দিতে পারেন না? কিছু একটা হলেই চাচিআম্মার ভয় দেখান কেন? কথা শেষ করে হন হন করে চলে গেল।

পারভেজ খুব চিন্তায় পড়ে গেল। কি করে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। মেজভাই যদি এসব শুনে, তা হলে আস্ত রাখবে না। তা ছাড়া কথাটা জানাজানি হয়ে গেলে কারো কাছে মুখ দেখাতে পারবে না। পত্র পত্রিকায় প্রায় দেখা যায়, মেয়েদের প্রেমে পড়ে অনেক ভালো ভালো ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে গেছে। মা, বাবা, ভাই, বোন এমন কি সংসার থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কেউ কেউ মজনু হয়ে রাস্তায় রাস্তায়

ঘুরে বেড়ায়। এইসব ভাবতে ভাবতে মাগরিবের আযান শুনে নামায পড়ার জন্য মসজিদে গেল।

পারভেজ নামায পড়ে পড়ার ঘরে এসে দেখল, আলি ও আনু পড়ছে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের আপা কোথায়?

আলি বলল, আপা দু'তিনবার এসে আপনি নেই দেখে চলে গেছে।

পারভেজ তাদের পড়া বুঝিয়ে দিয়ে নিজের পড়ায় মন দিল।

কিছুক্ষণ পর জরীনা এসে সালাম দিয়ে পড়তে বসল।

পারভেজ সালামের উত্তর দিয়ে তার দিকে একবার তাকিয়ে নিজের পড়া পড়তে লাগল। জরীনার পড়ার শব্দ না পেয়ে তার দিকে তাকিয়ে দেখল, সে চুপ করে একটা বই শুধু নাড়াচাড়া করছে। আরো কিছুক্ষণ পর তাকে ঐভাবে বই নাড়াচাড়া করতে দেখে বলল, জরীনা, তুমি পড়তে এসেছ, না পড়ার ছলনা করতে এসেছ?

পড়ায় যে মন বসছে না।

মনে আবার কি হল?

জরীনা জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল।

পারভেজ বলল, দেখ, কাল আমার পরীক্ষা রয়েছে, বেশি গোঁয়ারতমি করলে ভালো হবে না। মন দিয়ে পড়, নচেৎ এখান থেকে চলে যাও।

জরীনা মুখ ভার করে পড়তে শুরু করল।

তাই দেখে পারভেজও পড়তে শুরু করল। কোন ফাঁকে রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে পারভেজ বুঝতে পারেনি। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ছুটি দিয়ে দিল।

আনু ও আলি চলে যাবার পরও জরীনা পড়তে থাকল।

পারভেজ তাকে বলল, তুমি আবার বসে রইলে কেন?

কই আমি বসে রয়েছি নাকি? পড়ছি তো?

আজ আর পড়তে হবে না, সকালে পড়ো।

জরীনা কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবেন না?

তোমাকে তো বলেছি, উত্তর দিতে সময় লাগবে।

আমি আপনাকে পাতালপুরী থেকে মনিমুক্তা এনে দিতে বলিনি, যে সময় লাগবে।

পারভেজ বেশ রাগের সঙ্গে বলল, আমাকে বেশি বিরক্ত করো না, যাও এখান থেকে। আমার মাথায় এখন পরীক্ষার চিন্তা।

জরীনা মুখ গোমড়া করে বসে রইল।

পারভেজ আরো রেগে গিয়ে বলল, আমার কথা কানে যাচ্ছে না?

জরীনা ছলছল নয়নে বলল, যাচ্ছে, তবে উত্তর না শুনে যাব না।

পারভেজ রাগ সামলাতে না পেরে তার একটা হাত ধরে বের করে দিল। ততক্ষণে জরীনার চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। পারভেজ তা দেখেও না দেখার ভান করে নিজের পড়া পড়তে লাগল।

জরীনা দরজার বাইরে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে চোখ মুখ মুছতে মুছতে চলে গেল।

জরীনার চোখে পানি দেখে পারভেজ পড়ায় মন বসাতে পারল না। এশার নামায পড়তে গেল। নামায পড়ে এসে খাবার ঘরে গিয়ে দেখল, জরীনা টেবিলে খাবার সাজিয়ে বসে আছে। কিছু না বলে চুপচাপ খেয়ে ফিরে এল।

এই ঘটনার পর পারভেজ প্রায় দশ বারদিন জরীনার সঙ্গে তেমন কথাবার্তা বলল না। আর জরীনা প্রতিদিন পড়তে এলেও তাকে কোনো পড়া জিজ্ঞেস করল না।

একদিন আনু এক ফাঁকে এসে পারভেজকে বলল, জানেন স্যার, আপা কয়েকদিন থেকে ভালো করে খায় না। আম্মা কতবার জিজ্ঞেস করে, তোর কি হয়েছে বল, কোনো অসুখ বিসুখ হলে ডাক্তার দেখাব। আপা বলে আমার কিছু হয়নি। আমি তো আপার কাছে ঘুমাই। আপা রাতে ঘুমায় না। একরাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে যেতে দেখি, আপা বসে কাঁদছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপা তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কি হয়েছে? আম্মাকে ডাকব? আপা বলল, আমার কিছু হয়নি। আম্মাকে ডাকতে হবে না। এমনি কান্না পাচ্ছে, তাই কাঁদছি। তুই শুয়ে পড়।

পারভেজ বলল, তাই নাকি? ঠিক আছে, তুমি যে আমাকে এইসব কথা বললে, তা আর কারো কাছে বলো না। এখন যাও।

আনু মাথা নেড়ে চলে গেল।

পারভেজ চিন্তা করল, ওর প্রশ্নের উত্তর যদি না দিই এবং এভাবে আরো কিছু দিন চলে, তা হলে যেরকম একগুয়ে মেয়ে, হয়তো আত্মহত্যা করে ফেলতে পারে। কথাটা ভেবে শিউরে উঠল। কিন্তু আমি এখন কি করতে পারি? প্রথম; আমার এখনও বিয়ের বয়স হয়নি। তার উপর ছাত্র এবং সামনে এস.এস.সি-র ফাইন্যাল পরীক্ষা। এ অবস্থায় কি করা যেতে পারে? হঠাৎ তার মন বলে উঠল, 'এখন তোমার উচিত তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করা, অথবা তোমাকে এ লজিং ছেড়ে চলে যাওয়া। তিনচার মাস পরে পরীক্ষা। এ অবস্থায় লজিং ছাড়া ঠিক হবে না। তার চেয়ে ক'টা মাস যতটা সম্ভব সংযত হয়ে প্রেমের অভিনয় করে যাও।'

পরের দিন ছাত্র-ছাত্রীরা পড়তে এলে পারভেজ আনু ও আলির পড়া দেখিয়ে দিয়ে জরীনাকে বলল, আমি বেশ কয়েকদিন থেকে দেখছি, তুমি মোটেই পড়াশোনা করছ না। পরীক্ষায় তো ঘোড়ার ডিম পাবে।

জরীনা মৃদুস্বরে বলল, আমি ঘোড়ার ডিম পাই আর যাই পাই, তাতে আপনার কি যায় আসে? আমাকে নিয়ে আপনার ভাবনার কিছু আছে বলে আমি মনে করি না।

ঠিক আছে, তোমাকে নিয়ে আর ভাবনা। কারণ আমি তো ফাইন্যাল পরীক্ষার পর তোমাদের এখান থেকে চলে যাব। তবে মনে দুঃখ থেকে যাবে, তোমাকে মানুষ করতে পারলাম না। তারপর হাতঘড়ি দেখে বলল, তোমরা পড়, আমি একটু আমাদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।

আলি বলল, স্যার, এতরাতে আবার বাড়ি যাবেন কেন?

পারভেজ বলল, রাত আর কোথায় হল? সবে মাত্র সাড়ে সাতটা। বিকেলে আব্বার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছিল। বললেন, আম্মা আজ আমাকে যেতে বলেছে। তারপর রুম থেকে বেরোবার সময় বলল, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা কেউ যাবে না। ঘন্টা খানেকের মধ্যে ফিরে আসব।

স্যার চলে যাওয়ার পর জরীনা ভেবে ঠিক করল, স্যারের ফেরার পরে প্রশ্নের উত্তরগুলো জেনে নেবে। তারপর ভাইবোনদের পড়তে বলে নিজেও পড়তে লাগল।

পারভেজ বাড়িতে গিয়ে মাকে সালাম দিয়ে কদমবুসি করে বলল, আম্মা তুমি কেমন আছ?

তাসনিমা বিবি সালামের উত্তর দিয়ে ছেলের মাথায় চুমো খেয়ে বললেন, আল্লাহর রহমতে ভালো আছি।

ডেকেছ কেন বল।

দু'তিন দিন আগে তোর উপর একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। সে জন্যে দু'জন মিসকিনও খাইয়েছি। তোকে দেখার জন্য মন অস্থির হয়ে উঠেছিল। তাই ডেকেছি।

এবার তা হলে আমি যাই; ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতে পড়াতে উঠে এসেছি।

ভাত খেয়ে যা।

পারভেজ মাকে খুশি করার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও খেয়ে ফিরতে বেশ দেরি হয়ে গেল।

এদিকে একঘন্টা পার হয়ে যেতে জরীনা ভাইবোনদের ছুটি দিয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে কিভাবে কি করবে ভেবে ঠিক করল। তারপর পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তার ধারে তাদের বাগানে গিয়ে স্যারের ফেরার অপেক্ষা করতে লাগল। জরীনাদের এই বাগানটা সুপারী, নারকেল ও আমগাছ ভরা। সেদিন পঞ্চমীর চাঁদ ছিল। কিছুক্ষণ আগে ডুবে গেছে। সারা আকাশ তারায় ফিন ফুটে রয়েছে। চাঁদ ডুবে গেলেও সবকিছু অস্পস্ট দেখা যাচ্ছে। একসময় আবছা দেখতে পেল কেউ যেন আসছে। সে বাগানের কিনারে এসে রাস্তার পাশের একটা নারকেল গাছের আড়ালে দাঁড়াল। লোকটা যখন একদম কাছে এসে পড়ল তখন পারভেজকে চিনতে পারল। জরীনা আড়াল থেকে বেরিয়ে আচমকা তাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

পারভেজ প্রথমে ভয় পেয়ে চমকে উঠল। তারপর জরীনাকে চিনতে পেরে ভীষণ রেগে গেল। তাকে মুক্ত করে তার পিঠে বেশ জোরে কয়েকটা চড় মেরে বলল, এতবড় সাহস তোমার? তোমার দীলে একটুও আল্লাহর ভয় নেই? বয়সের তুলনায় তুমি অনেক কিছু জেনেছ, আর এটা জান না, স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য যে কোন সম্পর্কের যুবক যুবতী এভাবে আলিঙ্গনবদ্ধ হওয়া কঠিন গোনাহ। কুরআন হাদিসের ভাষায় এটা জঘন্যতর অপরাধ? তা ছাড়া কেউ যদি ঘটনাটা দেখে ফেলতো, তা হলে দু'জনের বদনামের সীমা থাকত না। তারপর ভিজে গলায় বলল, এ রকম তুমি কেন করলে জরীনা?

পারভেজের মার খেয়ে কান্না ভুলে জরীনা কয়েক সেকেণ্ড হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর তার শেষের দিকের কথা শুনে বসে পড়ে দু'পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, সে জন্যে আপনি আমাকে মেরে মেরে, মেরে ফেলুন অথবা অন্য যে কোনো কঠোর শাস্তি দিন; তবু এক্ষুনি আপনার কাছে আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর শুনতে চাই।

পারভেজ বলল, তোমাকে তো আগেও দু'বার বলেছি আবার এখনও বলছি, উত্তর দিতে সময় লাগবে।

জরীনা বলল, আমি সময় টময় বুঝি না। আপনি এই আকাশ, বাতাস, নক্ষত্র ও গাছপালা সাক্ষী রেখে বলুন, আমাকে ভালবাসেন। যদি না বলেন, তা হলে আত্মহত্যা করে আমি আমার মনের জ্বালা মিটিয়ে ফেলব।

পারভেজ আর একবার চমকে উঠে কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে চিন্তা করল, এখন যদি আরো কঠোর হই, তা হলে হয়তো সত্যি সত্যি আজই কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলবে। সামলে নিয়ে তার হাত ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে নরমসুরে বলল, ঠিক আছে এখন ঘরে চল। কারো চোখে পড়লে কেলেংকারী হয়ে যাবে।

জীরনা দৃঢ়স্বরে বলল, তার আগে আপনাকে ঐ কথা বলতে হবে। আপনি এত হৃদয়হীন নিষ্ঠুর কেন? আপনার হৃদয়ে কি এতটুকু দয়া, মায়া, মমতা ও ভালবাসা নেই? আপনি কি চান, আপনার কারণে আমার নিষ্পাপ ফুলের মত জীবনটা নষ্ট হয়ে যাক?

পারভেজ উঠতি বয়সের যুবক। সুন্দরী যুবতী মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। তা ছাড়া সেও মনে মনে জরীনাকে ভালবাসে। কিন্তু পাঁচ ছ'বছরের মধ্যে তাকে পেতে চাইনি। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পর সংসার জীবনে ঢুকতে চায়। তাই জরীনার প্রতি যতই দুর্বলতা অনুভব করুক না কেন, যতই তাকে ভালবাসুক না কেন, সেই কথা মনে করে এবং বংশের ইজ্জতের কথা চিন্তা করে নিজেকে এতদিন কঠোরভাবে সংযত করে রেখেছিল; কিন্তু এখন জরীনার কথা শুনে সে আর সংযত থাকতে পারল না। বারবার তার আত্মহত্যার কথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। তাই সবকিছু ভুলে গিয়ে জরীনাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ভিজে গলায় বলল, তুমি জান না জরীনা, আমি তোমাকে কত ভালবাসি। তোমার ফুলের মতো জীবন নষ্ট হতে দেব না। আমিও যে তোমাকে নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসি। তাই তো নিজের মনের মতো করে গড়ার জন্য তোমাকে এত শাসনের মধ্যে রেখেছি। আর কোনো দিন আত্মহত্যার কথা বলবে না। তোমার কিছু হলে আমি পাগল হয়ে যাব। বল জরীনা বল, আর কখনও ঐ কথা মুখে আনবে না?

পারভেজের কার্যকলাপ ও তার কথা শুনে জরীনার মনে হল, সে স্বপ্ন দেখছে না তো? কয়েক সেকেণ্ড নিথর হয়ে থেকে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, না, আমি আর কখনও ঐ কথা বলব না। আল্লাহ পাক আজ আমার জীবন ধন্য করলেন। আমি যে ভাবতেই পারছি না, আপনি আমাকে এত ভালবাসেন?

পারভেজ এতক্ষণ বাস্তবে ছিল না। জরীনার মুখে আল্লাহ পাকের কথা শুনে বাস্তবে ফিরে এল। তাড়াতাড়ি তাকে ছেড়ে দিয়ে তওবা আস্তাগফের পড়ে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, "আল্লাহ পাক, তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও। আমরা এক্ষুনি যে অন্যায় করলাম, তা সজ্ঞানে করেছি কিনা তা তুমি জান। তুমি সমস্ত জীবের মনের খবরও জান। আমরা তোমার কাছে ওয়াদা করছি, জীবনে আর কোনোদিন এরকম অন্যায় কাজ করব না। তুমি অসীম দয়াশীল। সেই দয়ারগুণে আমাদেরকে মাফ করে দাও। ভবিষ্যতে যেন আমরা আমাদের ওয়াদা রক্ষা করতে পারি, সেই তওফিক আমাদেরকে দিও। তারপর চোখ মুখ মুছে জরীনাকে বলল, এবার তুমি ঘরে যাও। আরো দেরি করলে চাচিআম্মা খোঁজাখুঁজি করবেন। আমি একটু পরে আসছি।

জরীনার চোখ দিয়েও পানি পড়ছিল। সে বসে পড়ে পারভেজের পায়ের কাছে মাটিতে হাত ছুঁয়ে চুমো খেয়ে উঠে চোখ মুখ মুছতে মুছতে চলে গেল।

পারভেজ কয়েক মিনিট সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে চিন্তিত মনে নিজের রুমে এসে জরীনার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

এরপর থেকে তাদের প্রেম এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে, কেউ কাউকে বেশিক্ষণ না দেখলে থাকতে পারে না। পারভেজের যদি স্কুল থেকে ফিরতে অথবা বাইরে থেকে আসতে দেরি হয়, তা হলে জরীনা কাটা মুরগীর মতো ছটফট করতে থাকে। একবার স্যারের রুমে আসে আর একবার বাগানে এসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

পারভেজের অবস্থাও তদ্রুপ। সে কোচিং ক্লাস করে। যে দিন ক্লাস শেষ হতে দেরি হয়, সেদিন পড়ার দিকে খেয়াল থাকে বলে জরীনার কথা মনে পড়লেও ভুলে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু ফেরার পথে জরীনাকে দেখার জন্য উন্মাদেরমতো হয়ে যায়। তার রূপ ও মায়াভরা চোখের দৃষ্টি এবং কণ্ঠের মধুরসুর যতক্ষণ না দেখতে ও শুনতে পাচ্ছে ততক্ষণ সে প্রকৃতিস্থ হতে পারে না। সে জন্যে দু'জনেই স্কুলে যাওয়া ছাড়া সব সময় পড়ার ঘরে একসঙ্গে পড়াশোনা করে। একসঙ্গে থাকলেও একে অপরকে তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কোনো দিন কেউ কাউকে স্পর্শ করে নি। কিন্তু তরা দু'জনেই এখন মনের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ সুখী।

জাহেদা বিবি মেয়ের সবকিছুর পরিবর্তন দেখে কিছু যেন অনুমান করতে পারলেন। যে মেয়ে সদাই চঞ্চল, যে নাকি ভাইবোনদেরকে এটা সেটা নিয়ে যখন তখন বকাঝকা করে, মারধর করে, ভালোভাবে পড়াশোনা করত না, পাড়ার সমবয়সি মেয়েদের সাথে ঘুরে বেড়াত, সেই মেয়ে এমন ধীর নম্র হয়ে সব সময় পড়ার ঘরে মাস্টারের সঙ্গে লেখাপড়া করে, এটা ওনার কাছে কেমন যেন মনে হল। ভাবলেন, মেয়ে কি মাস্টারকে ভালবেসে ফেলল? এইসব চিন্তা করে মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে পড়ার ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেন। কিন্তু যখনই দেখেন তখনই তাদেরকে নিজের নিজের বই পড়তে দেখেন। এরমেধ্য একদিন শুধু দেখলেন, জরীনা পড়ছে, আর মাস্টার তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণ পর জরীনা মাস্টারের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, আমার মুখের দিকে তো পড়বার মতো কিছু লেখা নেই, বইয়ের দিকে তাকিয়ে পড়ুন। মাস্টার কিছু না বলে বইয়ের দিকে তাকিয়ে পড়তে লাগল।

জাহেদা বিবি তাদেরকে পড়তে দেখে ফিরে আসবেন ভাবছেন এমন সময় দেখলেন, এবার জরীনা পড়া বন্ধ করে মাস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে মাস্টারও জরীনার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে জরীনার কথার পুণরাবৃত্তি করল। তারপর দু'জনেই হেসে উঠল।

হাসি থামিয়ে জরীনা বলল, আপনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে আমার পড়ার ক্ষতি হয়।

মাস্টার বলল, আর তুমি যে আমার মুখের দিকে তাকিয় থাক, তাতে বুঝি আমার ক্ষতি হয় না?

জরীনা বলল, ঠিক আছে বাবা, এবার থেকে আর কেউ কারো মুখের দিকে তাকাব না, প্রমিস? এই কথা বলে হাতে হাত রেখে প্রমিস করার জন্য হাত বাড়াল।

মাস্টার একটা বই দিয়ে তার হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল। তারপর বলল, আমরা আল্লাহ পাকের কাছে ওয়াদা করেছি না, কেউ কাউকে স্পর্শ করব না?

জরীনা বলল, আল্লাহ মাফ করুন, আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

মাস্টার বলল, মুসলমানদের মুখের কথাই যথেষ্ট। তুমি যে প্রমিসের কথা বললে, তা তুমিও যেমন রাখতে পারবে না, তেমনি আমিও রাখতে পারব না। কারণ আমরা একে অপরকে না দেখে কি থাকতে পারব? না প্রমিস মেনে চলতে পারব?

জরীনা বলল, আমি কিন্তু ইয়ার্কি করে শুধু পড়ার সময় কেউ কারো দিকে তাকাব না বলে প্রমিস করার কথা বলেছি।

মাস্টার বলল, তা আমি বুঝতে পেরেছি, তবু ঐ প্রমিস করা উচিত না। কারণ তা তোমাকে পড়া বুঝিয়ে দেবার সময় আমাকে তোমার মুখের দিকে তাকাতে হবে। সে সময় তুমিও আমার মুখের দিকে তাকাবে। আবার তুমি যখন আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে তখনও তুমি আমার দিকে তাকাবে। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছ, এই প্রমিস করা আমাদের উচিত হবে না?

জরীনা বলল, হ্যাঁ পেরেছি।

তারপর তাদেরকে পড়তে দেখে জাহেদা বিবি আসার সময় চিন্তা করলেন, ওরা তো সত্যিই তা হলে দু'জন দু'জনকে ভালবেসে ফেলেছে। কথাটা চিন্তা করে বেশ শংকিত হলেন। ভেবে ঠিক করলেন, মাস্টার এখন ছেলেমানুষ, কি করতে কি করে বসে? জরীনাকে সাবধান করে দিয়ে চোখে চোখে রাখতে হবে।

পারভেজ জরীনার সঙ্গে মন দেয়া নেয়ার পর থেকে বাড়িতে যায় নি। এখন সব সময় তার মনে জরীনার ছবি ভেসে বেড়ায়। মাকে দেখতে যাওয়ার কথা মনেই পড়ে না।

পারভেজের মা তাসনিমা বিবি ছেলে এতদিন আসেনি দেখে ভাবলেন, তার অসুখ বিসুখ করেনি তো? একদিন বড় ছেলের ঘরের নাতি জায়েদকে বললেন, তুই একবার পারাতলী গিয়ে তোর ছোট চাচার সঙ্গে দেখা করে আয়। সে আজ আট দশ দিন হল বাড়ি আসেনি।

জায়েদও রামকৃষ্ণপুর হাই স্কুলে সেভেনে পড়ে, বলল, ছোট চাচার সাথে তো স্কুলে প্রায় রোজ দেখা হয়। পড়াশোনা নিয়ে হয়তো ব্যস্ত আছে, তাই আসেনি।

তাসনিমা বিবি বললেন, তুই বড় বেয়াদব হয়ে গেছিস। আমার কথার কাটান দিচ্ছিস। তোর আব্বা ঘরে এলে শাসন করতে বলব।

দাদির কথা শুনে জায়েদ ভয় পেয়ে গেল। সত্যি সত্যি দাদি যদি আব্বাকে বলে দেয়, তা হলে আব্বা ভীষণ মারবে। রসিদ ছেলেমেয়ে একটু কিছু অন্যায় করলে মারধর করে। তাই বলল, দাদি তুমি আব্বাকে কিছু বলো না। আমি এক্ষুনি ছোট চাচার কাছে যাচ্ছি। তারপর সে জামা গায়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

জায়েদ যখন পারাতলীতে চাচার কাছে পৌঁছাল তখন পারভেজ দেখেনি। ছেলেমী কণ্ঠের সালাম শুনে উত্তর দেওয়ার সময় ঘাড় ঘুরিয়ে জায়েদাকে দেখতে পেল। সালামের উত্তর দিয়ে বলল, আরে জায়েদ তুই? কি খবর বল?

জায়েদ বলল, তুমি কয়েকদিন বাড়ি যাওনি বলে দাদি তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠাল।

তার কথা শুনে পারভেজের হুঁশ হল। ভাবল, সত্যিই তো, বেশ কয়েকদিন আম্মাকে দেখতে যাইনি। বলল, ঠিক আছে তুই যা, আমি একটু পরে আসছি।

জায়েদ চলে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলে জরীনা তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, তুমি একটু বস।

জায়েদ একবার তাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে একটা চেয়ারে বসল।

জরীনা এবার পারভেজকে বলল, আপনার কি বুদ্ধিশুদ্ধি বলতে কিছুই নেই? কি করে যে ক্লাসে ফার্ষ্ট হন ভেবে পাই না।

এখন আবার অবুদ্ধির কি করলাম?

ছোট ছেলে, এতটা পথ হেঁটে এসেছে। সামান্য কিছু হলেও আপ্যায়ন করান উচিত নয় কি?

সরি। তুমি ঠিক কথা বলেছ। আমার সেকথা খেয়াল হয়নি। বুঝতে পারলাম তুমি খুব বুদ্ধিমতী।

বুদ্ধিমতী কিনা জানি না। তবে কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয় জানি। তারপর ভিতরে গিয়ে একবাটি মুড়ি ও দু'টো নারকেলের নাড়ু ও এক গ্লাস পানি এনে জায়েদের কাছে রেখে বলল, এগুলো খেয়ে তারপর যাও।

জায়েদ চলে যাওয়ার পর পারভেজ জরীনাকে বলল, আজ বাড়িতে গিয়ে এতদিন না যাবার কি কৈফিয়ৎ আম্মাকে দেব বলতো?

এতদিন না গিয়ে অন্যায় করেছেন। আপনার শাস্তি হওয়া উচিত।

তা না হয় শাস্তি পেলাম; কিন্তু আম্মা জিজ্ঞেস করলে কি বলব?

সে কথা আমি কি বলব? আমাকেই বা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

কারণ যে রাতে তুমি আমাকে প্রেমের বানে ঘায়েল করলে, সেই রাত থেকে বাড়ি যাওয়ার কথা ভুলে গেছি।

জরীনা হেসে ফেলে বলল, সত্য কথা বলতে না পারলে বলবেন, পরীক্ষার পড়া নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন। কথাটাও তো আর মিথ্যে নয়?

পারভেজ বলল, তোমার কথাই ঠিক। আসল কথা বললে তোমাদের ও আমাদের বাড়িতে তুফান বইতে শুরু হবে। ফলে আমার পরীক্ষার বারটা বেজে যাবে। তারপর সে বাড়ির পথে রওয়ানা দিল।

বাড়িতে এসে পারভেজ আম্মাকে সালাম দিয়ে কদমবুসি করে বলল, পরীক্ষার পড়ার চাপে ক'দিন আসতে পারিনি। সামনের দিকে হয়তো আরও আসতে পারব না।

তাসনিমা বিবি বললেন, পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা করছিস ভালো কথা; তাই বলে মাকে দেখতে আসতে সময় পাবি না, এ কেমন কথা। দু'তিন দিন পরপর বিকেলের দিকে আমাকে দেখা দিয়ে যাবি।

পারভেজ বলল, মেজভাই টাকা পাঠায়নি? এক সপ্তাহের মধ্যে তিনমাসের বেতন, পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন ফি ও কোচিং চার্জ মিলিয়ে প্রায় চৌদ্দশ টাকা লাগবে। সেবারে মেজভাই যখন এসেছিল তখন তাকে আমি তার কাছে যাব বলেছিলাম। কিন্তু পড়ার ক্ষতি হবে ভেবে চিঠি দিয়ে টাকা পাঠাতে বলেছিল।

তাসনিমা বিবি বললেন, হ্যাঁ পাঠিয়েছে। তারপর তিনি বাক্স খুলে টাকা এনে তার হাতে দিয়ে গুনে নিতে বললেন।

পারভেজ চৌদ্দশ টাকা নিয়ে বাকি টাকা মায়ের হাতে ফেরৎ দিয়ে বলল, আমি এখন যাই।

তাসনিমা বিবি বললেন, আর একটু বস। তোকে ডাকতে জায়েদকে পাঠাবার পর তোর জন্য নাস্তা করে রেখেছি; খেয়ে তারপর যাবি।

পারভেজ নাস্তা খেয়ে মায়ের কাছে থেকে বিদায় নিয়ে পারাতলী ফিরে এল।

জরীনা তার ফেরার অপেক্ষায় ছিল। বাড়ির খবর জিজ্ঞেস করার পর বলল, আম্মাকে কি বলে সান্তনা দিলেন?

তোমার শেখান কথাটাই বলেছি। তারপর জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা জরীনা, তুমি আমাকে কতদিন থেকে ভালবাস?

তা এখন বলা যাবে না।

কখন বলা যাবে?

রাত দশটার পর আমাদের বাগানে।

পারভেজ গম্ভীরস্বরে বলল, না।

কেন?

নির্জন জায়গায় স্বামী ছাড়া অন্য নারী-পুরুষের যাওয়া ইসলামে নিষেধ।

এমনি এইরুমে কথা বলে কত গোনাহ করে ফেলছি। হাদিসে আছে, "যদি কোনো লোক কোনো স্ত্রীলোকের সহিত নির্জনে থাকে, তাদের মধ্যে তৃতীয়জন থাকে শয়তান।"[১]

তা হলে খাওয়া দাওয়ার পর আপনার রুমে এসে বলব।

বেশ তাই বলো।

সেদিন রাত প্রায় সাড়ে দশটার সময় যখন জরীনা পারভেজের রুমে এল তখন সে পড়ছিল। জরীনা এসেই পারভেজের পায়ের কাছে বসে মাটিতে হাত ঠেকিয়ে চুমো খেয়ে উঠে দাঁড়াল।

পারভেজ বই বন্ধ করে বলল, তুমি সালাম করলে কেন?

আপনার কাছে এলেই সালাম করতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু আমার কাছে তো এখন কোনো টাকা পয়সা নেই, সালামী দিতে পারছিনা। সেদিন বাগানেও করেছিলে; কিছু দিতে পারি নি।

---

(১) বর্ণনায় হযরত ওমর (রা.) তিরমিযী

আমি সালামী পাওয়ার আশায় সালাম করিনি। নিজেকে আপনার পায়ে উৎসর্গ করার জন্য করেছি। আর সালামী যদি দিতে চান, তা হলে আপনার ভালবাসা ছাড়া অন্য কোনো কিছু চাই না।

ইনশাল্লাহ তা দেওয়ার সময় হলে নিশ্চয় দেব। এখন বল, তুমি আমাকে কবে থেকে ভালবেসেছ?

আমাদের এখানে লজিং থাকার বেশ কিছুদিন আগে আপনি যখন জসিম ভাইয়ের সঙ্গে আসেন তখন আমি পুকুরে বঁড়শী ফেলছিলাম। সেদিন একসময় আপনি আমার পাশে বসে বঁড়শীতে মাছ ধরে আমাকে দিয়েছিলেন। তখন আপনাকে আমার খুব ভালো লেগেছিল। তারপর জসিম ভাইয়ের কাছে যখন শুনলাম আপনি আমাদরে বাড়িতে লজিং থাকবেন তখন আনন্দিত হয়ে আপনাকে লজিং রাখার জন্য আম্মাকে বললাম। এরপর প্রথম যেদিন আপনি এলেন, সেদিন থেকে আপনার পিছনে লেগে গেলাম। তাইতো আপনার মন বোঝার জন্য প্রথমদিকে আপনার সঙ্গে ঐ রকম ব্যবহার করতাম। তাতে সুবিধে করতে না পেরে আমার বান্ধবী রৌশনারাকে মনের কথা জানালাম, সে বলল, "আপনি ধার্মিক। তুই তার কথামত চল। দেখবি সেও তোকে ভালবাসবে।" তারপর থেকে আপনার কথামতো চলার সাথে সাথে নামায ধরলাম, কুরআন পড়তে লাগলাম। কিন্তু তাতেও যখন আপনার মন বুঝতে পারলাম না তখন সহ্য করতে না পেরে প্রথমে চিঠি দিই, তারপর বাগানে আপনার কাছে সম্পূর্ণরূপে ধরা দিয়ে আপনাকে জয় করলাম। আমার নারী জন্ম স্বার্থক হল। সেদিন যদি আপনি ধরা না দিতেন, তা হলে হয়তো পাগল হয়ে যেতাম অথবা খাওয়া-দাওয়া ও ঘুম, আমার জন্য হারাম হয়ে যেত। এতদিন হয়তো মাটির নিচে চলে যেতাম

তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু সেদিন বাগানে আমাকে কি বুঝেছিলে?

বুঝেছিলাম, আপনিও আমাকে আগে থেকে ভালবাসে; কিন্তু আপনি খুব ধর্মভীরু ও সংযমী। তাই আমার কাছে কোনো কিছু প্রকাশ করেন নি। তবে একটা কথা জেনে রাখুন, আপনি আমার জীবন ও মরণ।

একটু আগে যে বললে, আমি ধরা না দিলে মাটির নিচে চলে যেতে। এখন আর কখনও বুঝি মাটির নিচে যেতে হবে না?

প্রত্যেক প্রাণী যখন মরণশীল তখন একদিন না একদিন মাটির নিচে যেতেই হবে। তবে এখন মরে গেলেও শান্তির সঙ্গে মরব এবং হাসতে হাসতে মৃত্যুকে বরণ করব।

খুব খাঁটি কথা বলেছ। দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন বস। এবার আমিও তোমাকে দু'একটা কথা বলব। জরীনা বসার পর বলল, তোমার মতো আমিও প্রথম দিন এখানে এসে তোমাকে দেখে মুগ্ধ হই। কিন্তু তোমার পোষাক ও চাল-চলন দেখে মনে খুব ব্যাথা পাই। তাই কুরআন হাদিসের কথা আলোচনা করে সবকিছু পরিবর্তন করার চেষ্টা করি। আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আমি তাতে কৃতকার্য হয়েছি। সে জন্যে আনন্দিত হয়ে তার পাক দরবারে শুকরিয়া জানিয়েছি।

আমার পরিবর্তনে শুধু আনন্দিত হলেন, ভালবাসে নি তা হলে?

ভালবেসেছি বলেই তো আনন্দিত হয়েছি। আর সেইজন্যেই অত কিছু করেছি। তুমি যেমন আমাকে ভালবেসে ধন্য হয়েছ তেমনি তোমাকে ভালবেসে আমিও ধন্য হয়েছি। কিন্তু এর মধ্যে বেশ কিছু কথা চিন্তা ভাবনা করার আছে। যেমন আমি সবে মাত্র এ বছর এস.এস.সি. পরীক্ষা দেব। বিয়ের বয়সও হয়নি। আমার ও আমার মেজভাইয়ের খুব ইচ্ছা, আমি অন্ততঃ এম.এ. পর্যন্ত পড়ব। তুমি কি আমার জন্য অতদিন অপেক্ষা করতে পারবে? না তোমার মা বাবা অতদিন তোমাকে বিয়ে না দিয়ে আইবুড়ো করে রাখবেন? অপেক্ষায় থাকতে থাকতে তোমার মনও আমার উপর থেকে উঠে যেতে পারে। তখন হয়তো অন্য কাউকে বিয়ে করে আমাকে ফাঁকি দেবে।

জরীনা চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, আপনার কথাগুলো খুব যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু জেনে রাখুন, আপনাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। তারপর বসে পড়ে মাটিতে হাত রেখে বলল, এই মাটি ছুঁয়ে কসম খেয়ে বলছি, আপনাকে আমি ফাঁকি দেব না। সে জন্য যত বছর অপেক্ষা করতে হয় করব। আর যত বাধা বিপত্তি আসুক না কেন, সব কিছু সহ্য করব। আপনার ও আমার প্রেম যদি খাঁটি ও নিষ্পাপ হয় , তা হলে এ দুনিয়াতে এমন কারো শক্তি নেই, আপনার কাছ থেকে আমাকে কেড়ে নেবে। এবার আপনিও মাটি ছুঁয়ে কসম খেয়ে বলুন, আমাকে ফাঁকি দেবেন না।

পারভেজ বলল, তুমি মাটি ছুঁয়ে কসম খেলে কেন? কসম শুধু আল্লাহর নামে খেতে হয়। হাদিসে আছে, "আল্লাহ পাকের নাম ছাড়া অন্য কোনা কিছুর কসম খেতে নেই।"

জরীনা বলল, আমি জানতাম না। তওবা করছি, আর কখনও অন্য কিছুর কসম করব না।

পারভেজ বলল, আমি আল্লাহর পাকের কসম করে বলছি, আমিও তোমাকে ফাঁকি দেব না। তুমি যদি তোমার ওয়াদা ঠিক রাখতে পার, তা হলে আমার শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতে আল্লাহ পাকের হুকুম ছাড়া কেউ তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। তারপর বলল, আজ এই পর্যন্ত থাক। যদিও আমার আরো কিছু কথা তোমাকে বলার ছিল, তবু বললাম না। কারণ রাত অনেক হয়েছে। চাচিআম্মার ঘুম ভেঙ্গে গেলে এবং তোমাকে দেখতে না পেলে, এখানে চলে আসতে পারেন। তা ছাড়া বেশি রাত পর্যন্ত আমার রুমে থাকা তোমার উচিতও নয়। যা বলার কাল আবার বলব।

বেশ তাই বল বলে জরীনা সালাম বিনিময় করে চলে গেল।

পরের দিন রাতে খাওয়ার পর জরীনা পারভেজের রুমে এসে বলল, আরও কি বলবেন বলেছিলেন বলুন।

পারভেজ বলল, বস বলছি। জরীনা বসার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কাল তোমাকে বলেছিলাম এম.এ. পাস করা পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। ভেবে দেখলাম, অতদিন তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। তাই ঠিক করেছি। বি.এ. পাস করার পর তোমাকে বিয়ে করে ফেলব। তারপর তক্বদীরে থাকলে এম.এ. পড়ব। ততদিন তুমি এস.এস.সি. পাস করে এইচ.এস.সি. পাস করবে।

জরীনা মৃদু হেসে বলল, আর আমি যদি এস.এস.সি. পাস করতে না পারি, তা হলে এইচ.এস.সি. পড়ব কেমন করে?

সেটা ভাগ্যের কথা। তবে তোমাকে পাস করার মন নিয়ে লেখাপড়া করতে হবে।

আমি তোমার কথা রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করব। তবে আমার শর্ত আছে । সেই শর্ত যদি মেনে নেন, তা হলে ইনশা আল্লাহ শুধু এস.এস.সি. নয়, এইচ.এস.সি. তোও ভালভাবে পাস করব।

বেশ বল তোমার কি শর্ত? সম্ভব হলে নিশ্চয় মেনে নেব।

আপনি আমাদের এখানে থেকেই বি.এ. পাস করবেন। তার আগে এখান থেকে যেতে পারবেন না।

আমি তোমার শর্ত মেনে নিলাম। কিন্তু তোমাদের এখানে অতদিন লজিং থাকাটা নির্ভর করছে তোমার আম্মার উপর। তিনি যদি না রাখেন তখন কি হবে? তা ছাড়া অতদিন থাকলে তোমাকে আমাকে নিয়ে নানারকম কথা রটতে পারে। তাই আমি ভেবেছিলাম, এস.এস.সি. পাস করার পর চট্রগ্রামে মেজভাইয়ের কাছে থেকে পড়াশোনা করব। তাতে তোমার ও আমার জন্য ভালো হবে।

আপনার জন্য ভালো হলেও আমার জন্য মন্দ হবে। কারণ আপনাকে না দেখে আমি একমুহুর্ত থাকতে পারব না।

তা হলে তুমি বলতে চাচ্ছ, জীবিকা অর্জনের জন্যও তোমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না?

আমি বিয়ের আগের কথা বলছি। বিয়ের পর তখন দেখা যাবে। আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, বিয়ের আগে আমাকে একা রেখে দূরে কোথাও যাবেন না। গেলে আমি পাগল হয়ে যাব। আর আমার মা বাবা জোর করে অন্যত্র আমার বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে।

জরীনার প্রেমের গভীরতা দেখে এবং তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে পারভেজের অন্তর জুড়িয়ে গেল। বলল, আমি তো একটু আগে বললাম, তোমার মা তাড়িয়ে না দিলে এখানে থেকেই পড়াশোনা করব। এবার যাও ঘুমিয়ে পড় আমি কিছুক্ষণ পড়ব।

জরীনা চলে যাওয়ার পর পারভেজ বই খুলে পড়তে লাগল।

এভাবে প্রায় প্রতি রাতে সকলে ঘুমিয়ে যাওয়ার পর জরীনা পারভেজের রুমে এসে কিছুক্ষণ নানা রকম আলাপ করে আর পড়ার সময় দু'জনে মন দিয়ে পড়াশোনা করে।

তেভাগিয়া গ্রামের আব্দুর রব নামে একটা ছেলে পারাতলী মাদ্রাসায় পড়ত। সেই সময় সে জরীনাদের বাড়িতে প্রায় ছয় সাত বছর লজিং থেকে টাইটেল পাস করে। এখন পারাতলী মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করে। পারভেজ লজিং-এ আসার পাঁচ ছয় মাস পর কোনো এক কারণে আব্দুর রবের সঙ্গে তার মনোমালিন্য হয়। বিচারে আব্দুর রব দোষী সাব্যস্ত হয়ে বেশ অপমানিত হয়। সেই থেকে আব্দুর রব পারভেজের পিছনে লেগেছিল। জরীনাদের বাড়িতে লজিং থাকার সময় সে অনেকদিন জরীনাকে পড়িয়েছে। তার চাল-চলন সে ভালভাবে জানে। এই কয়েক মাসে পারভেজের আচার ব্যবহারও লক্ষ্য করেছে। এখন জরীনার আমূল পরিবর্তন দেখে আব্দুর রবের ধারণা হল, এর পিছনে পারভেজের হাত নিশ্চয় রয়েছে। আরও ধারণা হল, নিশ্চয় ওদের দু'জনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এইসব চিন্তা করে সে তাদের দু'জনের উপর খুব লক্ষ্য রাখল। কিন্তু কোনো রকম খারাপ কিছু দেখতে পেল না। শেষে মাঝে মাঝে রাত দশটা এগারটার পর সে জরীনাদের বাড়ির আশে পাশে ঘোরাঘুরি করত। কোনো কোনো দিন পারভেজের রুমের কাছে এসে কান খাড়া করে কিছু শোনার চেষ্টা করত।

একরাতে পড়ান হয়ে যাওয়ার পর পারভেজ জরীনাকে বলল, তুমি গভীর রাতে আমার রুমে আর এস না।

জরীনা আহতস্বরে বলল, কেন?

পারভেজ বলল, তুমি মনে কিছু করো না। দু'টো কারণে নিষেধ করছি। প্রথম কারণ, হল ব্যাপারটা একদিন না একদিন কেউ দেখে ফেলবে। তখন ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে তা নিশ্চয় জান। আর দ্বিতীয় কারণটা হল, আমার ফাইন্যাল পরীক্ষা ঘনিয়ে আসছে। তুমি এলে অনেক সময় নষ্ট হয়। এ সময় তা করা কি উচিত?

জরীনা কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, বেশ তাই হবে। এখন চলুন খেয়ে নেবেন।

পারভেজ খেয়ে এসে নামায পড়ল। তারপর পড়তে বসল।

জরীনা প্রথমে নামায পড়ল। তারপর খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমাতে গেল। কিন্তু কিছুতেই তার চোখে ঘুম এল না। চোখ বন্ধ করলেই স্যারের কথা মনে পড়তে লাগল। বেশ কিছুদিন থেকে স্যারের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে এসে ঘুমানো অভ্যাস হয়ে গেছে। তাই আজও যাওয়ার জন্য ছটফট করতে লাগল। এপাশ ওপাশ করতে করতে যখন রাত এগারটা বেজে গেল তখন তার মনে হল স্যারের সঙ্গে দেখা না করে এলে সারারাত চোখে ঘুম আসবে না। চিন্তা করল, স্যার তো এখনও পড়ছে; গিয়ে দু'চার মিনিট কথা বলে চলে আসবে। স্যার রেগে গেলে ক্ষমা চেয়ে নেবে এই কথা ভেবে সে যখন পারভেজের রুমে এল তখন সাড়ে এগারটা।

তাকে দেখে পারভেজ রেগে গেলেও তা প্রকাশ না করে বলল, তোমাকে আসতে নিষেধ করেছি না?

জরীনা বলল, সেই জন্যেই তো এতক্ষণ আসিনি। কিন্তু মন যে মানে না। কিছুতেই ঘুম আসছিল না। সারারাত জেগে থাকব নাকি?

পারভেজ হেসে উঠে বলল, তাই নাকি? তা হলে তো তোমার কঠিন রোগ হয়েছে? ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া উচিত।

তাই তো ডাক্তারের কাছে এলাম।

আমি তো ডাক্তার নই, ছাত্র।

ছাত্র হলেও প্রেম রোগের ডাক্তার।

সেই রোগ তো আমারও হয়েছে।

তা হলে আসুন দু'জনে মিলে রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে পরামর্শ করি।

বেশ, প্রথমে তুমি তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

বললে রাগ করবেন না তো?

না করব না।

আমার মনে হয় বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এ রোগ সারবে না। তাই বলছি, আমরা গোপনে কাজী অফিসে গিয়ে বিয়ে করে ফেলি। ব্যাপারটা আপনি বি.এ. পাস না করা পর্যন্ত আমরা গোপন রাখব। এবার আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

পারভেজ মৃদু হেসে বলল, তোমার যুক্তিটা মন্দ নয়। কিন্তু কাজী অফিসে বিয়ে করতে গেলে যে বয়সের দরকার। তা আমাদের এখনও হয়নি। সেটা আমাদেরকে দেখেই কাজী সাহেব বুঝতে পারবেন। আর...।

তাকে থামিয়ে দিয়ে জরীনা বলল, কাজী সাহেবকে টাকা খাইয়ে কাগজ কলমে বয়স বেশি দেখাবে।

পারভেজ বলল, তা হয়তো পারব। কিন্তু তোমার আমার গার্জেনরা যদি কেস করে স্কুল থেকে বয়সের সার্টিফিকেট দেখায়, তা হলে কোর্টে আমাদের দেখান বয়স টিকবে না। কারণ স্কুলে সব ছাত্র-ছাত্রীর জন্ম তারিখ লেখা আছে। তখন আমাদের দু'জনের খুব বিপদ হবে। তোমার উপর নেমে আসবে অত্যাচার। আর আমার উপর অত্যাচার তো হবেই; তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হবে, জীবনে আমার আর লেখাপড়া হবে না। এইসব কারণে তোমার পরামর্শ বাতিল। এখন আমার পরামর্শ শোন, যেভাবে তোমাকে যা কিছু করতে বলেছি, করে যাও। আল্লাহ পাকের কাছে ধৈর্য ধরার ক্ষমতা চাও। আমি তো তোমাকে শুধু রাতে আসতে নিষেধ করেছি। সারাদিন ও রাতের এক অংশে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছেই। এবার যাও ঘুমিয়ে পড়।

জরীনার খুব ইচ্ছা করছিল, পারভেজকে জড়িয়ে ধরে একটু আদর করতে। কিন্তু ওয়াদার কথা মনে পড়তে তা করল না। তবু তার কাছে এগিয়ে এসে বলল, আপনার হৃদয় কি পাথর দিয়ে গড়া? তা না হলে এত শক্ত কেন?

পারভেজ একটু অবাক হয়ে বলল, হঠাৎ একথা বললে কেন?

জরীনা মাথা নিচু করে বলল, আপনার জায়গায় অন্য কেউ হলে চলে যাওয়ার কথা বলার আগে একটু আদর করত।

পারভেজ হেসে উঠে বলল, ও এই কথা? আমি মনে করেছিলাম কিনা কি করে ফেলেছি। তোমার কথা ঠিক। তোমাকে আদর করতে আমারও যে মন চাইছে না তা নয়। বিয়ের আগে এটা করা শক্ত গোনাহ। তাই মনটাকে পাথরের মতো শক্ত করে রেখেছি।

জরীনা কয়েক সেকেণ্ড তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে চলে যেতে উদ্যত হল। ঠিক এমন সময় দু'জনে শুনতে পেল, কেউ যেন দরজায় ধাক্কা মেরে চাপাস্বরে বলছে, মাস্টার সাহেব দরজা খুলুন।

জরীনা চমকে উঠে পারভেজের মুখের দিকে তাকাল।

আর পারভেজও চমকে উঠে তার মুখের দিকে তাকাল।

আব্দুর রব মাদ্রাসা বিল্ডিং এর কোয়াটারে থাকে। আজ শ্রীনগরে মহফিলে ওয়াজ করতে গিয়েছিল। ফেরার পথ জরীনাদের বাড়ির অনতিদূরে। তাই সেখানে থেকে আসবার সময় ভাবলেন, মাস্টার কি করছে একটু দেখে যায়। সে যখন মাস্টারের ঘরের জানালার কাছে এসে দাঁড়াল, তার একটু আগে জরীনা পারভেজের কাছে এসেছে। আব্দুর রব এতক্ষণ ধরে তাদের কথপোকথন শুনে যা বুঝার বুঝে গেল। তারপর জরীনাকে যখন পারভেজ চলে যেতে বলল, তখন দরজায় মৃদু ধাক্কা দিয়ে মাস্টারকে দরজা খুলতে বলল, দরজা খুলছে না দেখে আব্দুর রব আবার বলল, ভালো চান তো দরজা খুলুন, নচেৎ বিপদ আরও বাড়বে।

পারভেজ দরজা খুলে দিল।

আব্দুর রব ভিতরে এসে একবার জরীনার দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হেসে বলল, মাস্টার সাহেব, আপনার আদর্শ চরিত্রের কথা অনেক শুনেছি। এটাই কি তার প্রমাণ?

পারভেজ বলল, আপনি বসুন। সব কথা আপনাকে বলব।

আব্দুর রব চেয়ারে বসে বলল, বলুন কি বলবেন। আমি কিন্তু আপনাদের সব কথা শুনেছি।

পারভেজ তাদের ভালবাসার কথা এবং ভবিষ্যতে বিয়ে করার অঙ্গিকারের কথা বলে বলল, আপনি যা দেখেছেন ও শুনেছেন, দয়া করে জরীনার আম্মাকে বা অন্য কাউকে বলেবেন না। আমাদের ভালবাসা যে পবিত্র, তা আপনি যখন আমাদের সব কথাবার্তা শুনেছেন তখন নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। আর আমিও আল্লাহ পাকের কসম খেয়ে বলছি, আমি কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে জরীনাকে ভালবাসি নি। কথাটা আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না। কিন্তু যিনি মানুষের অন্তরের খবর জানেন, সেই আল্লাহ পাককে সবকিছু মালুম।

আব্দুর রব বলল, ঠিক আছে, আমি কাউকে জানাব না। তারপর সে চলে গেল।

পারভেজ জরীনাকে বলল, বলেছিলাম না, একদিন না একদিন কেউ জেনে যাবে। যাক গে, যা হওয়ার হয়েছে। আর কোনো দিন এস না। যাও, এবার ঘুমাওগে যাও।

জরীনা ধীর পদক্ষেপে চলে গেল।

আসতে আসতে আব্দুর রবের মনে অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার আগুন জ্বলে উঠল। ভাবল, এতদিনে অপমানের বদলা নেবার সুযোগ আল্লাহ দিলেন।

একদিন সুযোগ মতো আব্দুর রব জরীনার মাকে তাদের রাতের অভিসারের কথা ও ভালবাসাবাসির কথা জানিয়ে বলল, মাস্টার এখন ছেলে মানুষ। ছেলে মানুষি খেয়ালে কোনো অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে। তখন আপনাদের মান সম্মান থাকবে না। জরীনাকে আর মাস্টারের কাছে পড়তে পাঠাবেন না। তাকে খুব কড়া নজরে রাখবেন। সে যেন মাস্টারের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না করে। জানাজানি হয়ে গেলে মেয়ের বিয়ে দিতে পারবেন না।

জাহেদা বিবি তাদের ভালবাসাবাসির কথা অনেক আগে জানতে পাবার পর জরীনাকে অনেক রাগারাগি করেছেন। মেয়ের দিকে লক্ষ্যও রেখেছেন। তারপর থেকে তাদের মধ্যে তেমন খারাপ কিছু দেখেননি। মেয়ে যে মায়ের বকুনি খেয়ে সাবধানে সবকিছু করছে, তা তিনি টের পান নি। তাই ভেবেছিলেন, মেয়ে ভালো হয়ে গেছে। এখন আব্দুর রবের মুখে তাদের রাতের অভিসারের কথা শুনে ভাবলেন, তাই হয়তো জরীনা দিনের বেলা মাস্টারের সঙ্গে আগের মতো কিছু করে না। বললেন, কথাটা বলে ভালই করেছেন। আমি আপনার কথামত সবকিছু করব।

আব্দুর রব বলল, হ্যাঁ তাই করুন। আর অল্পদিনের মধ্যে মাস্টারকে বিদায় করার ব্যবস্থা করুন। আমি আপনাদের এখানে থেকে লেখাপড়া করে মানুষ হয়েছি। আপনাদের দুর্নাম হোক, তা আমি চাই না। তাই কথাটা বললাম। তারপর সে চলে গেল।

জাহেদা বিবি ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। হঠাৎ করে মাস্টারকে কি বলে বিদায় করবেন? আবার দেরি করলে যদি কোনো অঘটন ঘটিয়ে বসে? শেষে ভেবে ঠিক করলেন, কিছু করার আগে মাস্টারের কাছ থেকে সবকিছু জানা দরকার। এক ফাঁকে মাস্টারকে বললেন, আমি আপনার সঙ্গে গোপনে কিছু আলাপ করতে চাই। কখন আপনার সময় হবে বলুন।

পারভেজ বলল, কাল জোহরের নামাযের পর আলাপ করতে পারবেন।

জাহেদা বিবি বললেন, ঠিক আছে, তাই করব।

পরের দিন জোহরের নামায পড়ে পারভেজ নিজের রুমে পড়ছে। এমন সময় জাহেদা বিবিকে আসতে দেখে বই বন্ধ করে তাকে বসতে বলল।

জাহেদা বিবি খাটে বসে বললেন, আমি বেশ কিছুদিন থেকে জরীনাকে লক্ষ্য করে বুঝতে পেরেছি, সে আপনাকে খুব ভালবাসে। তাই জানতে চাই, আপনি কি তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন?

পারভেজ কথা শুনে প্রথমে বেশ ঘাবড়ে গেল। সামলে নিয়ে ভাবল, আজ হোক কাল হোক ওনাকে যখন জানাতেই হবে তখন এখনই সবকিছু খুলে বলা ভাল। বলল, আপনার কথার জবাব পরে দিচ্ছি। তার আগে বলুন, আপনি নিজে প্রমাণ পেয়েছেন, না কেউ আপনাকে জানিয়েছে।

জাহেদা বিবি বললেন, বললাম তো, আমি আপনার প্রতি জরীনার আচার ব্যবহার দেখে বুঝতে পেরেছিলাম সে আপনাকে খুব ভালবাসে। মনে করেছিলাম, জরীনা ছেলেমানুষ। সে ভুল করতে পারে। আপনি ধার্মিক ও চরিত্রবান ছেলে। আপনি তার ভুল শুধরে দেবেন। কিন্তু দু'এক দিন আগে আমাদের আগের লজিং মাস্টার আব্দুর রব

এমন কিছু কথা বলে গেলেন, যা শুনে সত্য মিত্যা যাঁচাই করার জন্য আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি।

পারভেজ চিন্তা করল, আব্দুর রব একজন আলেম হয়ে জবান রাখতে পারল না। বলল, আপনি যা অনুমান করেছেন এবং আব্দুর রব যা বলেছেন তা সব সত্য। আর এটাও সত্য, আমিও জরীনাকে ভালবাসি। তবে আল্লাহ পাককে হাজির নাজির জেনে বলছি, আমাদের ভালবাসা পবিত্র। আমি আপনার মেয়ের গায়ে হাত পর্যন্ত দিইনি। আর বিয়ের আগে পর্যন্ত দেব না। জরীনাকে বলেছি এখন আপনাকেও বলছি, আমি অন্ততঃ বি.এ. পাস করার পর তাকে বিয়ে করব। জরীনা ততদিন পড়াশোনা করবে।

জাহেদা বিবি শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে, ভেবে দেখি কি করা যায়। এই কথা বলে চলে গেলেন।

পারভেজ চিন্তা করল, উনি কি করবেন কি জানি।

সেদিন বিকেলে জরীনা নাস্তা নিয়ে এল না, আনু নিয়ে এল। এমন কি রাতেও পড়ার ঘরে পড়তে এল না। পারভেজ বুঝতে পারল, তার মা তাকে আসতে নিষেধ করেছেন। সকালে পড়াতে গিয়ে ভাবল, এখন হয়তো পড়তে আসতে পারে। কিন্তু জরীনা এল না। আনু ও আলিকে আসতে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওদের পড়া বুঝিয়ে দিয়ে নিজের বই খুলে সেদিকে তাকিয়ে জরীনার কথা চিন্তা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে জাহেদা বিবি এসে জরীনার সব বইপত্র নিয়ে চলে গেলেন।

পারভেজ দেখেও না দেখার ভান করে নিজের বইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। মনে করেছিল, উনি নিজেই হয়তো কিছু বলবেন। যখন উনি কিছু না বলে চলে গেলেন তখন ভাবল, জরীনাকে আর আমার কাছে পড়াবেন না। কিন্তু তাকে যদি পড়তে না দেন,তা হলে ওনাদের আত্মীয়স্বজনেরা জানার পর ভাববে, মাস্টার জরীনার উপর কুনজর দিয়েছে। তাই জরীনার মা জরীনাকে মাস্টারের কাছে পড়তে পাঠায় না। তা হলে তো আমার এখানে থাকা ঠিক হবে না। আর আমারও পড়াশোনায় মন বসবে না। এমনিতে এক আধদিন জরীনা যদি কোনো কারণে পড়তে না আসে, সেদিন একদম পড়তে পারে না। জরীনাকে ছাড়া পারভেজ কিছুই ভাবতে পারছে না।

এভাবে তিন চারদিন পার হয়ে গেল। পারভেজ কি করবে না করবে ভেবে দিন কাটাতে লাগল। সামনে ফাইন্যাল পরীক্ষা ভালভাবে পড়তেও পারছে না।

জরীনার অবস্থাও তদ্রুপ। পারভেজ যেদিন কোনো কারণে বাড়িতে গিয়ে থাকত, সেদিন সেও পড়ায় মন বসাতে পারত না। এই কদিন তার পড়া তো দূরের কথা, বই নিয়ে বসতেও ভালো লাগে না। মায়ের অলক্ষ্যে শুধু চোখোর পানি ফেলে খাওয়া দাওয়া এরকম ছেড়েই দিয়েছে। একদিন রাতে পারভেজের কথা ভাবতে ভাবতে অজ্ঞান হয়ে গেল। জাহেদা বিবি ভাত খাওয়ার জন্য ডাকতে এসে সাড়া না পেয়ে ভাবলেন, ঘুমিয়ে গেছে, উঠে নিজে খাবে। ভোরে আযানের সময় জরীনার জ্ঞান ফিরল। উঠে অজু করে নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

জাহেদা বিবি মেয়েকে কড়া শাসনে রাখলেন। মাস্টারের কাছে যেন যেতে না পারে সেদিকেও খুব লক্ষ্য রাখলেন। তিনি নিজে মাস্টারকে খেতে দেন। জরীনা শত চেষ্টা করেও মায়ের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পারভেজের সঙ্গে দেখা করতে পারছে না।

একদিন জাহেদা বিবি আনুকে দিয়ে জসিমকে ডেকে পাঠালেন।

জসিম এসে বলল, চাচি আম্মা, আমাকে ডেকেছেন কেন?

জাহেদা বিবি জরীনা ও মাস্টারের সম্পর্কের কথা বলে বললেন, তুমি তোমার এমন বন্ধুকে আমাদের বাড়িতে লজিং রাখলে, যে নাকি বকধার্মিক। সে আমাদের বংশের মান ইজ্জৎ নিয়ে টানাটানি ফেলে দিয়েছে।

জসিম নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। খুব অবাক হয়ে বলল, এ অসম্ভব কথা। পারভেজের মতো ছেলে এমন কাজ করতে পারে না। আপনি প্রমাণ দিতে পারবেন?

জাহেদা বিবি বললেন, আমি আর প্রমাণ দেব কি? মাস্টার নিজে আমার কাছে স্বীকার করেছেন। তোমার বিশ্বাস না হলে মাস্টারকেই জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।

জসিম বলল ঠিক আছে, চাচিআম্মা, এ ব্যাপারে পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব। এখন আসি বলে চলে গেল।

পারভেজ তখন ছিল না। জসিম জোহরের নামায পড়ে তার কাছে এল। তাকে দেখে পারভেজ সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি রে, তোর মন অত খারাপ কেন?

জসিম সালামের উত্তর দিয়ে বলল, সেইজন্যেই তো তোর কাছে এলাম।

পারভেজ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, কি ব্যাপার বল।

আমি তোর ও জরীনার সম্বন্ধে এমন কিছু কথা শুনেছি, যার ফলে আমার মন খারাপ। কথাগুলো আমি বিশ্বাস করি নি। তাই সত্য মিথ্যা যাঁচাই করতে এলাম।

কি শুনেছিস, কার কাছে শুনেছিস, না বললে বলব কি করে?

চাচিআম্মা, মানে জরীনার মায়ের কাছে।

আর কিছু বলা লাগবে না। যা শুনেছিস তা সত্য।

জসিম কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আমার কিন্তু বিশ্বাস করতে খুব কষ্ট হচ্ছে। তোর মতো ছেলের মুখে একথা শুনব কল্পনা করিনি।

এতে অবিশ্বাসের কি আছে? আর তোর কষ্টই বা হবে কেন? জরীনাকে ভালবেসেছি যেমন সত্য তেমনি সেই ভালবাসায় কোনো পঙ্কিলতা নেই সেকথাও সত্য। আচ্ছা তুই বল, ভালবাসা কি অন্যায়, না পাপ? তাতে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলল, আদিকাল থেকে ছেলেমেয়ের মধ্যে ভালবাসা হয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। এটাকে তুই অস্বীকার করতে পারবি? তবে হ্যাঁ, ভালবাসার মধ্যে যদি দুরভিসন্ধি থাকে, তা হলে যেমন অন্যায় হবে তেমনি পাপও হবে।

তোর কথাগুলো বই পুস্তকে আছে, কিন্তু বাস্তবে নেই।

আমি তোর কথা পুরোটা বিশ্বাস করি না। কারণ তুই বলতে চাচ্ছিস প্রেম ভালবাসার নাম করে সমাজের অনেক ছেলে, মেয়েদের সর্বনাশ করে পালিয়ে যায়। এটা আমরা অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাই। কিন্তু খাঁটি প্রেম ভালবাসা যে সর্বকালে ছিল এবং এখনো আছে, তা নিশ্চয় অস্বীকার করবি না।

না তা পারব না। তবে বলে জসিম থেমে গেল।

তবে বলে থেমে গেলি কেন? তুই না বলতে পারলেও আমি বলছি, তবে প্রেম ভালবাসাকে সমাজে ঘৃণার চোকে দেখে, সে কথা আমিও জানি। ছেলেমেয়েরা প্রেম

ভালবাসা করে সমাজকে কলুষিত করছে বলে সমাজের লোকেরা এটাকে অন্যায় ভাবে। ভাবাটা তাদের অন্যায়ও নয়। কারণ ইসলামীক দৃষ্টিভঙ্গিতে যুবক যুবতীদের মধ্যে প্রেম ভালবাসা নাজায়েজ। এসব ক্ষেত্রে বেশিরভাগ কুফল হয় বলে ইসলামে এটা নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু প্রেম ভালবাসা আগেও যেমন ছিল, এখনও আছে এবং পরেও থাকবে। এটাকে কেউ রোধ করতে পারবে না। তবে প্রেম ভালবাসার যেমন ক্ষেত্র আছে তেমনি প্রকার ভেদও আছে।

জসিম তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তুই যা বোঝাতে চাচ্ছিস, তা আমিও জানি। তবু তোর ব্যাপারটা এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। জানিস তোর জন্য চাচিআম্মা আমাকে অনেক কথা শুনিয়েছে। চিরদিনের জন্য তার কাছে আমি অপরাধী হয়ে গেলাম। তারপর সে হন হন করে চলে গেল।

পারভেজ জসিমকে ঐভাবে চলে যেতে দেখে হ্যাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। আড়াল হয়ে যেতে বিড় বিড় করে বলল, বাল্যবন্ধু হয়েও তুই আমাকে ভুল বুঝলি?

ফেরার পথে জসিম চিন্তা করল, পারভেজকে ধার্মিক ও চরিত্রবান ছেলে জেনে সেই ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় বন্ধুত্ব করেছি। তার মুখে হাদিস কালাম শুনে কত খারাপ ছেলে ভালো হয়ে গেছে। সে নিজেও তার কাছে ধর্মের অনেক কিছু জেনে সেসব মেনে চলছে। যার গুণাবলী সকলের কাছে বলে গর্ববোধ করে। আর সে কিনা এমন জঘন্য কাজ করতে পারল? সকলের কাছে মুখ দেখাব কি করে? সবাই তো এখন আমাকেই দুষবে। কারণ আমিই তাকে জরীনাদের বাড়িতে লজিং করে দিয়েছিলাম। এইসব চিন্তা করে জসিম পারভেজের সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দিল। দূর থেকে তাকে আসতে দেখলে আড়াল হয়ে যায়। হঠাৎ কোন সময় সামনা সামনি পড়ে গেলে, শুধু সালাম ও কুশালাদি বিনিময় করে চলে যায়।

পারভেজ জসিমের ব্যবহারে খুব দুঃখ পেয়ে সেও তাকে এড়িয়ে চলে।

জাহেদা বিবি যতই মেয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখুন না কেন, দুটো মন যেখানে একসূতায় বাঁধা হয়ে গেছে, সেখানে যতই প্রতিবন্ধকতা থাকুক না কেন, ফাঁক তারা খুঁজে বের করবেই। জরীনা স্যারের সঙ্গে কোনো রকমেই যখন দেখা করতে পারল না তখন একদিন চিঠি লিখে আলির পকেটে দিয়ে বলল, এটা স্যারকে দিবি। আর স্যার কিছু দিলে লুকিয়ে এনে আমাকে দিবি। তারপর তার হাতে একটা টাকা দিয়ে বলল, তুই চললেট কিনে খাস। আর শোন, এই কথা কাউকে বলবি না।

আলি মাথা নেড়ে সায় দিয়ে পারভেজের রুমে এসে চিঠিটা তাকে দিল।

পারভেজ চিঠি পড়ে তার উত্তর লিখে আলির পকেটে দিয়ে বলল, তোমার আপাকে দিবে কেউ যেন দেখতে না পায়।

এভাবে চিঠির মাধ্যমে তারা যোগাযোগ রাখতে লাগল। কিছুদিন পর জরীনা একদিন গভীর রাতে পারভেজের রুমে এল। সে যে আজ আসবে, সে কথা সকালে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল।

তাই পারভেজ পড়তে পড়তে তারই অপেক্ষা করছিল। আজ আট দশ দিন তাদের দেখা সাক্ষাৎ নেই। বেশ কিছুক্ষণ উভয় উভয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। এক সময় জরীনার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল।

পারভেজ জরীনার চোখ দিয়ে পানি পড়তে দেখে বলল, কেঁদে আর কি করবে? আল্লাহ পাকের কাছে সবুর করার শক্তি চাও। আর দো'য়া চাও, তিনি যেন এর একটা সুমীমাংসা করে দেন। দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন, বস।

জরীনা চেয়ারে বসে চোখ মুছতে মুছতে বলল, এভাবে বেশি দিন থাকলে আমি মরে যাব। আপনি এর একটা বিহিত করুন। আপনি কি কিছু চিন্তা করেছেন?

পারভেজ বলল, সবকিছু তোমার মায়ের উপর নির্ভর করছে। আমি চিন্তা করে কি করব? তবে ভাবছি, এ ব্যাপারে মায়ের সাথে কথা বলব।

হ্যাঁ, তাই বলুন, আমার মনে হয়, আমরা দু'জনে যদি আম্মার কাছে অন্যায় স্বীকার করে ক্ষমা চাই, তা হলে আপনার কাছে আমাকে পড়তে পাঠাবে।

তুমি ঠিক কথা বলেছ। কাল সকালে পড়ার ঘরে আমি যাওয়ার পর তুমি আসবে। এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা উচিত হবে না। চলে যাও। এত রাতে কোনোদিন আর এস না।

জরীনা অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলে গেল।

পরের দিন সকালে পারভেজ পড়ার ঘরে এসে যখন আলিকে পড়া বুঝিয়ে দিচ্ছিল তখন জরীনা বইখাতা নিয়ে এল।

তখনও জরীনা চেয়ারে বসেনি, এমন সময় জাহেদা বিবি এসে রাগের সঙ্গে তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোকে এঘরে পড়তে আসতে নিষেধ করেছি না? যা এখান থেকে।

পারভেজ ওনাকে উদ্দেশ্য করে বলল, চাচিআম্মা, আপনি ওকে বকছেন কেন? ও আমার ছাত্রী। আমার কাছে এতদিন পড়াশোনা করল। আপনি ওকে আর আমার কাছে পড়তে দেননি, এটা ঠিক না বেঠিক বলব না। ও আপনার মেয়ে, আর আমি আপনার ছেলের মতো। ছেলেমেয়ে হয়ে আমরা আমাদের অন্যায় স্বীকার করছি। আমি তো সেদিন আল্লাহ পাকের কসম খেয়ে বললাম, আমার দ্বারা আপনার মেয়ের এতটুকু ক্ষতি হবে না। আপনি আমাদেরকে মাফ করে দিয়ে ওকে আমার কাছে পড়তে দিন। দু'তিন দিন পরে ওর পরীক্ষা শুরু হবে। নিজে নিজে পরে পরীক্ষার ফল ভালো করতে পারবে না।

জাহেদা বিবি গম্ভীর হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পারভেজ আবার বলল, চাচিআম্মা, আপনি কি আমাদেরকে মাফ করবেন না?

জাহেদা বিবি তার কথার উত্তর না দিয়ে মেয়ের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে গেলেন। পারভেজের আর পড়াতে ভালো লাগল না। ওদেরকে পড়তে বলে নিজের রুমে চলে এল।

পারভেজ মাফ চেয়ে অতকিছু বলার পরও জাহেদা বিবি মেয়েকে তার কাছে পড়াতে পাঠালেন না। কিন্তু জরীনা পারভেজের নিষেধ সত্ত্বেও প্রতিদিন রাত বারটার পর তার কাছে কান্নাকাটি করতে লাগল।

পারভেজ কি করবে না করবে ভেবে ঠিক করতে পারল না। এদিকে টেস্টের ফল বেরিয়েছে। সে ফাস্ট হতে পারেনি সেকেণ্ড হয়েছে তার পরীক্ষার পড়া নিয়েও চিন্তা। পড়াতে একদম মন বসছে না। ভেবে দেখল, এখানে থাকলে নির্ঘাৎ ফেল করবে। আর ভাগ্যচক্রে পাস করলেও থার্ড ডিভিশন পাবে। তাতে করে কোনো ভালো কলেজে ভর্তি হতে পারবে না। ভালো রেজাল্ট করতে হলে এখান থেকে চলে যেতে হবে। এই কথা ভেবে একদিন রাতে জরীনা এলে তাকে বলল, আমি লজিং ছেড়ে নিজেদের বাড়িতে চলে যেতে চাই। তারপর পড়াশোনার ক্ষতি হবার কথা জানাল।

শুনে জরীনা প্রথমে খুব রেগে গেল। পরে চিন্তা করে দেখল, স্যারের কথাই সত্য। এখানে থাকলে আমার কারণেই ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারছে না। পরীক্ষা খারাপ হবে। এইসব ভাবলেও মুখে কিছু বলতে না পেরে চুপ করে রইল।

পারভেজ বলল, কি হল, চুপ করে আছ কেন? কিছু বল।

জরীনা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে, তাই করুন। আমার জন্য আপনার ক্ষতি হোক তা আমি চাই না। আর আমিও যে কেমন করে কি পরীক্ষা দিচ্ছি তা আল্লাহ পাক জানেন। পাস করতে পারব কিনা তাও জানি না। একটা অনুরোধ করছি, যাওয়ার আগে আপনি আর একবার আম্মাকে আপনার কাছে পড়তে পাঠাবার কথা বলুন। তারপরও যদি আম্মা অনুমতি না দেন, তখন আপনি যা ভালো বুঝবেন করবেন।

পারভেজ বলল, বেশ তাই হবে।

পরের দিন সকালে পড়াতে গিয়ে আনুকে বলল, তোমার আম্মাকে ডেকে নিয়ে এস।

আনু আম্মার কাছে গিয়ে বলল, স্যার তোমাকে ডাকছে।

জাহেদা বিবি তখন নাস্তা বানাচ্ছিলেন। বললেন, যা গিয়ে বল, আমি আসছি।

আনু ফিরে এসে সে কথা পারভেজকে বলল।

পারভেজ বলল, ঠিক আছে, তুমি পড়।

প্রায় আধ ঘন্টা পর জাহেদা বিবি পড়ার ঘরে এসে মাস্টারকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কেন ডেকেছেন বলুন।

পারভেজ বলল, চাচিআম্মা, আগি আগামীকাল আপনাদের লজিং ছেড়ে দিয়ে বাড়ি চলে যেতে চাই।

কেন? আপনি চলে গেলে আমার ছেলেমেয়ের পড়ার ক্ষতি হবে। পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশে খারাপ হয়ে যাবে।

হলেও আমার কিছু করার নেই।

আপনার চলে যাওয়ার মূল কারণ কি বলুন তো?

কারণ বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে একটা কথা বলতে পারি; আজ থেকে যদি জরীনাকে আমার কাছে পড়তে পাঠান, তা হলে থাকতে পারি।

জরীনা পড়তে না এসে তো আপনার ভালই হয়েছে। ওর পড়াশুনা নিয়ে আপনাকে ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে না।

ওকে পড়াতে আমার কোনো ঝামেলা হয় না। বরং মাস্টার থাকা সত্ত্বেও সে একা একা পড়ে পরীক্ষা দিচ্ছে, এটা আমার কাছে খুব খারাপ লাগছে। আর এটা নিয়ে

অন্যান্য বাড়ির লোকজন কানাঘুঁষো করছে। আমি চাই না, আমাকে ও জরীনাকে নিয়ে কেউ কানাঘুঁষো করুক।

জাহেদা বিবি বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তারপর চিন্তা করে বললেন, বেশ, আজ থেকে জরীনাকে আপনার কাছে পড়তে পাঠাব। তবে আপনাকে সতর্ক করার জন্য বলছি, আপনি ও জরীনা খুব সাবধানে চলবেন। আপনার ও জরীনার দ্বারা আমাদের মান সম্মান যেন এতটুকু ক্ষুণ্ন না হয়। কথা শেষ করে তিনি চলে গেলেন।

ঐদিন থেকে জরীনা ভাইবোনদের সাথে পড়ার ঘরে পারভেজের কাছে পড়তে লাগল। পারভেজের কথায় গভীর রাতে তার রুমে আসা বন্ধ করে দিল। তারা উভয়ে সংযত হয়ে মন দিয়ে পড়াশোনো করতে লাগল। দশ বারদিন পর পারভেজ একদিন বাড়িতে গেল। সেইদিনই তাকে কোনো কারণে বড় ভাবির সাথে তার বাপের বাড়ি যেতে হল। বাড়ি যাবার সময় জরীনাকে বলেছিল দু'তিন দিন পর ফিরবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে ফিরতে এক সপ্তাহ দেরী হল।

পারভেজের ফিরতে দেরি দেখে তার প্রতি জরীনার খুব রাগ হল। একদিন জাহেদা বিবি জরীনাকে বললেন, তুই যে মাস্টারের সঙ্গে ভালবাসা করেছিস, তার পরিণতির কথা চিন্তা করেছিস? সে এখন ছেলেমানুষ, বিয়ের বয়সও হয়নি। তা ছাড়া আমি তাদের সব খবর জেনেছি। মাস্টারের বাপের অবস্থা আগের মতো নেই। তার মেজভাই ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে জেলে ছিল। তাকে ছাড়াতে গিয়ে তার বাপ সব জমি জায়গা বেঁচে নিঃস্ব হয়ে গেছে। মাস্টার কবে বি.এ. পাস কবে চাকরি করবে তার কোন ঠিক আছে? ততদিন তুই বুড়ী হয়ে যাবি। আমরা কি তোর বিয়ে না দিয়ে বুড়ী করে ঘরে রাখব? সমাজের লোকেরাই বা কি বলবে? ওসব ভালবাসা টালবাসা বাদ দিয়ে মন দিয়ে লেখাপড়া করে ম্যাট্রিক পাস কর। আমরা ভালো ছেলে দেখে বড় ঘরে তোর বিয়ে দেব। তোর মতো সুন্দরী মেয়ে এ তল্লাটে কটা আছে? মাস্টার যে কমাস থাকে তার কাছে পড়াশোনা করার সময় ছাড়া অন্য সময় দেখা সাক্ষাৎ করবি না।

জরীনা বলল, তোমাদের কোনো কথাই রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি স্যারকে ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে বসব না। স্যারকে না পেলে আমি বাঁচব না। তোমরা জোর করে অন্য ছেলের সাথে বিয়ে দিলে গলায় দড়ি দেব নচেৎ বিষ খাব।

জাহেদা বিবি মেয়ের কথা শুনে রাগ সামলাতে পারলেন না। ভীষণ মারধর করলেন। শেষে বললেন, তুই গলায় দড়ি দেয়ার অথবা বিষ খাবার আগে আমিই তোকে মেরে ফেলব।

জরীনা কাঁদতে কাঁদতে বলল, তাই করলে আমি খুশিই হব।

জাহেদা বিবি কর্কশস্বরে বললেন, তোর বাপ আসুন তারপর যা করার করব।

জরীনা নিজের রুমে এসে কিছুক্ষণ কাঁদল, তারপর পারভেজকে একটা চিঠি লিখল–

প্রিয়তম পারভেজ,

প্রথমে আমার সালাম নেবে। তারপর আমাকে ক্ষমা করবে। ক্ষমা চাইছি এই জন্য, আজ আমার স্যারকে প্রিয়তম পারভেজ বলে এবং তুমি করে সম্বোধন করছি

বলে। আশা করি, নিশ্চয় ক্ষমা পাব। পরে জানাই যে, তুমি দু'দিনের কথা বলে এক সপ্তাহ হতে চলল, তবু আসলে না। যাইহোক , তুমি চলে যাওয়ার পর আম্মা আমাদের ভালবাসার কথা তুলে আমাকে নানারকম কথা ও ভয়ভীতি দেখিয়ে তোমাকে ভুলে যেতে বলে। সেই সঙ্গে বড় ঘরের ভালো ছেলের সাথে বিয়ে দেওয়ার কথাও বলে। আমি খুব জোরাল প্রতিবাদ করেছিলাম। তার ফলে আমাকে ভীষণ মারধর করে বলল, আমি যদি তোমাকে ভুলে না যাই এবং অন্য ছেলেকে বিয়ে না করি, তা হলে হয় আমাকে মেরে মেরে, মেরে ফেলবে অথবা বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাকে বিষ খাওয়াবার আগে আমি আম্মাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলব। এতে তোমার কি মতামত জানাবে। এব্যাপারে গভীর রাতে তোমার সঙ্গে দেখা করে পরামর্শ করব। আরও অনেক কিছু লিখতে মন চাইলেও কেউ দেখে ফেলতে পারে ভেবে লিখলাম না। তাই এখানে শেষ করছি।

ইতি

তোমারই জরীনা।

চিঠিটা লিখে একটা বইয়ের মধ্যে রাখার সময় ভেবে রাখল, স্যার এলে প্রথমে দেরি করে আসার জন্য কৈফিয়েৎ চাইবে, তারপর চিঠিটা দেবে।

আটদিন পর পারভেজ ফিরে এল।

জরীনা রাগ করে সেদিন দেখা দিলেও কথা বলল না। পরের দিন তাদের পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোল। এবারে সে থার্ড হয়েছে। আনন্দের ঠেলায় ঐদিন তার বইগুলো চাচাতো বোন মুন্নির কাছে বিক্রি করে দিল। কিন্তু বইগুলোর মধ্যে তাকে দেয়া পারভেজের কয়েকটা চিঠিও তার লেখা সেই চিঠি, যেটা তিনচার দিন আগে পারভেজকে দেবে বলে লিখেছিল, সেই চিঠিটা ও রয়ে গেল।

মুন্নি বইগুলো নিয়ে বাড়িতে এসে চিঠি গুলো পেয়ে তার বড় ভাই দেলওয়ারকে দিয়ে বলল, এগুলো জরীনা আপার বইয়ের ভিতর ছিল।

দেলওয়ার গত বছর রামকৃষ্ণপুর হাইস্কুল থেকে এস.এস.সি. পাস করেছে। স্কুলে পড়ার সময় দেলওয়ার পারভেজের চেয়ে এক ক্লাস সিনিয়ার হলেও দু'জনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব ছিল। তারা এক সঙ্গে খেলাধুলা করত। একসঙ্গে চলাফেরাও করত। সে আগে নামায পড়ত না। পারভেজই তাকে নামায ধরিয়েছে।

দেলওয়ার চিঠিগুলো পড়ে পারভেজ ও জরীনার প্রেমের কথা জানতে পারল। তখন সে পারভেজের উপর যেমন রেগে গেল তেমনি পারভেজকে লেখা জরীনার চিঠি পড়ে তার উপরও খুব রেগে গেল। রাগের চোটে সব চিঠি জরীনার মায়ের হাতে তুলে দিল।

সেদিন ছিল পহেলা ফাল্গুন। এই এলাকাবাসীর জন্য দিনটা উৎসবের। ফাল্গুন মাসের এক তারিখ থেকে সাত তারিখ পর্যন্ত এই গ্রামে প্রতি বছর মেলা বসে।

জরীনা আগের দিন রাতে স্যারের সঙ্গে মেলা দেখতে যাবে বলে মায়ের হাতে পায়ে ধরে রাজি করিয়েছে। তাই আনন্দে সে সারারাত ঘুমাতে পারেনি।

কথায় আছে, বেশি আনন্দের পর দুঃখ আসে। জরীনার বেলায়ও তাই হল। সকালে জাহেদা বিবি চিঠিগুলো পেয়ে পড়ার পর তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। তারপর সেগুলো জরীনাকে দেখিয়ে ভীষণ মারধর করতে করতে বললেন, তোর এতবড় সাহস, মাস্টারের জন্য তই আমাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে চাস? তোর বাপকে খবর দিয়ে আনাই। সে এলে এর বিহিত করে ছাড়ব। আজ থেকে মাস্টারের কাছে আর কোনোদিন পড়তে যাবি না। তার সামনেও কোনো সময় যাবি না। যদি যাস, তা হলে তোকে একদম শেষ করে দেব।

পারভেজ এসব কিছু জানতে পারল না। সে তখন বাইরে ছিল। নাস্তা খাওয়ার পর আলি ও আনুকে বলল, চল তোমাদেরকে মেলায় বেড়াতে নিয়ে যাই। তারা যেতে রাজি হল না। পারভেজ একাই মেলাতে গিয়ে অনেক ঘুরল। ফেরার সময় জরীনার জন্য রেশমী চুড়ি, ইমিটেশনের একজোড়া কানের দুল, একজোড়া স্যাণ্ডেল ও মাথার ফিতা এবং তাদের বাড়ির সবার জন্য এটা সেটা করে প্রায় তিনশো টাকার জিনিস কিনে যখন ফিরল তখন বেলা তিনটে। ভাত খাওয়ার সময় সেগুলো আনুর হাতে দিয়ে বলল, তোমার আপা কোথায়?

আনু একবার দরজার দিকে তাকিয়ে নিয়ে নিচুস্বরে বলল, আম্মা আপাকে মেরেছে। তাই রাগ করে রামচন্দ্রপুরে নানার বাড়ি চলে গেছে।

পারভেজও আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, কেন মেরেছে বলতে পার?

আনু বলল, আপার কি সব চিঠি আম্মার হাতে পড়েছে। সেই চিঠির কথা নিয়ে আম্মা আপাকে খুব মেরেছে।

পারভেজ তাই নাকি বলে চিন্তিত হয়ে আদামাদা করে খেয়ে নিজের রুমে চলে এল। তারপর ভাবল, রামচন্দ্রপুরে গিয়ে জরীনার সঙ্গে দেখা করতে হবে। পারভেজ জরীনার নানার বাড়ি চিনে। বিকেলে সেখানে গিয়ে জরীনার সঙ্গে দেখা করল। তাকে দেখে পারভেজ চমকে উঠল। তার মুখের চেহারা তখনও খুব বিমর্ষ। দেখে তার মনে হল, জরীনা যেন অনেক দিনের রুগী। জিজ্ঞেস করল, তোমার কি কোনো অসুখ করেছে?

জরীনা চোখের পানি ফেলতে ফেলতে মায়ের চিঠি পাওয়ার কথা এবং তার মারধরের কথা বলে ডুকরে কেঁদে উঠল।

পারভেজ তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলল, তোমার ছেলেমানুষি বুদ্ধির জন্য নিজের দুর্ভোগ নিজে ডেকে এনেছ। যাক, যা হওয়ার হয়েছে। এখন কেঁদে আর কি করবে? তারপর অনেক প্রবাদ বাক্য শুনিয়ে শিঘ্রি বাড়ি আসার জন্য বলে ফিরে এল।

জরীনা প্রায় পনের ষোল দিন পর বাড়ি ফিরল।

পারভেজ নিয়মিত আনু ও আলিকে দু'বেলা পড়াচ্ছে। কিন্তু জরীনা পড়তে আসে না। তার সঙ্গে দেখাও করে না।

একদিন জাহেদা বিবি অসুস্থ থাকায় জরীনাকে বললেন, তুই আজ মাস্টারের জন্য নাস্তা তৈরি কর।

জরীনা বলল, যার কাছে আমাকে পড়তে দাও না, যার সঙ্গে দেখা করতে দাও না, তার জন্য নাস্তা বানাতে পারব না।

জাহেদা বিবি মেয়ের কথা শুনে রেগে গিয়ে আজও খুব মারধর করলেন। তিনি মেয়ের উপর এত অত্যাচার করছেন, কিন্তু পারভেজকে কোনদিন কিছু বলেন নি।

আজ দুপুরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে পারভেজের দাওয়াত ছিল। সেখানে যেতেই হবে। তাই জরীনাকে তার মা মেরেছে জেনেও নাস্তা না খেয়ে সেখানে চলে গেল।

জরীনা সারা দিন কিছু খেল না। কেঁদে কেঁদে কাটাল।

পারভেজ ফিরল বিকেল চারটেয়। ফিরে এসে জরীনাকে দেখা করার অনেক চেষ্টা করেও সফল হল না।

জরীনা মায়ের উপর রাগ করে সারাদিন না খেয়ে ছিল। জাহেদা বিবিও তাকে খেতে ডাকেন নি। জরীনা ক্ষিধে সহ্য করতে না পেরে সন্ধ্যার পর খাবার ঘরে গিয়ে নিজে ভাত বেড়ে খেতে বসল।

জায়েদা বিবি কি দরকারে পাশের বাড়িতে এক জায়ের কাছে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে জরীনাকে খেতে দেখে ভাতের প্লেট কেড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, তোকে আর কিছু খেতে দেব না। না খাইয়ে মেরে ফেলব।

মাস্টারের সাথে তোর ভালবাসা ঘুচাব। তারপর বেদম মারতে লাগলেন।

জরীনা মায়ের আঘাত সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে বলতে লাগল, কে কোথায় আছ বাঁচাও, আমাকে মেরে ফেলল। পাশের বাড়ির আত্মীয়েরা জরীনার চিৎকার শুনে ছোট বড় সবাই ছুট এল। কিন্তু দরজা বন্ধ থাকায় কেউ কিছু করতে পারল না।

পারভেজ তখন নিজের রুমে ছিল। সেও এসেছে। সে অনেক কাকুতি মিনতি করে বলল, চাচ্চিআম্মা, আর মারবেন না, দরজা খুলুন। কিন্তু তাতেও কাজ হল না।

জরীনা মার খেতে খেতে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। সে মার সহ্য করতে না পেরে মরীয়া হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর ধস্তাধস্তী করে কোনো রকমে দরজা খুলে দিল।

পারভেজ ঘরে ঢুকতে গিয়েও পারল না। কারণ মা ও মেয়ে তখন প্রায় উলঙ্গ।

জাহেদা বিবির সেদিকে কোন হুঁশ নেই। জরীনা দরজা খুলে দিতে আরো বেশি উত্তেজিত হয়ে ততক্ষণে উঠে পড়ে তার চুল ধরে টেনে ঘরের ভিতর এনে আবার মারতে লাগল।

দু'তিন জন বয়স্ক মেয়ে ঘরে ঢুকে জাহেদা বিবিকে ধরে মার থামালেন। জাহেদা বিবির তখন রাগে হিতাহিত জ্ঞান নেই। তিনি চিৎকার করে জরীনার ও মাস্টারের প্রেম কাহিনী সবাইকে জানাতে লাগলেন। তারপর মেয়েকে ঘর থেকে বের করে দিলেন।

পারভেজ সবকিছু দেখে শুনে লজ্জায় মরে যেতে লাগল। তার এখন কি করা উচিত ভাবতে লাগল। সারারাত পড়তেও পারল না আর ঘুমাতেও পারল না।

জরীনাকে তার এক চাচি নিয়ে গিয়েছিল। তাদের বাড়িতে জরীনা শুয়ে শুয়ে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিল, কাল সকাল থেকে সারাদিন আম্মার সঙ্গে মিলে মিশে কাজ-কাম করবে। আম্মা যেন মনে করে, মেয়ে ভালো হয়ে গেছে। আর রাতের বেলা স্যারকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবে। যেখানে কেউ তাদেরকে খুঁজে পাবে না। তারপর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। এই সব চিন্তা করতে করতে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে চাচির ডাকে ঘুম ভেঙ্গে যেতে উঠে প্রথমে ফযরের কাযা নামায পড়ল। তারপর বাড়িতে এসে মায়ের সাথে ঘরের কাজ করতে লাগল।

পারভেজ সকালে আনু ও আলিকে পড়াতে গিয়ে দেখল, জাহেদা বিবির মুখে গতকালের ঘটনার ছাপ থাকলেও জরীনার মুখে সে সবের কোনো চিহ্নমাত্র নেই। দিব্যি হাসিমুখে মায়ের সাথে কাজ করছে। বেশ অবাক হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতে লাগল। সে জরীনার অভিসন্ধি জানতে পারল না। সারাদিন নানারকম চিন্তা করে কাটিয়ে দিল।

সন্যের পর আনু ও আলিকে পড়াতে গেল। পড়ান হয়ে যেতে পারভেজ যখন খেতে যাবে তখন আলি একটা খাতা এনে তার হাতে দিয়ে বলল, এটা আপনার খাতা। আপা আপনাকে দিতে পাঠাল।

খাতাটা আসলে পারভেজেরই। কয়েকদিন আগে কি লিখবে বলে জরীনা চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল। পারভেজ খাতাটা হাতে নিতে খাতার উপরের পাতায় জরীনার কিছু লেখা দেখে পড়ল, এর ভিতরে একটা গুরত্বপূর্ণ চিঠি আছে। দয়া করে পড়ে সেইমতো কাজ করবেন। পারভেজ পড়া শেষ করে খাতাটা গোল করে মুড়ে ভাত খেল। তারপর নিজের রুমে এসে খাতা খুলে দেখল, জরীনা লিখেছে–

আজ রাতে আমি বাড়ি ত্যাগ করব। আমার জন্য যদি তোমার এতটুকু ভালবাসা থাকে, আমার জন্য যদি কিঞ্চিত পরিমাণও দয়া মায়া থাকে, তা হলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে তৈরি থাকবে। আমি গভীর রাতে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে দরিয়াদৌলতে আমার এক মামাতো বোনের বাড়িতে উঠব। সে তোমার আমার ব্যাপারটা জানে। সেখানে রাত কাটিয়ে সকালে হোমনা হয়ে ঢাকা চলে যাব। তারপর তুমি যা ভালো বুঝবে করবে।

ইতি-
হতভাগী জরীনা।

চিঠি পড়ে পারভেজ খুব আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। অনেক চিন্তা ভাবনা করে জরীনাকে একটা চিঠি লিখল–

জরীনা,

তুমি এমন পাগলামী করো না। এখন তোমার কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ কিছুদিন পরেই আমার পরীক্ষা। একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখ, পরীক্ষা। একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখ, পরীক্ষা না দিয়ে তোমাকে নিয়ে আজানার পথে রওয়ানা হওয়া কি উচিত? আমার পরীক্ষার কথাটা চিন্তা করে পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত চাচিআম্মার সঙ্গে মিলেমিশে থাক। তিনি যা বলেন, সবকিছু মেনে নাও। জানি আমাকে না দেখলে তুমি খুব কষ্ট পাবে, আর তোমাকে না দেখলে আমিও যে খুব কষ্ট পাব, তাও তুমি জান। তবু তোমাকে এই কটা দিন কোথাও যেতে নিষেধ করছি। পরীক্ষার পর যা করার আমিই করব। জ্ঞানীরা বলেছেন, "ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।" আশা করি, তুমি আমার কথামতো কাজ করবে। আল্লাহ পাক তোমাকে ধৈর্য ধরার ও সবকিছু বোঝার তওফিক যেন দেন, সেই দো'য়া করে শেষ করছি।

ইতি
তোমারই পারভেজ।

চিঠিটা লিখে জরীনার কাছে পাঠাবার অনেক চেষ্টা করল; কিন্তু কোনো প্রকারেই সফল হল না। মাগরিবের নামাযের পর পড়তে বসল; কিন্তু পড়াতেও মোটেই মন দিতে পারল না। শেষে এগারটার সময় ঘুমাবার চেষ্টা করল।

এমন সময় বন্ধু জসিমের গলা পেল। সে দরজা নক করে বলছে, পারভেজ, ঘুমিয়ে পড়েছিস না কি?

সেই ঘটনার পর থেকে জসিম আসে নি। পারভেজ বেশ একটু অবাক হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে প্রথমে লাইট জ্বালাল। তারপর দরজা খুলে সালাম জানিয়ে বলল, এমন সময় হঠাৎ কি মনে করে?

জসিম সালামের উত্তর দিয়ে বলল, কেন আসতে নেই বুঝি?

তুই তো অনেক দিন আসিস না, তাই বললাম। যাক, আয় বস।

আমি বসতে আসি নি।

তা হলে কেন এসেছিস?

আজ চান্দের চরে বিরাট ওয়াজ মাহফিল হচ্ছে। তুই জানিস নি?

জানি।

কি ব্যাপার? জেনেও যাসনি যে? আমি তো জানি যেখানে যত দূরেই ওয়াজ মাহফিল হয়, সেখানে তোর যাওয়া চাই। খুব অবাক হচ্ছি, একদিকে পরীক্ষার পড়া অন্যদিকে ওয়াজ মাহফিল, কোনটাতেই এটেম না নিয়ে এত তাড়াতাড়ি ঘুমাতে গেছিস।

আমার শরীর ও মন কোনটাই ভালো নেই।

জসিম গতকালের ঘটনা সব জানে। বলল, মাহফিলে গেলে মন ভালো হয়ে যাবে। আমরা কয়েকজন যাচ্ছি। তারা সব মসজিদতলায় অপেক্ষা করছে।

পারভেজ চিন্তা করল, আমি যদি মাহফিলে চলে যায়, তা হলে জরীনা এসে আমাকে না পেয়ে কোথাও যাবে না।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে জসিম বলল, কিরে যাবি না?

পারভেজ বলল, হ্যাঁ যাব। তারপর পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে তার সাথে বেরিয়ে এল। চিঠিটা টেবিলের উপর রেখে যাবার ইচ্ছে ছিল; কিন্তু জসিম সব সময় তার দিকে তাকিয়েছিল বলে রাখতে পারল না।

মসজিদতলায় এসে পারভেজ দেখল, তাদেরই সমবয়সি চার পাঁচজন পরিচিত ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সঙ্গে সালাম বিনিময় করে সকলে চান্দের চরে রওয়ানা দিল।

মাহফিল ফজরের আযানের সময় শেষ হল। নামায পড়ে যে যার বাড়ি চলে গেল।

পারভেজ রুমে এসে ঘুমাতে যাবে এমন সময় আলি এসে বলল, স্যার আপাকে পাওয়া যাচ্ছে না। আম্মা বলল, সে নাকি তার সব জামাকাপড় নিয়ে পালিয়ে গেছে।

কথাটা শুনে পারভেজ হতাশ হয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তারপর আলিকে বলল, তুমি এখন যাও। আলি চলে যাওয়ার পর ঘুমাবার সময় চিন্তা করল, জরীনা নিশ্চয় দরিয়াদৌলতে তার মামাতো বোনের বাড়ি গেছে, ঘুম থেকে উঠে তাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে হবে।

বেলা সাড়ে আটটায় পারভেজের ঘুম ভাঙ্গল। উঠে গোসল করে নাস্তা খেয়ে জরীনাকে ফিরিয়ে আনার জন্য দরিয়াদৌলতে রওয়ানা হল। সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করল।

জরীনা পারভেজকে দেখে রাগে জ্বলে উঠে বলল, তুমি একটা কাপুরুষ। আমার চিঠি পেয়ে ভয়ে সারারাত বাইরে ছিলে। এখন আবার এখানে এসেছ কেন?

পারভেজ সেসব গ্রাহ্য না করে তার হাতে চিঠিটা দিয়ে বলল, তোমার চিঠি পড়ার পর এটা লিখে তোমাকে দেওয়ার অনেক চেষ্টা করেছি; কিন্তু পারিনি। শেষে ভাবলাম, তুমি এলে যা বলার বলব। পড়তে ভালো লাগছিল না বলে শুয়ে শুয়ে তোমার কথা চিন্তা করছিলাম। রাত এগারটার সময় জসিম এসে জোর করে চান্দের চরে ওয়াজ মাহফিলে নিয়ে গিয়েছিল। সকালে ফিরে এসে শুনি তুমি পালিয়ে গেছ।

ততক্ষণে জরীনা চিঠিটা পড়ে ফেলেছে। বলল, কেন এসেছ বল?

তোমাকে নিয়ে যেতে।

অসম্ভব। আমি ফিরে যাব না। গেলে আম্মা আমাকে মেরে ফেলবে।

কথা দিচ্ছি আম্মা যদি আবার মারধর করে, আমি তোমাকে রক্ষা করব। আর তা যদি না পারি, তা হলে তোমাকে নিয়ে কোথায়ও চলে যাব।

জরীনার সাথে তার মামাতো বোনও ছিল। সেও চিঠিটা পড়ল। তারপর তাদের কথাবার্তা শুনে বলল, মাস্টার ভাই ঠিক কথা বলেছেন। আমারও তাই মত, তুই ফিরে যা ভয় পাচ্ছিস কেন? মাস্টার ভাই তো তোকে অভয় দিচ্ছে।

জরীনাকে চুপ করে থাকতে দেখে পারভেজ বলল, তুমি শুধু নিজের দিকটা দেখবে, আমার দিকটা দেখবে না? তারপর আরো অনেক কিছু বলে বুঝিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসতে লাগল।

সকালে যখন জরীনার পালিয়ে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ল তখন সবাই পারভেজকে সন্দেহ করল। কথাটা আব্দুর রবের কানেও উঠল। সে বেলা সাতটার দিকে জসিমকে বলল, তোমরা না জানলেও আমি জানি পারভেজ মাস্টার জরীনাকে কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানায় আগে চলে যেতে বলেছে। একসঙ্গে গেলে সবাই তাকে সন্দেহ করবে; তাই পরে সে তার সাথে মিলিত হবে।

কথাটা জসিমের মনে বিশ্বাস হল। সে তখন আরো তিনচারজন সমবয়সী আত্মীয়দেরকে ঘটনাটা জানিয়ে পারভেজের পিছনে চর লাগাল। পারভেজ যখন জরীনাকে আনার জন্য দরিয়াদৌলতে রওনা দেয় তখন তারা দু'জন ছেলেকে গোপনে তাকে ফলো করতে পাঠিয়ে সবাই মিলে অপেক্ষা করতে লাগল। পারভেজ ও জরীনা যখন গ্রামে এসে ঢুকল তখন জসিম, আব্দর রব, দেলওয়ার এবং সেই দু'জন যারা পারভেজকে এতক্ষণ ফলো করে আসছে, সকলে মিলে তাদেরকে ঘিরে ফেলল। সবার আগে জসমি বলল, তোমরা পালাবার চেষ্টা করেছিলে, না পেরে ফিরে আসছ। পারভেজ খুব অবাক হয়ে বলল, কি বলছিস তুই জসিম? আমি তো তোদের সঙ্গে সারারাত মাহফিলে ছিলাম। ফিরে এসে জানতে পারলাম, জরীনা পালিয়ে গেছে। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম থেকে উঠে আনুর মুখে যখন শুনলাম সে তার মামাতো বোনের বাড়ি দরিয়াদৌলতে গেছে তখন তাকে আমি সেখানে গিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসছি।

আব্দুর রব বলল, আপনি মাহফিলে গিয়েছিলেন–নিজেকে বাঁচাবার জন্য। যাওয়ার আগে জরীনাকে পালাবার কথা বলে গিয়েছিলেন। এখন মিথ্যে বলে আমাদেরকে বুঝ দিচ্ছেন।

পারভেজ কিছু বলার আগে জরীনা আব্দুর রবের দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার মিথ্যে বলছেন, না আপনি মিথ্যে করে স্যারের বদনাম করছেন? আমার চলে যাওয়ার ব্যাপারে স্যারের সঙ্গে আমার কোনো কথা হয়নি। স্যার নির্দোষ।

জসিম বলল, স্যার তোমাকে আনতে যাওয়ার সময় আমাদেরকে জানাল না কেন? এতেই তো বোঝা যায়, আব্দুর রব স্যার যা বলছেন তা ঠিক।

পারভেজ বলল, জসিম, তুইও আমাকে অবিশ্বাস করছিস?

জসিম বলার আগে আব্দুর রব বলে উঠল, জসিম ভাই কি বলবে? আপনার কার্যকলাপ প্রমাণ করছে, আপনি অপরাধী, তারপর তারা জরীনাকে নিয়ে ঘরে চলে গেল।

পারভেজ তখন আর কি করবে? অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে নিজেদের বাড়িতে চলে এল। এখানেও তাকে সবাই ছিঃ ছিঃ করতে লাগল। জসিমরা জরীনাকে খুঁজতে তাদের বাড়িতে এসে সব ঘটনা বলে গেছে। পারভেজের মা, বাবা, বড় ভাই ও ভাবি তাকে ভীষণ রাগারাগি করে বললেন, তুই আমাদের বংশের কুলাংগার। তোর মুখ আমরা দেখতে চাই না।

পারভেজ তাদেরকে আসল ঘটনা জানাবার চেষ্টা করল; কিন্তু তার কথায় কর্ণপাত না করে যা তা বলে তিরস্কার করলেন।

পারভেজ তিরস্কার সহ্য করতে না পেরে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। তার বড় ভাই রসিদ তাকে মারবার জন্য খুঁজতে লাগল। পারভেজ যেন ফুটন্ত পানিতে পড়ল। বড় ভাইয়ের মারের ভয়ে এবং মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ক্ষোভে দুঃখে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু সত্য কোনো দিন গোপন থাকে না। কয়েকদিনের মধ্যে আসল ঘটনা সবাই জানতে পারল। তখন তারা বুঝতে পারল, পারভেজের কোনো দোষ নেই, সব দোষ জরীনার।

একদিন পারভেজের আব্বা মুজিবুল হক পারাতলীতে জরীনাদের বাড়িতে গেলেন। সেখানে জরীনার মুখে বিস্তারিত সবকিছু শুনে বুঝতে পারলেন, জরীনার পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে পারভেজের কোনো দোষ নেই বটে, কিন্তু তাদের দু'জনের মধ্যে যে প্রেমের বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে, একথা সত্য।

তিনি বাড়ি ফিরে এসে ছেলেকে সব কথা বললেন, তুমি পারভেজকে মারধর কর না। সে এমন কোনো ঘটনা ঘটায়নি, যার ফলে আমাদের মান সম্মান ক্ষুণ্ন হবে। তা ছাড়া এখনো আমি বেঁচে আছি। ভালোমন্দ কিছু হলে আমি দেখব। তারপর তিনি একে ভাইপোকে দিয়ে পারভেজকে ডেকে বললেন, তুই আর মন খারাপ করে এখানে ওখানে পালিয়ে বেড়াস না। ঘরে থেকে মন দিয়ে পড়াশোনা কর।

আব্বার কথা শুনে পারভেজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, পড়াশোনা করব কি করে? আমার সব বইপত্র তো জরীনাদের বাড়িতে?

মুজিবুল হক বললেন, আমি আনার ব্যবস্থা করছি। তারপর একজন লোককে পারভেজের সবকিছু নিয়ে আসার জন্য পারাতলী পাঠালেন। কিন্তু জাহেদা বিবি সেই লোকের হাতে কিছুই দিলেন না। তাকে বলে দিলেন জরীনার আব্বাকে বাড়ি আসার জন্য খবর পাঠান হয়েছে। উনি না আসা পর্যন্ত কিছুই দেয়া যাবে না।

লোকটা ফিরে এসে সে কথা মুজিবুল হককে জানাল। তিনি পারভেজকে বললেন, কি আর করবি, দু'চারদিন অপেক্ষা কর, আর খোঁজ রাখ কবে জরীনার বাবা ফিরে আসে।

পারভেজ কিন্তু পারাতলী থেকে চলে আসার পর এত দুঃখ কষ্টের মধ্যে থেকেও জরীনার খোঁজ ঠিক রেখেছে। আব্বার কথা শুনে বলল, তা ছাড়া আর উপায় কি?

কয়েকদিন পর নূরউল্লাহ বাড়ি এলেন। আসার পর পাড়ার আত্মীয় স্বজনের কাছে পারভেজের খোঁজ খবর নিলেন। রাতে যখন জাহেদা বিবি স্বামীকে পারভেজের দুষ্কর্মের কথা সত্য মিথ্যে মিশিয়ে বললেন তখন তিনি বললেন, তুমি শুধু মাস্টারের দোষের কথা বললে, কিন্তু জরীনারও যে দোষ আছে, সে কথা একটুও বলনি। আমি পাড়ার সকলের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখেছি মাস্টার ও জরীনার মধ্যে ভালবাসা হয়েছে, সেটা দোষের হলেও তেমন কিছু নয়। বাড়িতে লজিং মাস্টার রাখলে অমন হয়েই থাকে। আজকাল হরহামেশা সবখানেই হচ্ছে। বুদ্ধি বরে তার ফায়সালা করতে হয়। কিন্তু তুমি ফায়সালা করতে গিয়ে যে ঘটনা ঘটিয়েছ, তা খুন অন্যায়। কারো মন শাসন করে ফেরান যায় না। প্রথম থেকে জরীনার দিকে তোমার লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল। তা হলে

ওদের ভালবাসা এতদূর পর্যন্ত গড়াত না। তা যখন পার নি তখন আর মেয়ের উপর অত্যাচার করে মস্তবড় ভুল করেছ। জরীনা ছেলেমানুষ হয়ে যে অন্যায় করেছে, তুমি মা হয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি অন্যায় করেছ। সব কাছে আমার মাথা নিচু করে দিয়েছ। তা ছাড়া আমি তো জানি, পারভেজ ছেলে হিসাবে খুব ভালো। তাদের বংশও খুব উঁচু। সেই বংশের ছেলেকে জামাই করতে পারলে, বুঝতে পারতাম, আমাদের ও জরীনার ভাগ্য খুব ভালো। ভেবে দেখেছ কি, এই আট দশ মাসের মধ্যে সব ছেলেমেয়েদের রেজাল্ট কত ভালো হয়েছে? তাদের চাল চলনের কত উন্নতি হয়েছে? তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, এরপর যদি তুমি সামনে অগ্রসর হও, তবে আমার বাড়িতে থাকতে পারবে না।

জাহেদা বিবি অল্প শিক্ষিত ও গোঁয়ার ধরণের মেয়ে। স্বামীর কথাগুলো তার কাছে বিষের মতো লাগল। ভীষন রেগে গেলেন। কিন্তু মারের ভয়ে রা করলেন না। নিজের গোঁয়ারতমীর কারণে তিনি স্বামীর হাতে অনেক মার খেয়েছেন। তাই কিছু না বলে গুম হয়ে বসে রইলেন।

পরেরদিন নূরউল্লাহ গ্রামের কয়েকজন গণ্যমান্য লোক নিয়ে শোভারামপুরে পারভেজের বাড়িতে গেলেন।

পারভেজের বাবা মুজিবুল হক তাদেরকে আদর আপ্যায়ন করালেন।

আপ্যায়নের পর নূরউল্লাহ ওনাকে বললেন, আমরা জরীনা ও পারভেজের ব্যাপারে কিছু আলাপ আলোচনা করতে এসেছি। আপনি দরকার মনে করলে পাড়ার কয়েকজনকে ডাকতে পারেন।

মুজিবুল হক বড় ছেলে রসিদকে আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে তিন চারজনকে ডেকে নিয়ে আসতে বললেন।

ওনারা আসার পর নূরউল্লাহ সবাইকে আর একবার আসার উদ্দেশ্য বলে বললেন, আপনারা তো জরীনা আর পারভেজের কথা জেনেছেন। এটা এই অবস্থায় ঝুলে থাকলে নানান লোক নানা রকম কথা বলে বেড়াবে। তাতে আমাদের ও আপনাদের বংশের মান সম্মান নষ্ট হবে। তাই এরকম যাতে না হয়, সেজন্য আমাদের ও আপনাদের কিছু করা দরকার। আপনাদের অনুমতি পেলে আমার কিছু কথা বলব।

মুজিবুল হকের বড় চাচাতো ভাই খোরসেদ আলি বর্তমানে বংশের সবার বড়। তিনি বললেন, বেশ, আপনারাই আগে বলুন, তারপর আমাদের মতামত বলব।

নূরউল্লাহ বললেন, আপনারা রাজি থাকলে আমরা পারভেজের সঙ্গে জরীনার বিয়ে দিতে মনস্থ করেছি; কিন্তু এখন না। পারভেজ বি.এ. পাস করে কিছু একটা করুক, তারপর। আমরা ততদিন জরীনাকে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়াব।

কেউ কিছু বলার আগে রসিদ বলল, আমরা এই বিয়েতে রাজি না।

খোরসেদ আলি রেগে উঠে ভাইপোকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমরা এখানে এতগুলো মুরুব্বী থাকতে বেয়াদবের মতো তুমি আগে বেড়ে ফুট কাটছ কেন? চুপ করে থাক। তারপর পারভেজের আব্বার দিকে তাকিয়ে বললেন, মুজিবুল, তোমাকে একটা কথা বলি, মেয়ের বাপ যে কথা বললেন, সেটা ফেলে দেওয়ার মতো নয় এতে

উভয় বংশের মান সম্মান বাঁচবে। আমি ওনার কথায় একমত। তোমার যদি কিছু বলার থাকে বলতে পার।

মুজিবুল হক বললেন, আমি তোমার সঙ্গে একমত অন্যদের কথা বলতে পারব না।

পারভেজের ছোট চাচা মোতালেব বললেন, আপনারা মুরুব্বী, আপনাদের মতামতই আমাদের মত।

নূরউল্লাহ শুনে বললেন, আপনাদের মতামত জেনে খুমি হলাম। তবে আপনাদের কাছে একান্ত অনুরোধ, পারভেজকে আপনারা বকাবকি বা মারধর করবেন না। আর সে যেন কোন প্রকারেই জরীনার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার চেষ্টা না করে, সেদিকে খুব লক্ষ্য রাখবেন।

রসিদ বলল, আমরা পারভেজকে সামলাতে পারব। আপনারা আপনাদের মেয়েকে সামলাবার ব্যবস্থা করবেন।

নূরউল্লাহ বললেন, তাতো বটেই। আমরা নিশ্চয় সে ব্যবস্থা করব। আপনারা কাউকে পাঠিয়ে পারভেজের বই পুস্তক ও অন্যান্য জিনিষপত্র নিয়ে আসবেন। এরপর ওনারা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

পারভেজ আড়াল থেকে তাদের সব কথাবার্তা শুনেছে। ওনারা চলে যাওয়ার পর এক চাচাতো ভাই জাফরকে সবকিছু নিয়ে আসার জন্য পারাতলী পাঠাল। সেই সঙ্গে জরীনার খবর নিয়ে আসতে বলল।

জাফর সবকিছু নিয়ে ফিরে এল; কিন্তু জরীনার খবর বলতে পারল না। তবে সে যে বাড়িতে নেই, একথা জেনে এসেছে।

জরনি বাড়িতে নেই শুনে পারভেজ খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। কি করে জরীনার খোঁজ পাবে চিন্তা করতে লাগল। শোভারামপুরের ও পারাতলীর অনেক ছেলে তার শুভাকাঙ্খী ছিল। অনেকের সঙ্গে তার বন্ধুত্বও ছিল। তারা সবাই তার প্রেম কাহিনী শুনে দুশমনি করছে। শেষে নিজে প্রতিরাতে পারাতলী গিয়ে জরীনাদের বাড়ির আশে পাশে আত্মগোপন করে ঘোরাফেরা করতে লাগল যদি জরীনা কোন আত্মীয়ের বাড়ির গিয়ে ফিরে এসে থাকে এবং কোন কারণে বাইরে বেরোয়, তা হলে হয়তো তার সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে। পরীক্ষার কথা মনে পড়লেও পড়ায় মন বসাতে পারে না। এমন কি ভালো করে খেতেও পারে না। রাতেরও ঘুম হারাম হয়ে গেছে।

কয়েকদিন পর পারভেজ জানতে পারল, জরীনা তার নানার বাড়ি রামচন্দ্রপুরে আছে। জানার পর কয়েকবার রামচন্দ্রপুর গিয়ে তার নানার বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করে ফিরে এল। সাহস করে কাউকে দিয়ে জরীনার কাছের খবর পাঠাতে পারল না। শেষ মেস যখন কোন উপায় পেল না তখন একটা চিঠি লিখল। কিন্তু চিঠিটা কিভাবে তার কাছে পাঠাবে ভেবে ঠিকি করতে পারল না।

ওদিকে জরীনার অবস্থাও পারভেজের মতো। সেও চিন্তা করছে কি করে পারভেজের খবর নেয়া যায়। কোনো উপায় না পেয়ে সেও একটা চিঠি লিখল। কিন্তু চিঠিটা পাঠাবে কিভাবে ভাবতে লাগল। ডাকে দিলে যদি বাড়ির অন্য কারো হাতে পড়ে যায়, তা হলে বিপদ হয়ে যাবে। শেষে ভেবে ঠিক করল, নানাদের বাড়িতে জোসেফ নামে যে ছেলেটা লজিং থাকে, তার হাতে পাঠাবে।

জোসেফের মা বাবা নেই। ডাইরিয়া হয়ে একসপ্তাহের মধ্যে দু'জনেই মারা গেছে। জোসেফ তখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। তারা একভাই এক বোন। বোনটা ছোট। মা বাবা মারা যাবার পর থেকে জোসেফ জরীনার নানাদের বাড়িতে লজিং আছে। সে এখন ক্লাস নাইনে পড়ে।

একদিন সকালে যখন জোসেফ পড়ছিল তখন জরীনা তার কাছে এসে বলল, জোসেফ ভাই তোমাকে আমার একটা উপকার করতে হবে।

জোসেফ বলল, বল কি করতে হবে।

জরীনা বলল, ব্যাপারটা খুব গোপনীয়।

জোসেফ বলল, তাতে কি? তুমি বল।

জরীনা সংক্ষেপে তার ও পারভেজের সম্পর্কের কথা এবং কেন সে এখানে আছে তা বলল। তারপর অনুরোধ করল, পারভেজের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

জোসেফ বলল, তোমার মতো আমারও একটা বোন আছে। তোমাকে আমি তারমতো মনে করি। ছোট বোনের আব্দার অনুরোধ মেটানই তো বড় ভাইয়ের কর্তব্য। বল কি ভাবে কি করতে হবে।

জরীনা তার হাতে চিঠিটা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি তো রামকৃষ্ণপুর হাইস্কুলে পড়?

জোসেফ বলল, হ্যাঁ পড়ি।

জরীনা বলল, পারভেজও ঐ স্কুলে পড়ে। এ বছর এস.এস.সি. পরীক্ষা দেবে। এখন ক্লাস তো হয় না। তবে কোচিং করতে মাঝে মাঝে যায়। তুমি চিঠিটা নিয়ে প্রথমে স্কুলে খোঁজ করবে। সেখানে না পেলেও শোভারামপুর গ্রামে তাদের বাড়িতে গিয়ে তার হাতে দেবে, অন্য কাউকে দেবে না।

জোসেফ বলল, আমি পারভেজ ভাইকে চিনি, যদিও তার সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় হয়নি। গত বছর স্পোর্টসের সময় দৌড়ে সে ফার্স্ট হয় আর আমি সেকেণ্ড।

জরীনা বলল, তাই নাকি? তা হলে তো ভালই হল।

জোসেফ বলল, তুমি কোন চিন্তা করো না। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব। আজই স্কুলে গিয়ে তার খোঁজ করব। না পেলে তাদের বাড়িতে যাব।

এই সব বিভ্রাটের জন্য পারভেজ অনেকদিন কোচিং করতে স্কুলে যাইনি। আজ গিয়ে স্কুলের গেট দিয়ে ঢুকেছে এমন সময় জোসেফ সালাম দিয়ে বলল, পারভেজ ভাই একটু দাঁড়ান। সে তারই অপেক্ষায় গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিল।

পারভেজ সালামের উত্তর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

জোসেফ বলল, আমাকে চিনতে পারছেন?

পারভেজ মৃদু হেসে বলল হ্যাঁ, তুমি জোসেফ না?

জোসেফও মৃদু হেসে বলল, আপনি ঠিক ধরেছেন। আপনার সঙ্গে কথা আছে বাইরে চলুন বলছি। তারপর গেটের বাইরে এসে চিঠিটা দিয়ে বলল, জরীনা দিয়েছে। তার নানাদের বাড়িতে আমি লজিং থাকি।

পারভেজ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করে বলল, আমি যে কত খুশী হয়েছি, তা তোমাকে বলতে পারছি না। জরীনাকে বলো

আমি ভালো আছি। আর এই চিঠির উত্তর কাল তোমার হাতে দেব। তুমি এখন যাও তোমাদের ক্লাস শুরু হওয়ার সময় হয়ে গেছে। আমাদের ক্লাস আরম্ভ হতে দেরি আছে।

জোসেফ সালাম বিনিময় করে চলে যাওয়ার পর পারভেজ চিঠিটা খুলে পড়তে লাগল–

প্রাণের পারভেজ,

প্রথমে আমার শতকোটি সালাম নিও। পরে জানাই যে, এতদিন তোমাকে না দেখে এবং তোমার কোনো সংবাদ না পেয়ে আমি যে কি যাতনাময় দিন যাপন করছি, তা আল্লাহ পাক জানেন। তোমারও যে আমার মতই অবস্থা তাও জানি। তুমি কি এতদিন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করনি? একমন বলে চেষ্টার ত্রুটি করছ না। অন্য মন বলে লোকজনের অপবাদ সহ্য করতে না পেরে আমাকে মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছ। যাই হোক, যদি তোমার প্রতিজ্ঞার কথা মনে থাকে, তা হলে পত্রবাহকের হাতে পত্রের উত্তর তো দিবেই, তার সঙ্গে রামচন্দ্রপুরে এসে আমার সঙ্গে অতি অবশ্যই দেখা করবে। আর একটা কথা, পরীক্ষায় তোমাকে ভালো রেজাল্ট করতেই হবে। আমার কথা ও তোমার পড়াতে গাফলতি করো না। আর বেশি কিছু লিখলাম না, তোমার ও তোমার পত্রের আশায় রইলাম। সবশেষে তোমার প্রতি রইল আমার অকৃত্তিম প্রেম ও ভালবাসা। 'আল্লাহ হাফেজ'।

ইতি–

তোমার জরীনা।

পারভেজ চিঠি পড়া শেষ করে পকেটে রেখে কোচিং ক্লাস করতে গেল। তারপর বাড়িতে এসে আগের চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে জরীনার চিঠির উত্তর লিখতে বসল।

প্রিয়তমা জরীনা,

আল্লাহ পাক তোমার প্রতি নেগাহবান হোক, এই দো'য়া করি। তারপর প্রেমের শুভেচ্ছা পাঠালাম। আজ তোমার পত্র পেয়ে এত আনন্দিত হয়েছি যে, তা ভাষায় লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যাই হোক, এতদিন তোমার চিন্তায় পড়াশোনা মোটেই করতে পারি নি। তোমার চিঠি পেয়ে এবং তাতে তোমার উপদেশ পেয়ে ইনশাআল্লাহ ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারব বলে আশা রাখি। তবে রেজাল্ট কতটা ভালো করতে পারব, তা বলতে পারছি না। কারণ পরীক্ষা কানের গোড়ায়। তোমার বাবা লোকজন নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে তোমার বিয়ের ব্যাপারে যে সমস্ত কথাবার্তা বলে গেছেন, তা হয়তো শুনেছ। যদি না শুনে থাক, তা হলে আমি অতিশিঘ্র তোমার সঙ্গে যখন দেখা করব তখন সবিস্তারে বলব, আজ এই পর্যন্ত থাক। তোমার উপদেশ রক্ষার্থে পড়ায় মন দেব। তাই তোমাকে আমার একনিষ্ঠ প্রেম ও ভালবাসা জানিয়ে শেষ করছি। 'আল্লাহ হাফেজ।'

ইতি–

তোমার পারভেজ।

পরেরদিন পারভেজ স্কুলে গিয়ে চিঠিটা জোসেফকে দিল।

জোসেফ বলল, জরীনা আপনাকে আমার সাথে যেতে বলেছে।

পারভেজ বলল, আজ যেতে পারব না। আর দু'একদিন হয়তো আমি স্কুলেও আসতে পারব না। যেদিন আসব, সেদিন যাব। আমার মেজভাই চট্রগ্রাম থেকে এসেছে। বাড়িতে কাজ আছে। আমি এক্ষুনি চলে যাব শুধু চিঠিটা দেওয়ার জন্য এসেছি।

গতরাতে পারভেজের মেজভাই খায়ের চট্টগ্রাম থেকে বাড়ি এসেছে। সবকিছু শুনে পারভেজকে প্রথমে খুব বকাবকি করে, তারপর নরমসুরে অনেক কিছু সৎ উপদেশ দিয়ে জরীনাকে মন থেকে সরিয়ে ভালোভাবে লেখাপড়া করতে বলে আজ সকাল থেকে তাকে চোখে চোখে রেখেছিল। পারভেজকে বইখাতা নিয়ে বেরোতে দেখে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবি?

পারভেজ বলল, স্কুলে কোচিং ক্লাস করতে।

খায়ের একটু রাগের সঙ্গে বলল, আজ বাদ কাল পরীক্ষা, এখন আবার কিসের কোচিং ক্লাস? যা ঘরে বসে বসে পড়ে।

পারভেজ বলল, ইংরেজী স্যারের কাছে আমার একটা নোট রয়ে গেছে, সেটা নিয়ে চলে আসব, কোচিং ক্লাস করব না।

খায়ের বলল, যা তাড়াতাড়ি ফিরবি।

পারভেজ বলল, তাতো ফিরবই।

মেজভাইয়ের কারণে পারভেজ আজ জরীনার কাছে যেতে পারল না।

খায়ের দু'তিন দিন থেকে চট্টগ্রাম চলে গেল। এই কদিন সবসময় পারভেজকে অনেক বুঝিয়েছে। মন দিয়ে পড়াশোনা করে পরীক্ষার ফল যেন ভলো হয় সে কথা বারবার বলেছে।

খায়ের চলে যাওয়ার দিনই পারভেজ স্কুলে গিয়ে জোসেফের সঙ্গে রামচন্দ্রপুর গেল।

জরীনা তাকে দেখে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, আমার লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়ে আম্মা এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। চব্বিশ ঘন্টা শুধু তোমার কথা মনে পড়ে। আমার দিন কাটতে চায় না। মনে হয় আব্বা তোমাদের বাড়িতে গিয়ে যে কথা বলে এসেছিল, তা রাখবে না। তা না হলে আমার পড়া বন্ধ করে দিয়ে এখানে রেখেছে কেন? আমার ভালো ঠেকছে না। পরীক্ষার পর তুমি যেমন করে হোক অবশ্যই আমাকে বিয়ে করবে। নচেৎ আমার অবস্থা কি হবে, তা আল্লাহ পাক জানেন।

পারভেজ বলল, এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? তোমার আব্বা লোকজন নিয়ে আমাদের মুরুব্বীদেরকে কথা দিয়ে এসেছে, আমি বি.এ. পাস করার পর আমাদের বিয়ে হবে। ততদিন তুমি এস.এস.সি পাস করবে।

জরীনা বলল, সে সব কথা আমি জানি। কিন্তু বিশ্বাস করি না। তুমি তো নিজের চোখে দেখতে পেলে, তারা আমার পড়াশোনা বন্ধ করার জন্য এখানে রেখেছে। পারভেজ বলল, তবু তোমাকে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। কারণ এত তাড়াতাড়ি তোমাকে

বিয়ে করলে আমার ভবিষ্যৎ জীবন থেকে চিরতরে আলো নিভে যাবে। জীবনের সব সখ সাধ অন্ধকারের সাগরে তলিয়ে যাবে।

জরীনা দৃঢ়স্বরে বলল, না তা আমি হতে দেব না। তুমি শুধু আমাকে বিয়ে কর। তারপর আমাকে যোখানে ইচ্ছা সেখানে রেখে তুমি তোমার সাধনা চালিয়ে যাবে। সাবলম্বি হওয়ার পর আমার কাছে আসবে। তাতে যদি পাঁচ ছয় বছর সময় লাগে, তাতেও আমার কোনো অসুবিধে হবে না। আর যদি তা না কর, তা হলে আব্বা আম্মা জোর করে অন্য ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে দেবে। তবে জেনে রাখ, বিয়ে তারা আমর দিলেও সেই স্বামী আমাকে পাবে না, পাবে আমার লাশ।

পারভেজ তার যুক্তিতে রাজি হয়ে বলল, বেশ তুমি যা চাও তাই হবে। তারপর সে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এল।

নূরউল্লাহ পারভেজের ব্যাপারে যখন দোষারূপ করেন তখন জাহেদা বিবি রেগে গেলেও ভয়ে কিছু বলেন নি; কিন্তু শোভারামপুর থেকে ফিরে এসে স্বামীর কাছে যখন পারভেজকে জামাই করার কথা শুনলেন তখন আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন, তুমি যদি পারভেজকে জামাই কর, তা হলে আমার মরা মুখ দেখবে। এই কথা বলে মার খাবার ভয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

নূরউল্লাহ কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। পরের দিন কর্মস্থলে চলে গেলেন। কয়েকদিন ধরে তিনি স্ত্রীর কথাটা চিন্তা করলেন, জরীনার মা যে রকম গোঁয়ার গোবিন্দ মেয়ে যদি পারভেজকে জামাই করি, তা হলে হয়তো সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করে ফেলবে। শেষে ভেবে ঠিক করলেন, এবারে গিয়ে গোপনে জরীনার বিয়ে অন্যত্র দিয়ে ফেলতে হবে।

কিছুদিন পর নূরউল্লাহ বাড়িতে এসে স্ত্রীকে বললেন, আমি ভেবে দেখলাম, জরীনার বিয়ে অন্যত্র দেব। কারণ পারভেজের বি.এ. পাস করতে চার পাঁচ বছর লাগবে। এতদিন মেয়েকে আইবুড়ো করে রাখা ঠিক হবে না।

জাহেদা বিবি স্বামীর কথা শুনে মনে মনে খুশি হলেও খোঁচা দিতে ছাড়লেন না। বললেন, এতদিনে তা হলে মাথার ঘীলু পরিস্কার হল? যাক, বিয়েটা কিন্তু গোপনে সরতে হবে। পারভেজ জানতে পারলে দুশমনি করে ভাঙ্গিয়ে দেবে।

নূরউল্লাহ খোঁচা খেয়ে তেতে গেছেন। বললেন, সে কথা আমাকে না বলে নিজেকে বলো। তোমার পেটে তো কোনো কথা হজম হয় না। এমনিই তো লোকে বলে "মেয়েদের মুখ হাঁসের পঁদ।"

জাহেদা বিবিও তেতে গিয়ে বললেন, মেয়েদের যতই দোষ পুরুষরা দিক না কেন, তবু তাদেরকে না হলে পুরুষদের সিদ্ধ হয় না।

নূরউল্লাহ বললেন, মেয়েরা ঠোটের জোরে জিততে চায়। তাই পুরুষরা তাদেরকে উত্তম মধ্যম বখশীস দেয়।

জাহেদা বিবি বুঝতে পারলেন, এরপর আরো কিছু বললেন স্বামী হয়তো এক্ষুণি সেই বখশীস দিয়ে দেবে। তাই আর কিছু না বলে সেখান থেকে সরে গেলেন।

পরের দিন নূরউল্লাহ রামচন্দ্রপুরে গিয়ে জরীনাকে বাড়ি নিয়ে এলেন। সেই দিন সন্ধ্যার পর আত্মীয়দের মধ্যে দু'তিন জন মুরুব্বী লোক নিয়ে জরীনার বিয়ে দেওয়ার পরামর্শ করতে বসলেন।

ওনারা বললেন, তুমি আমাদেরকে নিয়ে শোভারামপুরে গিয়ে পারভেজের সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে তাদেরকে বলে এলে। এখন আবার অন্যত্র বিয়ে দেয়ার কথা বলছ কেন?

নূরউল্লাহ বললেন, তখন বলেছিলাম ঠিক। পরে ভেবে চিন্তে দেখলাম, পারভেজ বিয়ের উপযুক্ত হতে চার পাঁচ বছর সময় লাগবে। অতদিন তো আর মেয়েকে আইবুড়ো করে ঘরে রাখতে পারি না। তাই আমি কিছুদিনের মধ্যে বিয়ে দিতে চাই।

নূরউল্লাহর এক ভাই বললেন, জরীনা যে রকম একগুঁয়ে মেয়ে, বিয়েতে রাজি হবে কিনা সন্দেহ। তাকে এখানে নিয়ে এস। তার মতামত নিয়ে যা করার করা উচিত। নচেৎ কোনো অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে।

নূরউল্লাহ মেয়েকে নিয়ে এসে তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমরা তোর বিয়ে ভালো ঘরে ভালো ছেলের সঙ্গে দিতে চাই, তুই কি কিছু বলবি?

জরীনা বাপ চাচাদের সামনে লজ্জা পেয়ে কিছু বলতে পারল না। মাথা নিচু করে রইল।

তার চাচা বললেন, চুপ করে থাকিস না, কিছু বল। নচেৎ আমরা মনে করব, তুই রাজি আছিস।

জরীনা মাথা নিচু করেই বলল, আমি রাজি না। আমার বিয়ে দিতে হলে স্যারের সাথে দিতে হবে। তা এখন দেন আর যখন দেন। যদি জোর করে অন্যত্র বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন, তা হলে বলে থেমে গেল।

নূরউল্লাহ চিন্তা করলেন, জোর করে অন্যত্র বিয়ে দিলে জরীনা সত্যি সত্যি যদি কিছু করে বসে। তার চেয়ে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখা যাক, ওর মতিগতি ফিরে কিনা।

মেয়ের অরাজীর কথা শুনে জাহেদা বিবি খুব রেগে গেলেন। রাগ সহ্য করে প্রথমে মেয়েকে অনেক বোঝালেন, ভয়-ভীতিও দেখালেন। কিন্তু কিছুতেই বাগে আনতে পারলেন না। শেষে তিনি স্বামীকে বললেন, তুমি পাত্রের সন্ধান কর। ওকে রাজি করানর ভার আমি নিলাম। তারপর নিজের বড় ভাইকে ডেকে পাঠালেন।

জরীনার মামারা তিন ভাই ও চার বোন। যাকে যাহেদা ডেকে পাঠালেন তিনি সবার বড়। নাম আরজু মিয়া। ওনার বয়স পঞ্চাশের উপর। পাঁচ ছ'টা ছেলেমেয়ে। বড় মেয়ের বিয়েও দিয়েছেন। অন্যরা সব লেখাপড়া করছে।

আরজু মিয়া বোনের বাড়ি এসে জাহেদা বিবিকে বললেন, কি রে, হঠাৎ ডেকে পাঠালি কেন? এই তো দু'একদিন আগে জরীনার বাপ জরীনাকে আনতে গিয়েছিল?

জাহেদা বিবি জরীনার বিয়ের অমতের কথা বলে বললেন, বড়ভাই, তুমি কোনো খোনকারের কাছ থেকে তাবিজ এনে দাও। জরীনা যেন পারভেজকে ভুলে যায়।

আরজু মিয়া ভাগনীর সব কথা জানেন। বললেন, তুই চিন্তা করিস না। আমি সে ব্যবস্থা করছি। দু'দিনের মধ্যে তাবিজ নিয়ে আসব। এখন যাই মাঠে কামলা লাগিয়েছি।

জাহেদা বিবি বড়ভাইকে নাস্তা খাইয়ে বিদায় দিলেন।

দিন দুই পর আরজু মিয়া খোনকারের কাছ থেকে তাবিজ করে এনে বোনের হাতে দেয়ার সময় কিভাবে কি করতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

জাহেদা বিবি জানেন, জরীনা সজ্ঞানে তাবিজ পরতে চাইবে না। আর তাবিজ ধোঁয়া পানিও খেতে চাইবে না। তাই ভাত খাওয়ার সময় তাকে একা খেতে দিয়ে একগ্লাস পানিতে তাবিজ ধুয়ে খেতে দিলেন। তারপর অনেক রাতে জরীনা যখন গভীর ঘুমে আছন্ন তখন তার গলায় তাবিজ পরিয়ে দিলেন।

পরের দিন সকালে জরীনা গলায় তাবিজ দেখেও কোন উচ্চবাচ্য করল না। কিন্তু সে বেশ গম্ভীর হয়ে গেল।

তাই দেখে জাহেদা বিবি বুঝতে পারলেন, তাবিজের এ্যাকশান শুরু হয়েছে। খোনকারও সেই কথা বলে দিয়েছেন।

এর তিনচার দিন পর পাত্র ও পাত্র পক্ষের লোকেরা জরীনাকে দেখতে এল।

তাবিজের গুণে হোক অথবা অন্য যে কোনো কারণে হোক, জরীনা সব কিছু জেনেও তাদেরকে দেখা দিল।

জরীনাকে দেখে তাদের এত পছন্দ হল যে, তারা একেবারে বিয়ের কথাবার্তা পাকা করে দিনক্ষণ ঠিক করে চলে গেল।

জাহেদা বিবি স্বামীকে বললেন, দেখলে তো আমার বাহাদুরী? মেয়েদেরকে তোমরা যতই খারাপ বা বোকা ভাব না কেন, তারা তা নয়।

মেয়ের মতিগতি ফিরতে দেখে এবং তার বিয়ের সবকিছু ঠিক হয়ে যেতে নূউরল্লাহ দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা পেয়েছেন। খুব আনন্দিতও হয়েছেন। তাই স্ত্রীর কথা শুনে একটু রেগে গেলেও মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, তবু মেয়েরা পুরুষের চেয়ে বড় নয়। এটা ক্বুরআন হাদিসের কথা। এসব কথা বাদ দাও। আল্লাহকে জানাও, যেন ভালই ভালই কাজটা মিটে যায়।

পারভেজ এসবের কিছুই জানতে পারল না। সে নিশ্চিতে পড়া নিয়ে ব্যস্ত। কয়েকদিন আগে রামচন্দ্রপুরে গিয়ে জরীনাকে বলে এসেছে, পরীক্ষার বেশি দেরি নেই। তাই তোমার সাথে দেখা করতে ঘন ঘন আসতে পারব না। শুনে জরীনা বলেছে, তা হলে সপ্তাহে অন্তত একদিন এসে আমাকে দেখা দিয়ে যাবে। তাতে রাজি হয়ে পারভেজ চলে এসেছে।

গতসপ্তাহে পারভেজ জরীনাকে দেখা দিয়ে এসেছে। এ সপ্তাহে এখনও যাইনি।

দু'এক দিনের মধ্যে যাবে যাবে করছে।

পারভেজের পাড়াসুবোধে এক ভাতিজা আছে। নাম নূর নবী। পারভেজের চেয়ে কয়েক বছরের বড়। তবু চাচা ভাতিজার মধ্যে বন্ধুত্বের মতো সম্পর্ক। পারভেজের সব খবর সে জানে। নূর নবী তাকে খুব ভালবাসে।

নূর নবীর সঙ্গে আবার জরীনার আব্বা নূরউল্লাহর সঙ্গে খুব ভাব। নূরউল্লাহ ঢাকা থেকে বাড়ি এলেই নূর নবী বেশির ভাগ সময় তার সাথে কাটায়। সে বাড়িতে না থাকলেও নূর নবী অবাধে তাদের বাড়িতে যাতায়াত করে। জাহেদা বিবিও তাকে খুব স্নেহ করেন। সেই সুযোগে নূর নবী জরীনা ও পারভেজের চিঠিপত্র ও খবরাখবর সরবরাহ করে। যেদিন জরীনাকে দেখে পাত্রপক্ষ বিয়ের পাকা কথা ঠিক করে যায়, সেদিন সেখানে নূর নবীও ছিল। ফিরে এসে সেকথা পারভেজকে বলল।

পারভেজ শুনে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারল না। বলল, ভাতিজা এ তুমি কি বলছ? আমি যে আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

নূর নবী বলল, আমি সেখানে ছিলাম। আমার সামনেই সবকিছু হল তখন আমিও নিজের চোখ কানকে বিশ্বাস করতে পারিনি।

পারভেজ বলল, জরীনা হয়তো তার মা-বাবার সঙ্গে ছলনা করছে।

নূর নবী বলল, আমার কিন্তু সেরকম মনে হয়নি। তুমি যাই বল চাচা, আমার যেন মনে হচ্ছে, জরীনা ঘুরে গেছে।

পারভেজ চিন্তিত মুখে বলল, তুমি একটু বস, আমি একটা চিঠি লিখে তোমাকে দেব, সেটা তুমি জরীনাকে দেবে।

নূর নবী বলল, এখর আর চিঠি লিখে কি হবে?

পারভেজ বলল, যা হওয়ার তাই হবে। তুমি বস, আমি তাড়াতাড়ি চিঠিটা লিখে ফেলি। তারপর চিঠি লিখে তার হাতে দিল।

নূর নবী চিঠি পড়ে বলল, এখন আর চিঠি লেনদেন করতে পারব না। যেখানে বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেছে, সেখানে জেনে শুনে এই রকম চিঠি দেয়া আমার ঠিক হবে না।

পারভেজ তার হাতে ধরে কাকুতি মিনতি করে বলল, শেষবারের মতো এই কাজটা করে দাও ভাতিজা; আর কোনো দিন বলব না।

নূর নবী পারভেজের কাতরক্তি শুনে না করতে পারল না। পারতলী গিয়ে জরীনাকে চিঠিটা দিল।

জরীনা পড়ে সেটা তার মায়ের হাতে দেওয়ার সময় বলল, আব্বার বন্ধু নূর নবী স্যারের ভাতিজা। সে এটা আমাকে দিয়েছে।

নূর নবী তখন নূরউল্লাহর সঙ্গে কথা বলছিল। জাহেদা বিবি সেখানে এসে স্বামীর হাতে চিঠিটা দিয়ে নূর নবীর দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বলল, একটু আগে তোমার ঐ বন্ধু জরীনাকে দিয়েছে।

নূরউল্লাহ চিঠিটা পড়তে লাগলেন–

প্রাণের জরীনা,

প্রথমে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে ভালবাসা ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করো। পরে জানাই যে, আমি তোমার বিয়ের কথা শুনেছি। শুনে মনে করেছি, তোমার মা বাবার সঙ্গে তুমি ছলনা করছ। আমার ধারণা যদি সত্য হয়, তা হলে বিয়ের আগের রাতে তুমি জসিমদের ঘরের পিছনে রাত এগারটা বারটার সময় থাকবে। আমি তোমাকে নিয়ে এসে বিয়ে করব। আর বেশি কিছু লিখলাম না। নূর নবীর হাতে পত্রের উত্তর দিও। আল্লাহ পাকের দরবারে তোমার সহি সালামতের জন্য দো'য়া করে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।

ইতি --

তোমার প্রাণের পারভেজ।

চিঠি পড়ে নূর উল্লাহ খুব রেগে গিয়ে নূর নবীকে বললেন, তুমি বন্ধু হয়ে এমন কাজ করতে পারলে? তারপর তাকে যাচ্ছে তাই করে গালা গালি দিয়ে অপমান করলেন।

জাহেদা বিবিও রাগে কাঁপতে কাঁপতে অনেক কিছু খারাপ গালিগালাজ করলেন। শেষে বাড়ি থেকে তাকে বের করে দেয়ার সময় নূরউল্লাহ বললেন, আর কোনোদিন তুমি আমাদের বাড়ি আসবে না।

নূর নবী অপমানিত হয়ে ফিরে এসে পারভেজকে সব কথা বলে বলল, তুমি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবে, আমি দেখব কেমন করে তারা মেয়ের বিয়ে দেয়।

পারভেজ জরীনার ব্যাপাটা নিয়ে কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করে ও কিছু বুঝতে না পেরে বলল, না ভাতিজা, তা হয় না। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমি তার কোনো ক্ষতি করতে পারব না। কারণ তাকে আমি নিজের থেকে বেশি ভালবাসি। তার কোনো ক্ষতি হলে সে যতটা দুঃখ পাবে, তার চেয়ে আমি বেশি দুঃখ পাব।

নূর নবী বলল, জরীনাও তো তোমাকে ভালবাসত, সে যদি তোমাকে দুঃখ দিতে পারে, তুমি কেন পারবে না? নিজেকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে তাকে সুখী করে তোমার লাভ কি? সবাই তোমাকে ছিঃ ছিঃ করবে। বলবে পারভেজ একটা বাজে মেয়ের সঙ্গে

প্রেম করে হেরে গেল। তোমাকেই সবাই দোষ দেবে। আর শুনে রাখ, তুমি কিছু না করলেও আমি আমার অপমানের প্রতিশোধ তুলে তবে ছাড়ব।

পারভেজ ভিজে গলায় বলল, ভাতিজা, তুমি বুঝদার হয়েও কেন অবুঝের মতো কথা বলছ? জেনে রেখ, আমি জরীনাকে যদি সত্যিকার ভালবেসে থাকি এবং আমার ভালবাসা যদি পবিত্র হয়, তা হলে সে ভুল করে ভালবাসার অপমান করলেও একদিন না একদিন তার সেই ভুল ভাঙ্গবে। তখন সে আবার আমার কাছে ফিরে এসে ক্ষমার জন্য হাত পাতবে। আমি সেই দিনের জন্যে আমরণ অপেক্ষা করে থাকব। তবে আমি যদি কোনো প্রকারে অন্ততঃ একবার তার সঙ্গে দেখা করতে পারতাম, তা হলে তাকে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করতাম, আর আসল ঘটনা জানতে পারতাম। আমার কি মনে হয় জান ভাতিজা, জরীনার আম্মা কাউকে দিয়ে তাবিজ টাবিজ করেছে। নচেৎ কিছুতেই সে এরকম করত না।

নূর নবী পারভেজের কথা শুনে খুব রেগে গেল। কোনো কথা না বলে হন হন করে সেখান থেকে চলে গেল।

এদিকে জাহেদা বিবি, চিঠিতে জসিমদের ঘরের পিছনে জরীনাকে থাকতে বলায় চিন্তা করলেন, জসিম তার বন্ধুর সঙ্গে জড়িত আছে। তাই একদিন জসিমকে ডেকে যা তা বলে রাগারাগি করতে লাগলেন।

জসিমের মা তহুরন বিবি জানতে পেরে জাহেদা বিবির সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু করলেন। এক পর্যায়ে তা ভীষণ ঝগড়াতে গিয়ে পৌঁছাল, শেষে পুরুষরা এসে ঝগড়া থামাল।

সেই থেকে জসিম জরীনাদের উপর রেগে রইল। ভাবল, যার জন্য চুরি করি, সেই বলে চোর। জসিম নিজেকে খুব অপমানিত বোধ করে তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য একদিন পারভেজের কাছে এল।

জরীনাকে তার মামাত বোনের বাড়ি থেকে ফিরিয়ে আনার দিন পারভেজ জসিমের ব্যবহারে খুব মর্মাহত হয়ে আল্লাহকে জানিয়েছিল, "আল্লাহ তুমি আমার বন্ধুর ভুল ভাঙ্গিয়ে দিও।" আজ তাকে দেখে সালাম বিনিময় কলে বলল, কি রে জসিম, হঠাৎ কি মনে করে?

জসীম বলল, সেদিন আমি তোকে ভুল বুঝেছিলাম। সে ভুল আমার ভেঙ্গেছে। আমাকে তুই মাফ করে দে।

পারভেজ বাল্যবন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমি জানতাম, তোর ভুল একদিন ভাঙ্গবে।

জসিম আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে বলল, তুই কিছু চিন্তা করিস না, জরীনার সঙ্গে আমি তোর বিয়ে যেমন করে হোক দেব। দেখব, ওর মা-বাবা কেমন করে অন্য জায়গায় বিয়ে দেয়।

পারভেজ বলল, তুই আবার ভুল করছিস। জরীনার অমতে যদি তারা বিয়ে দিত, তা হলে আমিও দেখে নিতাম, তারা কেমন করে মেয়ের বিয়ে দেয়। কিন্তু জরীনা যেখানে স্বেচ্ছায় বিয়েতে মত দিয়েছে, সেখানে আমি যেমন বাধা দেব না, তেমনি অন্যকেও বাধা দিতে দেব না। তারপর নুর নীবকে যা বলেছিল, জসিমকেও বলে

বলল, জরীনা আমাকে দূরে সরিয়ে দিলেও আমি তাকে আজীবন ভালবেসে যাব। সব সময় তার সুখ শান্তির জন্য দো'য়া করব।

জসিম তার কথা শুনে মনক্ষুন্ন হয়ে ফিরে গেল।

জাহেদা বিবি বলে বেড়াতে লাগলেন, আমি আমার জীদ বজায় রাখলাম। আমার মেয়ের বিয়ে এ লম্পট মাস্টারের সঙ্গে না দিয়ে ভালো ছেলের সঙ্গে বড় ঘরে দিচ্ছি।

আল্লাহ পাকের মহিমা মানুষের বোঝার অসাধ্য। তাই জরীনার বিয়ের তারিখের সাত দিন আগে জাহেদা বিবি একদিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন। তিনি মনের সাধ মিটিয়ে যেতে পারলেন না। মারা যাওয়ার পর ওনার নাক, মুখ ও পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে পানির স্রোতের মতো রক্ত বয়ে যেতে লাগল।

এই দৃশ্য দেখে সবাই বলাবলি করতে লাগল, পারভেজ মাস্টার জরীনার মাকে পানি বান মেরে মেরে ফেলছে। অবশ্য কেউ কেউ একথাও বলল, পারভেজের মতো ধার্মিক ছেলের বদনাম দেয়ার জন্য এরকম হয়েছে।

জাহেদা বিবি যখন মারা যান তখন নূরউল্লাহ ঢাকায় কর্মস্থলে ছিলেন। ঐদিনই জরীনার চাচা রাকৃষ্ণরপুর থেকে ওনার অফিসে টেলিফোনে খবরটা জানালেন, উনি পরেরদিন বাড়ি এসে মৃত স্ত্রীর অবস্থা দেখে এবং অনেকের কাছে পানিবান মারার কথা শুনে বললেন, এই কাজ পারভেজেরই। তারপর গ্রামের গণ্যমান? কয়েকজন লোককে দৃশ্যটা দেখিয়ে লাশ দাফন করলেন।

এর কয়েকদিন পর নূরউল্লাহ পারভেজের বিরুদ্ধে থানায় কেস দিলেন।

দারোগা তদন্ত করে কোনো প্রমাণ না পেয়ে কেস ডিসমিস করে দিলেন।

জরীনার বিয়ে পিছিয়ে গেল। সে সবাইয়ের কাছে বলে বেড়াতে লাগল, মাস্টারকে আমি ভালবেসেছিলাম ঠিক কথা, কিন্তু আমার মা তার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইনি বলে সে আমার মাকে পানিবান মেরে মেরে ফেলেছে। মাস্টার এখন আমার শত্রু।

এতকিছুর পরও পারভেজ জরীনার সঙ্গে দেখা করার অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু জরীনা কিছুতেই দেখা দিল না। তার ফলে পারভেজ খুব ভেঙ্গে পড়ল। এই সময় তার পরীক্ষা শুরু হল। একের পর এক এইসব ঘটনা ঘটে যাওয়ায় পারভেজ মোটেই পড়াশুনা করতে পারে নি। তবু পরীক্ষা দিল।

পরীক্ষার কয়েকদিন পর পারভেজ শুনল, জীরনার সেই চাচাতো ভাই দেলওয়ার, যে নাকি তার ছোট বোনের থেকে পারভেজ ও জরীনার কয়েকটা চিঠি পেয়ে জরীনার মাকে দিয়েছিল, সে ব্লাড ক্যান্সার হয়ে মেডিকেলে মারা গেছে।

দেলওয়ার যেদিন মেডিকেলে ভর্তি হওয়ার জন্য যায়, সেদিন সে সকলের কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেয়। যখন পারভেজের সঙ্গে দেখা করে মাফ চেয়েছিল তখন পারভেজ তাকে বলেছিল, বন্ধু হয়ে তুমি আমার মনে যে ব্যথা দিয়েছ, তা আল্লাহ তোমাকে মাফ করলেও আমি করব না। এখন তার মৃত্যু সংবাদ শুনে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করল, আল্লাহ পাক, আমি তাকে তখন মাফ করিনি, এখন করে দিলাম। তুমিও তাকে মাফ করে দিও।

এর মধ্যে পারভেজের মেজভাই খায়ের বাড়ি এসে সব কিছু শুনে তাকে নিয়ে চট্টগ্রাম চলে গেল।

এখানে এসেও পারভেজের কোনো পরিবর্তন হল না। জরীনার চিন্তায় তার খাওয়া দাওয়া উঠে গেছে। রাতে একফোটা ঘুমাতে পারে না, দিন দিন সে শুকিয়ে যেতে লাগল। খায়ের তাকে একজন বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল।

ডাক্তার পায়খানা, পেশাব, রক্ত ও সবকিছু পরীক্ষা করে বললেন, এর শরীরে কোনো রোগ নেই। কোনো ব্যাপারে মনে আঘাত পেয়েছে। সব সময় সেই কথা চিন্তা করে। সেই চিন্তা দূর করার আপনারা ব্যবস্থা করুন। নচেৎ কিছু দিনের মধ্যে হয় কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হবে, আর তা না হলে পাগল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তারপর প্রেসক্রীপশান করে দিয়ে বললেন, এই ভিটামিনগুলো ছাড়া অন্য কোনো ওষুধ লাগবে না।

খায়ের ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে এসে ছোট ভাইকে নানান কথা বলে বুঝিয়ে জরীনাকে ভুলে যেতে বলল।

মাস দু'য়েক পর পারভেজের রেজাল্ট বের হল, সে সেকেণ্ড ডিভিশানে পাস করেছে। রেজাল্ট বেরোবার পর খায়ের তাকে বলল, কলেজে ভর্তি হয়ে মন দিয়ে পড়াশোনা কর; দেখবি আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর একদিন একরকম জোর করে তাকে কলেজে ভর্তি করে দিল।

কিন্তু তাতেও কোনো সুফল হল না। কলেজে মেয়েদের দেখলে পারভেজের জরীনার কথা মনে পড়ে। পড়ার সময় বই খুললে বইয়ের পাতায় জরীনার ছবি ভেসে উঠে। জরীনা যেন তার দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার, আমি তোমার সাথে বেঈমানি করি নাই। তোমার আমার প্রেমের মাঝে বাধা সৃষ্টি করেছিল আমার মা। সে জন্যে সে তার ফলও পেয়েছে। এইসব কারণে পারভেজ বই খাতা হাতে নিতে পারে না। তা ছাড়া বই হাতে নিলে শরীর থেকে যেন আগুনের মত বাষ্প বের হতে থাকে। কেউ যেন তার পড়াশোনা বন্ধ করার জন্য তাকে বান মেরেছে। অনেক চেষ্টা করেও সে পড়াশোনা করতে পারল না।

জাহেদা বিবির মৃত্যুর দেড় মাস পর জরীনার বিয়ে হয়েছে। পাত্র তারই ফুফাতো ভাইয়ের শালা। তার নাম সবুর। আগে একবার তার বিয়ে হয়েছিল। সে স্ত্রী মারা যাওয়ার পর জরীনাকে বিয়ে করেছে। আগের স্ত্রীর দু'বছরের একটা মেয়ে আছে। সবুরের আর্থিক অবস্থা খুব ভালো। কিন্তু সে চরিত্রহীন। মদ ও নারীতে আসক্ত। গভীর রাত পর্যন্ত বাইরে কাটায়।

জরীনা স্বামীর ব্যাবহারে খুব মর্মাহত। কিন্তু সবকিছু মেনে নেয়া ছাড়া কোনো পথ নেই। সব সময় তার পারভেজের কথা মনে পড়ে। তার দৃঢ় বিশ্বাস পারভেজই তার মাকে পানিবান মেরে মেরে ফেলেছে। সেই কথা মনে করে পারভেজের স্মৃতি ভুলে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু তবু পারভেজের সঙ্গে স্মৃতি মধুর সময়গুলোর কথা মনে পড়লে খুব কষ্ট অনুভব করে। রাতের বেলা একা শুয়ে শুয়ে কাঁদে । এভাবে তার দিন কাটতে লাগল।

এদিকে খায়ের পারভেজকে কয়েক মাস নিজের কাছে রেখেও যখন তার শরীর ও মনের অবনতি লক্ষ্য করল তখন তাকে বাড়িতে নিয়ে এল।

কনিষ্ঠ ছেলের উপর সব বাবা মার একটু বেশি স্নেহ থাকে। তাসনিমা বিবি পারভেজের অবস্থা দেখে জড়িয়ে ধরে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বললেন, তোর অবস্থা একি হয়েছে? তুই কি এখনও সেই মেয়েটার কথা ভুলতে পারিস নি? সে মেয়ে যদি ভালো হত, তা হলে অন্য ছেলের সাথে বিয়ে বসত না। আমরা তার চেয়ে ভালো মেয়ে দেখে তোর বিয়ে দেব। তুই তার কথা ভুলে যা।

খায়ের মাকে বলল, আম্ম, তুমি কি বলছ? আমি ওকে অনেক বুঝিয়েছি। কলেজে ভর্তি করে মন দিয়ে পড়াশোনা করতে বলেছি। কোনো কিছুতেই কিছু হয়নি। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, সারাদিন শুধু ঘুরে বেড়ায় আর সব সময় বিড় বিড় করে কি যেন বলে। জিজ্ঞেস করলে চুপ করে শুধু মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তারপর ডাক্তার যা বলেছিল বলল।

খায়েরের কথা শুনে তাসনিমা বিবি ডুকরে কেঁদে উঠে বললেন, একে তোরা বাঁচাবার ব্যবস্থা কর। তাড়াতাড়ি এর বিয়ে দেয়ার চেষ্টা কর।

মুজিবুল হক সেখানে ছিলেন, স্ত্রীর কথা শুনে বললেন, কি বাজে কথা বলছ? ওর এখন বিয়ের বয়স হয়েছে, যে ওর বিয়ে দেব? তা ছাড়া ওর বড় ভাইদের এখনও বিয়ে হয়নি।

পারভেজের অবস্থার খুব অবনতি হলেও কিছুটা সেন্স ছিল। মায়ের মুখে জরীনার বিয়ে হয়ে গেছে শুনে পাড়ার ছেলেদের কাছে খোঁজ নিল, কোথায় এবং কার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। যখন জরীনার সবকিছু জানতে পারল তখন সে আরো এ্যাবনরমাল হয়ে পড়ল। খবরটা জানার পর তার মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আম্মা, আমি আল্লাহ পাককে সব সময় জানাতাম আল্লাহ গো, জরীনাকে যদি আমার জোড়া করে পয়দা না করে থাক, তা হলে ভালো ছেলের সঙ্গে তার জোড়া করো। আমি যেন শুনি সে স্বামী সংসার নিয়ে সুখ শান্তিতে আছে। কিন্তু আম্মা তার বিয়ে যার সঙ্গে হয়েছে শুনলাম, তাকে আমি চিনি। তাদের বাড়িতে আমি দু'তিনবার উৎসবে গেছি। সে যে একটা মদখোর ও লম্পট তা সকলের মতো আমিও জানি। জরীনা জীবনে কোনো দিন একটু সুখের বা শান্তির মুখ দেখতে পাবে না।

এরপর থেকে কেউ আর পারভেজকে কথা বলতে শুনেনি। দিনের পর দিন তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটল। ছেলের এই রকম অবস্থা দেখে তাসনিমা বিবিরও শরীর দিন দিন ভেঙ্গে পড়ল। মাস খানেকের মধ্যে তিনি মারা গেলেন।

মায়ের মৃত্যুর পর পারভেজকে আর চেনাই গেল না। জরীনার ব্যাপার নিয়ে অনেক আগের থেকে তাকে কেউ দেখতে পারত না এবং তার খোঁজ খবরও রাখত না। তাসনিমা বিবিই ছেলের খাওয়া পরার দিকে লক্ষ্য রাখতেন। উনি মারা যাওয়ার পর পারভেজের দিকে কেউ লক্ষ্য করল না। মায়ের মৃত্যু পারভেজের মনের ক্ষতের উপর আরো গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হল। কয়েকদিনের মধ্যে সে বদ্ধ পাগল হয়ে গেল। এখন তাকে সবাই মজনু বলে ডাকে। সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। কোথায় থাক কি খায়, কেউ জানে না। তবে কোনো কোনো দিন গভীর রাতে তাকে তার মায়ের কবর আঁকড়ে শুয়ে থাকতে কেউ কেউ দেখে।